উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

APD

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মুসলিমরা কেন্দ্রের সুবিধা নেয় কিন্তু ভোট দেয় না » ৭

শুভেন্দুকে ঘিরে বিক্ষোভ

রবিবার রায়দিঘি বিধানসভার সাতঘরা এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন

ওঁরা গুলি চালান আর আমরা প্রদীপ জ্বালাই » ৭

২ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 20 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 150

সময়ের কথা

মূল্যবোধের বাজারে হাহাকারের বিকিকিনি

মানসী কবিরাজ

জল সরে গিয়েছে। নদী ফিরেছে তার চেনা ছন্দে। শুধু ক্ষতটা এখনও শুকায়নি। উপরের রক্ত জমাট বেঁধে গেলেও ভিতরের ঘা জেগে আছে দগদগে হয়ে। হ্যাঁ, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাবাসীদের দুর্দশার কথাই বলছি। ঘটনা কিছুটা পুরোনো হলেও তার অভিঘাত যে এখনও কতটা তীব্র তাঁরাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন জলের দাপটে যাঁদের জীবন ও জীবিকা দুই-ই ভেসে গিয়েছে। বিপর্যয়ের দু'সপ্তাহ পরেও অন্ধকার কাটেনি নিমা লামা, বুধন ওরাওঁ, প্রশান্ত সুব্বার মতো অনেকেরই। কেউ এখনও পড়ে আছেন ত্রাণশিবিরেই, কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়তি হয়ে। ঘর কবে আবারও ঘর হয়ে উঠবে জানা নেই।

বন্যা কি এখানে আগে হয়নি? হয়েছে তো। বন্যাকবলিতদের ত্রাণ দেওয়া আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু দুর্গত মানুষদের হাহাকার এবং তাদেরকে ত্রাণ বিলি করা নিয়ে এমন বাণিজ্য কিন্তু আগে ছিল না। যেমনটা এখন দেখছি। দিনকয়েক আগে ফোন স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু রিলস এবং ছবি চোখে পড়ল, যেটা দেখে মনে হল ডিজিটাল যুগ যত বেশি আপডেটেড হচ্ছে, মানুষ তত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। কেউ টিভি চ্যানেলে নেচেকুঁদে চিৎকার করে খবর বিক্রি করছেন। কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে ত্রাণের রাজনীতি বিকিকিনি করছেন, কেউ দানের জনপ্রিয়তার।

অথচ ছোটবেলা থেকে জেনেছি দান বা সাহায্যের কথা কখনও বলতে নেই, ছবি দেওয়া তো দূর অস্ত। এমনকি ডান হাতে দান করলে বাঁ হাতের সেটা জানার কথা নয়। সেসব কথা আজ শুধু বাক্সবন্দি মমিদের মতো মিউজিয়ামে রাখা। এখন তো দশজন মিলে এক প্যাকেট মুড়ি বিলি করার ছবি আপলোড হয়। আহা মানবপ্রেমী! সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ। আস্ত একটা সমাজ যেন পুরো বাজারে পরিণত হয়েছে। মুনাফা এবং মুনাফাই যার শেষকথা। আর তাই-ই ভয়াবহ বন্যা বিপর্যয়ে বিমান কোম্পানি, বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা সবাই ঝোপ বুঝে কোপ মারছে।

এরপর দশের পাতায়

দশমাথার মহাকালী। রবিবার আলিপুরদুয়ার জংশনের একটি মণ্ডপে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পুজোর মেজাজে দুই শহর

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : রাস্তা সেজেছে আলোয়। কোনওটা চকমকে, কোনওটা স্থির। শুধু কি রাস্তা? আলোর উৎসবে আলোয় সেজেছে দোকান, বাড়ি সবই। দুর্গাপুজোয় উৎসবের রেশ যেখানে শেষ হয়েছিল, কালীপুজোয় যে ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু হবে, তা তো বোঝাই গেল পুজোর আগের রাতেই আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায়।

বাজি কেনা, বাজি ফাটানো কিংবা মণ্ডপ দর্শন, রবিবার থেকেই মোটামুটি কালীপুজো মুড়ে ঢুকে পড়েছে আলিপুরদুয়ার। বাজির দাম যতই হোক না কেন, কেনাকাটাতে কার্পণ্য করছেন না শহরের বাসিন্দারা। প্যারেড গ্রাউন্ডের বাজি মেলায় দুপুর থেকেই ভিড় দেখা যায়। বিকেলের পর সেটা অনেকটা বেড়ে যায়। কথা হচ্ছিল রেলকর্মী বিপ্লব কর্মকারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'সবুজ বাজির দাম দেখছি দিনদিন বেড়েই চলেছে। এদিন অনেক দরদামের পরেও বাজি কিনতে ঘাম ছুটেছে স্রেফ দামের জন্য।'

তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, দাম খুব বেশি বাড়েনি। ষষ্ঠী মল্লিক নামে এক বাজি ব্যবসায়ী জানান, বিক্রিতে তাঁরা খুশি। আর সারা বাংলা আতশবাজি ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতি আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তরুণকুমার সাহার কাছে জানা গেল, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মজুত করা বাজির ৬০ শতাংশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

এদিন আলিপুরদুয়ারের একাধিক মণ্ডপের উদ্বোধন করা হয়েছে। আবার কয়েকটি মণ্ডপে ফিনিশিং টাচ দেওয়ার দৃশ্যও নজরে এসেছে। দুপুরে জংশনে সবুজ সংঘের ও সন্ধ্যায় টিকিট চেকিং স্টাফের পুজোর উদ্বোধন হয়। শনিবারই এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর উদ্বোধন হয়ে গেলেও মণ্ডপের কাজ শেষ হয়নি। এদিন মণ্ডপের কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা গড়িয়েছে। তার মধ্যেই ভিড় করেছেন দর্শনার্থীরা।

আর দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতেও দেখা যাচ্ছে জুবিন গর্গ জ্বর। প্রয়াত সংগীতশিল্পীর স্মৃতির ছাপ পড়ছে প্রায় সব অনুষ্ঠানেই। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ঢাক আর ভাংরার বোলে গমগম করছিল কলেজ হল্ট এলাকা।

এরপর দশের পাতায়

চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথে কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ অক্টোবর : কেরলে ৩৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ছিল না ২০১৬ সালেও। ২১ শতাংশ পরিবারের দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জুটত না। ১৫ শতাংশ পরিবারের মাথার ওপর ছাদ ছিল না। সেই কেরল চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হতে চলেছে। দেশের মধ্যে প্রথম। স্বাধীনতার পর গত ৭৮ বছরে এই ইতিহাসের ঘোষণা হবে ১ নভেম্বর। সেদিনই আবার কেরলের প্রতিষ্ঠা দিবস।

কোন জাদুতে এই সাফল্য? কেরলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশ জানিয়েছেন, প্রথম বাম ও গণতান্ত্রিক (এলডিএফ) সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল চরম দারিদ্র্যদূরীকরণ। সেজন্য 'এক্সট্রিম পভার্টি ইরাডিকেশন প্রোজেক্ট' (ইপিইপি) গ্রহণ করেছিল মন্ত্রীসভা। তাতেই কেল্লা ফতে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৬৪,০০৬টি পরিবারকে চরম দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা গিয়েছে।

ওই পরিবারগুলির জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, উপার্জন এবং মাথার ওপর পাকাপোক্ত ছাদের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এই অসাধ্যসাধনের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশকে কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজেশের দপ্তরের অধীনে প্রকল্পটি সাফল্য এনে দিয়েছে। গরিবি হটাওয়ের স্লোগান দিয়েছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। প্রায় ৫০ বছর আগে। স্লোগানটি এতদিন স্লোগানেই আটকে ছিল। কেরল প্রথম বাস্তবায়িত করল।

রাজেশ বলেন, 'এটা কেরলের জন্য বাস্তবিকই গর্বের মুহূর্ত। কেরল দেশের মধ্যে প্রথম তো বটেই, চিনের পর বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে সফলভাবে চরম দারিদ্র্যমুক্ত হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদলে চরম দারিদ্র্য দূর করার কর্মযজ্ঞ হাতে নেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যপূরণে আমরা ১০০ শতাংশ সফল।' পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দাবি করে থাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথীর মতো প্রকল্পে রাজ্যে গরিবি কমেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দারিদ্র্যমুক্ত হয়নি।

কেরলে সরকার শুধু পাইয়ে দেয়নি, চরম দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, রাজ্যে যাতে একজনও চরম দরিদ্র হিসেবে না থাকেন, তা সুনিশ্চিত করা। এই প্রকল্পে গরিব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়। তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, পাকা বাড়ি, জীবিকা, উপার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্প শুরুর সময় সমীক্ষায় দেখা যায়, কেরলের ৬৪,০০৬টি পরিবারের মোট ১,০৩,০৯৯ জন চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন।

এরপর দশের পাতায়

'হাওয়া'য় ভরসা করতে ভয় পদ্মের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : 'বিজেপি জিতবে' এই হাওয়ার কেবল ভরসা করতে পারছে না আলিপুরদুয়ার জেলার পদ্ম শিবির। তারা চাইছে, 'অ্যাকশন'। রবিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে দলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে দলের নেতা-কর্মীদের এমন বার্তা দিয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস সহ অন্য জেলা নেতারা।

'চায়ের দোকান, পাড়ার আড্ডা সব জায়গায় একটাই চর্চা। মানুষ তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে তৈরি। বিজেপি আসলে কি তৈরি আছে? মানুষকে বোঝাতে হবে যে বিজেপি তৈরি আছে', রবিবার একথা বলেন মিঠু। দলের আগামীদিনের কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন ফাঁকফোকরও উঠে আসে তাঁর কথায়। মিঠুর কিছুক্ষণ পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে একই রকম কথা শোনা গিয়েছে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের মুখেও। তিনিও কর্মীদের উজ্জীবিত করার বার্তা দিয়েছেন।

> ২০২১ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে বলে সবাই মনে করেছিল। তবে কিছু ফাঁকফোকর থাকায় সেটা হয়নি। এবারও সেটা দেখা যাচ্ছে। অনীহা রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে।
>
> **মিঠু দাস**
> *জেলা সভাপতি, বিজেপি*

নামে জেলা বিজেপির বিজয়া সম্মিলনি হলেও এদিন স্পষ্টতই সেখান থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে বলেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। নেতাদের বুঝিয়ে দেন, বিজেপির পালে হাওয়া আছে- এমন মনোভাব নিয়ে ঢিলেমি দিলে হবে না। দলের কর্মসূচি, সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দিতে বলা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, সাংগঠনিক ফাঁকফোকর দূর করা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব জেলার নেতাদের কড়া বার্তা দিয়েছে। যে নেতা-কর্মীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন, তাঁদের আবার ময়দানে নামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বার্তার কথা বলতে গিয়ে এদিন মিঠু বলেন, 'দু'দিন আগে ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলছিলেন, ২০২১ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে বলে সবাই মনে করেছিল।

এরপর দশের পাতায়

আঁধারে আলোর উৎসব

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৯ অক্টোবর : গতবারও শালকুমারহাটের নতুনপাড়া বাজারে মণ্ডপ করে কালীপুজো হয়েছিল। কিন্তু এবার কোনও মণ্ডপ হচ্ছে না। টিমটিম করে কেবল পুজোটা হবে। রবিবার ভালুকারপাড়ে পাড়ার মন্দির চত্বর সাফ করছিলেন কয়েকজন তরুণ। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো এবার সেই উদ্দীপনা তাঁদের মধ্যে দেখা গেল না। স্কুল পড়ুয়া সমীর রায়, কিশোর বর্মনরা অন্যান্যবার তো কালীপুজোর আগে থেকেই বাজি, পটকা ফাটাতে শুরু করে দিত। কিন্তু এবার বাড়ির বড়রা তাদের বাজি কিনে দিতে পারেননি। তাঁরাও উদাস। আসলে গত ৫ অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, সিধাবাড়ি, মুন্সিপাড়ার মতো গ্রামগুলির যেন ঘোর কাটছে না। তাই এইসব গ্রামগুলিতে এবার কালীপুজোর আনন্দ ম্লান।

নতুনপাড়া বাজারে জাঁকজমক করেই দুর্গাপুজো হয়। এখানকার পুজো দেখতে ভিড় করেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে আসা পর্যটকরাও। এই পুজোর আমেজ কালীপুজো পর্যন্ত থাকে। কিন্তু এবার দুর্গাপুজোর কয়েকদিন পরেই বিপর্যয় দেখা দেয়। তার রেশ সামলে ওঠা যায়নি এখনও। তাই দীপাবলির আগে মন খারাপ এলাকাবাসীর। পুজো কমিটির সদস্য স্বপন রায়ের কথায়, 'দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো পর্যন্ত গোটা বাজার চত্বর এলাকা উৎসবমুখর থাকে। কালীপুজোতেও বাজারের মন্দিরের সামনে মণ্ডপ বানানো হয়। কিন্তু মন্দির চত্বরে এখনও ডলোমাইটের পলি জমে আছে। তাই এবার সেখানে মণ্ডপ হয়নি। শুধু মন্দিরে কোনওরকমে পুজোটা হবে।' স্থানীয় তরুণ কৌশিক রায়েরও মন খারাপ।

মণ্ডপ হচ্ছে না। পাড়ার মন্দিরেই সাদামাঠা কালীপুজো। শালকুমারহাটে।

এরপর দশের পাতায়

বাঁশকালীর পুজোয় ছাগবলি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : ব্রিটিশ শাসনকালে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিকে আজও ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে আসছে হলদিবাড়ি শহরের মানুষ। পুজোর সময় আলাদা করে কোনও নতুন মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করা হয় না। দীপাবলির রাতে প্রাচীন রীতি মেনেই দেবীর আরাধনায় মাতেন স্থানীয়রা। পুজোর দিন নিরামিষ ভোজন করে এতে শামিল হন। পুজোর দিন সকলের গন্তব্য হয়ে ওঠে এই মন্দির প্রাঙ্গণ।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের দাবি, পরাধীন ভারতে হলদিবাড়ি শহরের এই এলাকায় ছিল ব্রিটিশ বার্ক মেয়ারের জুট মিল। বর্তমান রেলগেট সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ছিল ওই কোম্পানি। তার চত্বরে ছিল একটি প্রাচীন বট গাছ। প্রবীণ নাগরিক অমিত দে বলছেন, 'পয়ামারির বাসিন্দা হেলহেলা রায় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ওই বট গাছের নীচে মাটির ঢিপি তৈরি করে নিয়মিত পুজোপাট শুরু করেন। ক্রমে সেখানে পুজো দিতে নিত্যদিন প্রচুর লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করে। আর তাতেই কোম্পানির কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওই স্থানে পুজোপাট বন্ধের নির্দেশ দেন কোম্পানির বড়বাবু।'

আরেক প্রবীণ সত্যরঞ্জন রক্ষিত জানালেন, এরপর একই রাতে ওই ব্রিটিশ বড়বাবু ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে দেবীকে দর্শন করেন। দেবী উভয়কে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। অন্যথা প্রভূত ক্ষতির ভয় দেখান। তারপরই বড়বাবুর নির্দেশে ব্রিটিশ আবাসস্থলের পাশে বাঁশঝাড়ের নীচে টিনের চালা তৈরি করে দেবীর ওই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। এরপরেই দেবীর মহিমা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁশঝাড়ের নীচে এর পুজো হয় বলে মন্দিরটি বাঁশকালীবাড়ি নামে অধিক পরিচিত। তবে পরবর্তী সময়ে পাকা মন্দির তৈরি করা হয়েছিল।

মন্দিরের প্রাচীন কষ্টিপাথরের এই মূর্তি আজও পূজিত হয়ে আসছে।

মন্দির কমিটির তরফে উমাশংকর রায় বলেন, 'এই মন্দিরের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলাকায় কোনও শিশুর জন্মের পর তার মুখের ভাত, নববধূকে বাড়িতে বরণ করার আগে মন্দিরে নিয়ে আসার রীতি আজও প্রচলিত। এমনকি নতুন বাহন কেনা হলেও এই মন্দিরে পুজো দিয়েই সেই বাহন ব্যবহার করেন বাসিন্দারা।' মন্দিরের পূজারি তুলেন রায় জানান, মন্দিরে আজও ছাগবলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। তবে কারও মানত থাকলেই বলি দেওয়া হয়।

তরাই-ডুয়ার্স নিয়ে প্রশ্ন

মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত, এক মঞ্চে ডাক অজয়ের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : দাবি আদায়ে পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে আসার আহ্বান আগেই জানিয়েছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এবার অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও (আইজিজেএফ) একই দাবি তুলল। রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তরফে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত জানিয়ে সবাইকে এক হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

দলের নেতা এনবি খাওয়াসের বক্তব্য, 'শুধু লোকবল দিয়ে দল ভারী করে লাভ নেই, সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁপাতে হবে।' পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'কেন্দ্র গোর্খাদের দাবি মেটানোর কথা বলে সেখানে তরাই-ডুয়ার্সকেও ঢুকিয়ে দিয়েছে। কোনও দিনই তরাই-ডুয়ার্স পাহাড়ের দাবির সঙ্গে একমত হবে না। মানুষ প্রশ্ন করলেই বিজেপি বলবে, মধ্যস্থতাকারী কাজ করছেন। অপেক্ষা করুন। কিন্তু সেই অপেক্ষা আর শেষ হবে না।'

বিজেপি ক্ষমতায় এলে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন পূরণ হবে, এই আশায় ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে বিমল গুরুংরা বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিলেন। দার্জিলিং থেকে বিজেপি জয়ী হলেও সেবার তারা কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারেনি। তবে, সরকারে এসে পাহাড়ের আন্দোলন দমাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছিল। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিজয় মদনকে পাহাড় সমস্যার সমাধান খুঁজতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পেয়ে তিনি দার্জিলিংয়ে একবারই এসেছিলেন। সেখানে তিনি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে দিল্লি ফিরে যান। মধ্যস্থতাকারীর কাজকর্ম নিয়ে এর বেশি কিছু জানে না পাহাড়।

পাহাড়ের প্রবীণ সিপিএম নেতা কেবি ওয়াত্তার বলেছেন, 'বিজয় মদন একবারই দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেবারও বিমল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে দেখা করা, সাধারণ মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেননি। সেই মধ্যস্থতাকারী পরবর্তীতে কী কাজ করেছিলেন জানা নেই।' এরই মধ্যে কেন্দ্র ফের একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে পাহাড়ের রাজনৈতিক ভেদাভেদ অনেকটাই বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে চললে দাবি আদায় সম্ভব নয় বলেই মনে করেন বিমল গুরুং, বিনয় তামাংয়ের মতো নেতারা। তাই গোর্খা জাতির উন্নতির স্বার্থে বিমল আগেই সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে এক মঞ্চে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবার অজয় এডওয়ার্ডের পার্টির অন্যতম নেতা এনবি খাওয়াস এই দাবি তুললেন।

দেবীর সাজ। মালদা শহরের ভাই ভাই সংঘের কালী প্রতিমা। অরিন্দম বাগের ক্যামেরায়।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের ঘোকসাডাঙ্গার প্রতিনিধি রাকেশ শা'র বাবা লক্ষ্মীপ্রসাদ শা প্রয়াত হলেন শনিবার রাতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছিলেন সাংবাদিকের বাবা।

গত ২২ দিন ধরে তিনি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার রাত বারোটা নাগাদ প্রয়াত হন লক্ষ্মীপ্রসাদ। রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ছাড়াও তিন নাতি-নাতনি রয়েছেন।

Tender Notice

E-NIeT No:- 11(e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Dtd-15/10/2025 & E-NIeT No:- 12 (e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Date-16/10/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov. in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

রহিমাবাদ বাগানে পুজোয় সম্প্রীতি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ অক্টোবর : ডুয়ার্সের শামুকতলা থানার রহিমাবাদ চা বাগানের কালীপুজো মানে সম্প্রীতির বার্তা। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোর আয়োজনে শামিল হন। ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই চা বাগানের পুজোয় মা কালী আবির্ভূত হন সম্প্রীতির দেবী রূপে। এবারেও বাগান সংলগ্ন বাসিন্দারা মেতে উঠেছেন মা কালীর আরাধনায়। চাঁদা আদায় থেকে শুরু করে পুজোর জোগাড় সব কাজেই সব ধর্মের মানুষকে দেখা যায়। স্থানীয় শিল্পীরা প্রতিমা গড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ চৌধুরী জানান, ১৯৪৮ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। তারপর থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই পুজোর অন্যতম ঐতিহ্য। মুশতাক আহমেদের কথায়, 'কালীপুজোর সময় আমরা সবার সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠি। পুজোর আয়োজনেও শামিল হই।' পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজ যেমন করা হয় তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

আজ সাফারি শুরু জলদাপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৯ অক্টোবর : ১৬ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে পুনরায় জলদাপাড়ায় চালু হতে চলেছে গাড়ি ও হাতি সাফারি। তবে হলং নদীর ওপর ডাইভারশন খুব মজবুত না হওয়ায় সাফারির টিকিট বুকিং কাউন্টার নদীর এপারে আনা হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'যুব আবাসের পাশে কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে আপাতত এই কাউন্টার খোলা হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া না হয় ততদিন ওই ভবনেই কাউন্টার থাকবে।' রবিবার দেখা গেল কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে টিকিট কাউন্টার খোলার জন্য শেষমুহূর্তের কাজ চলছে।

যদিও এখানে কাউন্টার থাকলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। বয়স্করা সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কারণ ওই ভবনে বসার ব্যবস্থা নেই। এছাড়া নেই কোনও শৌচালয়। পানীয় জলের ব্যবস্থাপনারও অভাব রয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বললেন,

কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ে সাফারির টিকিট বুকিংয়ের কাউন্টার। মাদারিহাটে।

'আমরা শৌচালয়ের জন্য পাশের যুব আবাসের আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাব। আর বয়স্ক পর্যটকদের বসার জন্য দুটো বেঞ্চও রাখা হবে।' এছাড়া সাফারির টিকিটের বিষয়ে বনাধিকারিক জানান, সোমবার দুপুর ২টোয় প্রথম সাফারির ট্রিপের টিকিট রবিবার বিকাল থেকে দেওয়া হল। এছাড়াও সোমবার সকাল থেকে হাতি সাফারিও শুরু হয়ে যাবে।

বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মধ্যেই সঞ্জয় দাস নামে এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'আমাদের মূল দাবি, গাড়ি সাফারির টিকিট অনলাইনে বুকিং করার নিয়ম দ্রুত চালু করা হোক। তাহলে পর্যটকদের সুবিধা হবে।' তবে অপরদিকে হলং বিটের কাছে আরও একটি সেতু ভেঙে পড়ায় লোকনৃত্যের আয়োজন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। খাউচাঁদপাড়ার তপশিলি উপজাতি মহিলা দলের সদস্যরা এই নাচ পর্যটকদের সামনে পরিবেশন করেন। বিনিময়ে তাঁদের কিছু অর্থ উপার্জন হয়। খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দা শম্ভু সুব্বা এনিয়ে বললেন, 'আমাদের এখানকার মহিলাদের রোজগার বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁরা পর্যটকদের কাছে নাচ পরিবেশন করে কিছু উপার্জন করতেন। তাই আমরা চাই এব্যাপারে একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক।'

প্রতিবন্ধকতা উড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ১৯ অক্টোবর : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। কিন্তু হতে পারেনি। বাস্তবের অমল কিন্তু রোদ্দুর হতে পেরেছে। অমলের পুরো নাম অমল রায়। বয়স আঠাশ, উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। এই উচ্চতার জন্য ছোটবেলা থেকে তাঁকে কম কটূক্তি কিংবা হেনস্তার শিকার হতে হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন অমল। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কনটেন্ট বানিয়ে রীতিমতো জনপ্রিয় তিনি। নেটিজেনদের কাছে অবশ্য তিনি 'দুষ্টু অমল' নামেই বেশি পরিচিত।

মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি অমলের। বাবা বাবুরাম রায় সামান্য কৃষক। দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবার। অমলের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য বাবুরাম অনেক কষ্ট করে দিনমজুরি করে পড়াশোনা শিখিয়েছেন ছেলেকে। ময়নাগুড়ি কলেজ থেকে ২০২১ সালে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এরপর পরিবারের হাল ধরতে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রাইভেট

অমল রায়।

টিউশনকে। চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যদি কোনও সরকারি অথবা বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু চাকরি পাননি।

সেসময় তীব্র হতাশায় ডুবতে শুরু করেন। দু'বেলা পেটভরে খাওয়াই মুশকিল। এরমধ্যে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছু তো একটা করতেই হবে। সেই থেকে ভিডিও বানানোর কথা মাথায় আসে। বিভিন্ন সামাজিক এবং হাস্যকৌতুক ভিডিও বানানো শুরু করলেন অমল। ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হতে শুরু করেন। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। এটাই এখন অমলের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমলের কথায়, 'প্রথমেই সেভাবে সাফল্য আসেনি। তবে এখন কনটেন্ট বানিয়ে ভালোই রোজগার হচ্ছে। বহু মানুষ ভালোবাসা দিচ্ছেন।' বর্তমানে ফেসবুকে তাঁর ৭৫ হাজার ফলোয়ার রয়েছেন।

ছেলের কথা বলতে গিয়ে বাবুরাম বললেন, 'একদিকে শারীরিক বাধা, অন্যদিকে কটূক্তি, লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব বাধাকে অতিক্রম করে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে ছেলেটা। হাঁটতেও সমস্যা হয় ওর। কিন্তু হাল ছাড়েনি। নিজের পরিশ্রম দিয়ে ছেলেটা কিছু করার চেষ্টা করছে।'

কর্মখালি

কার্টুন ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন 12000/- + পেট্রোল 8116743501.

•

Basian Islamia Senior Madrasah (Govt. Recognised Un-Aided) Wanted Teachers Subjects : Bio-Science (Life Science), English Qualification : Graduate with D.El.Ed/B.Ed Apply by : 27 Oct 2025 Interview : 10 Nov 2025, 12 P.M. Apply in person with resume. No online applications. Address : Basian, Raiganj, Uttar Dinajpur, WB-733156. (K)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 7125 9502 6410 Govt. of India নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Uma Benarjee এবং Soma Banerjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভ নাম Uma Benarjee প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা তৈরি হলো। ছাট গুড়িয়াহাটি, P.S. কোতোয়ালি, P.O. + Dist. কোচবিহার। (C/118152)

•

আধার কার্ড নং 5806 4287 3977 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Bablu Sekh এবং Bablu Mia, বাবা Najarul Sekh এবং Nazrul Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম Bablu Sekh, S/o. Najarul Sekh আধার কার্ডে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ মাটিকাটা, পোঃ মধুপুর, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118154)

•

ভোটার লিস্ট, 2002, S.L. নং 523, পার্ট নং 183-5, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভোটার ID কার্ড নং WB/01/005/546297 আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ajina Bibi এবং Ajina Khatun এবং স্বামী Amir Hossain এবং Amir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক এবং প্রকৃত নাম Ajina Khatun এবং আমার স্বামীর সঠিক এবং প্রকৃত নাম Amir Hossain, দুধের কুঠি দেওয়ান বস, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার, পিন- 736170. (C/118153)

আজ টিভিতে

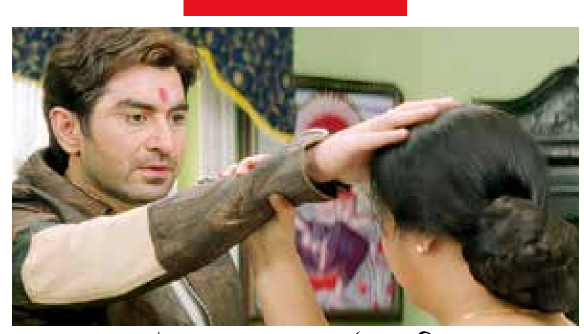

ওয়ান্টেড দুপুর ১২.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১২.১৫ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ ইডিয়ট, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিশমিশ, দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.০০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১১.০০ ফুল আর পাথর

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আজকের সন্তান, দুপুর ১২.০০ আসল নকল, ২.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ বদনাম, রাত ১১.০০ সুইৎজারল্যান্ড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাধক বামাক্ষ্যাপা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৫ বিবি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.২৮ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৫ ভীমা, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫৯ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার

জি বলিউড : সকাল ১০.৫৪ ফুল বনে অঙ্গারে, দুপুর ২.০৬ নসিব অপনা অপনা, বিকেল ৫.০১ আদমি, রাত ৮.০০ ফুল অওর অঙ্গার, ১০.৫২ আগ সে খেলেঙ্গে

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫০ এতরাজ, বিকেল ৪.৩৮ কৃশ-থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ১০.১৫ চক্র কা রক্ষক

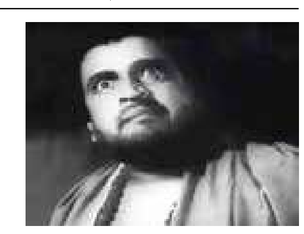

সাধক বামাক্ষ্যাপা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

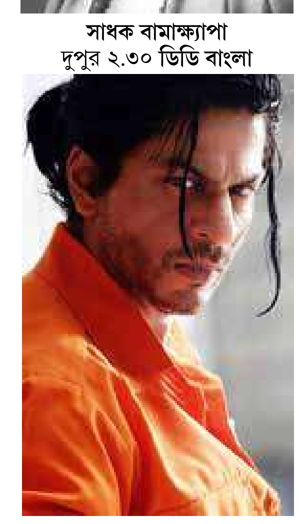

ডন-টু সন্ধে ৬.৩১
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৩.৫২ মনমর্জিয়া, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ রাষ্ট্র কবচ ওম, ১১.১৭ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

কালীপুজো উপলক্ষ্যে

কাঁচা মাছের সর্ষে পোস্ত রান্না শেখাবেন পুষ্পিতা রায়চৌধুরী এবং প্রিয়াংকা মুখার্জি। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাভাবিক ব্যবহার বজায় রাখুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কমবে। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। অন্যায়কারীকে সমর্থন করতে যাবেন না। রোগমুক্তিতে স্বস্তি। মিথুন : অর্থ নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে। ভাইবোনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্কট : আপনার উদারতায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে সুস্থ করে মানসিক তৃপ্তি। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। কন্যা : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে অহেতুক চিন্তা ত্যাগ করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে সুফল পাবেন। তুলা : প্রায় বিনা কারণেই কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ হতে পারেন। কাজ ফেলে রাখবেন না। দাম্পত্যে শান্তি। বৃশ্চিক : নিজের সৃজনমূলক কাজকে পেশা বানানোর সিদ্ধান্ত। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন ফল মিলবে না। ধনু : স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অশান্তি। মকর : পেশার পরিবর্তনের চিন্তা আসবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : আপনার সিদ্ধান্তের ওপর সাফল্য নির্ভর করছে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। মীন : সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি মিলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ আশ্বিন, ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২ কাতি, সংবৎ ১৪ কার্তিক বদি, ২৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৫। সোমবার, চতুর্দশী দিবা ২।৫৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৮।৩২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৩।৪১। শকুনিকরণ দিবা ২।৫৭ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ৩।৪২ গতে নাগকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।৩২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ২।৫৭ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৭।৫ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ২।১৪ গতে ৩।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৪৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও উত্তরে যাত্রা নিষেধ, দিবা ১১।২১ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ২।৫৭ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৩।৪০ গতে পুনর্যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩২ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট। দিবা ২।৫৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ২।৫৭ মধ্যে চতুর্দশীর উপবাস। চতুর্দশ যমতর্পণ, দিবাস্নান কর্তব্য। ভূতচতুর্দশীকৃত্য। শস্ত্রাহত চতুর্দশী। নরকচতুর্দশী। আচারবশতঃ চতুর্দশ শাকভক্ষণ। গোস্বামিমতে যমচতুর্দশী ও ধর্মরাজপুজো। অমাবস্যার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৫ গতে রাত্রি ৬।৪১ মধ্যে লক্ষ্মীপুজো ও অলক্ষ্মীপুজো এবং উল্কাদানাদি। মধ্যরাত্রিতে শ্রীশ্রী শ্যামাপুজো। দেবীর দীপযাত্রা। দীপাবলি। দেওয়ালি। দেবগৃহাদিতে দীপদান। দিবা ২।৫৭ গতে অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। শেষরাত্রি ৪।৪ গতে পরারুণোদয়ে করতোয়া স্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মদিন (১৮৭১)। শ্রীশ্রীমা তারাদেবীর আর্বিভাব। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে ও হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটায় শ্রীশ্রীকালীপুজো ও উৎসব, তারাপীঠে শ্রীশ্রীমা তারামায়ের পুজো। ত্রিপুরা রাজ্যের পীঠস্থান উদয়পুরে শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী দেবালয়ে বিশেষ পুজো ও মেলা। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

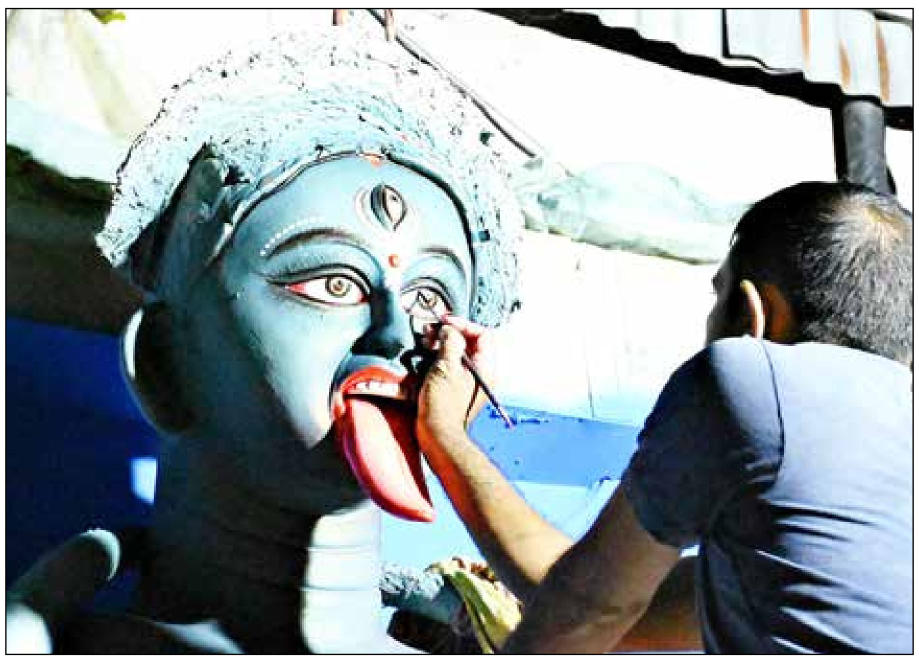

শেষ তুলির টান। রবিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

প্রাণের উৎসবে শব্দ নয়...

ফালাকাটায় বসল না বাজিমেলা

ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : পুরসভা ও প্রশাসনের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার শহরে বসেছে বাজিমেলা। কিন্তু ফালাকাটা পুরসভায় সেই মেলা বসল না। ফলে স্থানীয়রা বঞ্চিত হলেন পরিবেশবান্ধব বাজি সহজে কেনার সুযোগ থেকে। কিন্তু ফালাকাটা শহরে এই মেলা বসল না কেন? জানতে চাইলে বাজি ব্যবসায়ীদের অনাগ্রহের দিকেই আঙুল তুলছে পুর কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ স্পষ্ট জানিয়েছে, পুর এলাকায় সরকারি গাইডলাইন মেনে বাজিমেলা বসবে। এমনকি কতজন লাইসেন্স পেয়েছেন তাও জানাতে বলা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, এর প্রস্তুতি হিসেবে এবার ফালাকাটা পুরসভা, পুলিশ ও দমকল বিভাগ বাজি ব্যবসায়ীদের নিয়ে কোনও বৈঠকই করেনি। আদালত এবং সরকারের গাইডলাইন থাকা সত্ত্বেও ফালাকাটায় বাজিমেলা বসল না।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরির কথায়, 'গত বছর বাজিমেলা নিয়ে বিডিও অফিসে বৈঠক করা হয়েছিল। আমরা জায়গাও চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম। দমকল বিভাগ লাইসেন্সও দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও বাজিমেলা বসেনি। এবার এসবের কোনওকিছুই হয়নি। মূলত ব্যবসায়ীদের অনীহার জন্যই বাজিমেলা বসানো সম্ভব হয়নি।'

একই কথা বলছেন ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ও। তিনি বলেন, 'গত বছর বেশ কয়েকজন বাজিমেলায় দোকান দেবেন বলে লাইসেন্স নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার আমার কাছে কেউ আসেননি।'

রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো বাজিমেলায় শুধুমাত্র সবুজ বাজিই বিক্রি হবে। গত বছর প্রশাসন জানিয়েছিল, হাটখোলার ছটপুজোর ঘাটে বাজিমেলা বসবে। সেখানে শুধু সবুজ বাজি বিক্রির জন্য লাইসেন্স দেওয়া হবে। ছটপুজোর ঘাটে স্টল দেওয়ার জন্য পুলিশ, দমকল, বিদ্যুৎ দপ্তর সহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি বৈঠক করে অনুমোদন দেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের ৫ থেকে ৭ জন ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও তাঁরা নাকি নির্দিষ্ট জায়গায় দোকান দেননি।

> গতবছর বাজিমেলা নিয়ে বিডিও অফিসে বৈঠক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও বাজিমেলা বসেনি। এবার এসবের কোনওকিছুই হয়নি। মূলত ব্যবসায়ীদের অনীহার জন্যই বাজিমেলা বসানো সম্ভব হয়নি।
>
> **প্রদীপ মুহুরি** *চেয়ারম্যান ফালাকাটা পুরসভা*

আর ব্যবসায়ীরা বলছেন, ক্রেতা মেলে না বলেই তাঁরা বাজিমেলায় স্টল দেওয়ার আগ্রহ দেখান না। শহরের এক বাজি বিক্রেতা বলেন, 'গত বছর লাইসেন্স পেয়েছিলাম। কিন্তু বাজিমেলার জায়গাটি ঠিক ছিল না। এবার তাই আর মেলার আশা না করে নিজেই দোকান দিয়েছি।'

আর যত্রতত্র দোকান বসায় প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই। বাজি কিনতে এসেছিলেন আনন্দ মণ্ডল। বললেন, 'সব জায়গায় পুরসভা বাজিমেলা বসাচ্ছে। কিন্তু ফালাকাটাতে তা হল না। তাই শহরের সব দোকানে খুল্লম খুলা নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি হচ্ছে।'

নিষিদ্ধ শব্দবাজি সহ ধৃত। রবিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ঢালাও মিলছে শব্দবাজি

প্রণব সূত্রধর ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : বাজিমেলায় 'সাধু' সেজেছেন ব্যবসায়ীরা। পুলিশ-প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে প্যারেড গ্রাউন্ডে তাই শব্দবাজির দেখা নেই। অথচ বাজারের দোকানে চাইলেই দিব্যি মিলছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। কালীপুজোর আগে থেকেই তাই আলিপুরদুয়ার শহরের অলিগলিতে শব্দবাজির দাপট। সোমবার ও মঙ্গলবার পরিস্থিতি কী হবে, তা ভেবে এখন থেকেই আতঙ্কিত বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিক ও শিশুদের অভিভাবকরা।

বাজিমেলায় রয়েছে ১৬টি বাজির দোকান। সেখানে ব্যবসায়ীরা পুলিশ-প্রশাসন, দমকল বিভাগের থেকে অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করছেন। সেখানে সবুজ বাজিই বিক্রি হচ্ছে। অথচ সেখানে দোকান দিয়েছেন এমন ব্যবসায়ীদের একটা অংশেরই তো বাজারেও দোকান রয়েছে। সেখানে গিয়ে একবার মুখ ফুটে চাইলেই হল। নিষিদ্ধ শব্দবাজি আপনার হাতে এসে যাবে। এভাবে খুল্লম খুল্লা শব্দবাজি বিক্রি হওয়ার দৃশ্য কিন্তু গত কয়েকবছরে দেখা যায়নি। শব্দবাজি বিক্রি তো আগেও হত। কিন্তু আগে তবু গোপনে সেসব কিনতে হত, বলছেন নাগরিকরাই। নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুত ও বিক্রির অভিযোগে পুলিশ অবশ্য ইতিমধ্যে তিন জায়গাতে অভিযান চালিয়েছে। বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্তও করেছে। সেইসঙ্গে একজনকে আটক করা হয়েছে। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় ও আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তবে আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি বলেন, 'আলিপুরদুয়ার থানা ছাড়াও বিভিন্ন থানা এলাকায় সারপ্রাইজ চেকিং চলছে। এছাড়াও অভিযোগ পেলেই অভিযান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই অভিযান চলতেই থাকবে।'

আলিপুরদুয়ার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার রেলগেট সংলগ্ন এলাকা, মাধব মোড় ও নোনাই এলাকায় অভিযান করা হয়েছে। নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির অভিযোগ রয়েছে এমন একাধিক দোকানের তালিকা তৈরি করে নজরদারি রাখা হচ্ছে।

তবে রবিবার বাজার ঘুরে দেখা গেল, নিষিদ্ধ শব্দবাজি অবশ্য দোকানের সামনে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে না। ফলে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই দোকানের ভিতরে বেআইনি কাজকর্ম চলছে কি না। অনেক ব্যবসায়ী ঝুঁকি এড়াতে পাশের দোকানে নিষিদ্ধ বাজি মজুত রাখছেন। পরিচিত মুখ হলে বের করে দিচ্ছেন। এক প্যাকেট কালীপটকার দাম ৮০ টাকার বেশি। তবে ক্রেতা অপরিচিত হলেও সমস্যা নেই।

ফালাকাটার ছবিটাও এক। রবিবার সন্ধ্যার পর পাড়ায় পাড়ায় শব্দবাজির দাপট শুরু হয়। কলেজপাড়া, অরবিন্দপাড়া, বাবুপাড়া, মাদারি রোড, দেশবন্ধুপাড়া, পশ্চিম ফালাকাটা সহ শহর সংলগ্ন এলাকায় শব্দবাজির আওয়াজ পাওয়া যায়। পরিবেশকর্মী শুভজিৎ সাহা বলেন, 'কোর্ট এবং প্রশাসনের নির্দেশের পরেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী শব্দবাজি বিক্রি করেছেন।' ফালাকাটার পশুপ্রেমী রোহন রায় বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই শব্দবাজির দাপট শুরু হয়। শব্দবাজির দাপটে ঘরের পোষ্য থেকে রাস্তার পথকুকুরগুলিও এদিন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সোমবার কী হবে তা আজকেই বুঝতে পারছি।'

ভাওয়াইয়া, বাউলে মেলা পাগলারহাটে

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১৯ অক্টোবর : কুমারগ্রাম ব্লকের পাগলারহাট কালীবাড়ির পুজো শতাব্দীপ্রাচীন। ভক্তদের কথায়, এই মন্দিরের দেবী জাগ্রত। তাই মনের ইচ্ছে পূরণে বার্ষিক পুজোয় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন। কালীপুজোর পাশাপাশি রয়েছে সপ্তাহব্যাপী মেলাও। নতুন রংয়ের প্রলেপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির চত্বর।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু আগে থেকেই পাগলারহাটে রক্ষাকালীর পুজো শুরু হয়েছিল। কথিত আছে স্থানীয় 'জলধা' সম্প্রদায়ের মানুষ রক্ষাকালীর পুজো দিয়ে গভীর জঙ্গলে পশু শিকার, মধু সংগ্রহে পাশাপাশি খরস্রোতা পাহাড়ি নদীতে মাছ ধরতে যেতেন। জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে একটি বড় পাথরকে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা করে কালীপুজো শুরু হয়েছিল। তখন বাঁশ, মাটি, খড়কুটো, কাশিয়া প্রভৃতি উপকরণে তৈরি চারদিক খোলা মন্দিরে পুজো হত। ১৯৮০ সালে পাকা মন্দির তৈরি করে কালো পাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকে শুরু হয় নিত্যপুজো।

মন্দির কমিটির সম্পাদক উদয়কুমার দাস বলেন, 'পাগলারহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মেলা হচ্ছে। ২০ অক্টোবর সোমবার রাতভর পুজার্চনা চলবে।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ মেলার উদ্বোধন করবেন। প্রধান অতিথি হিসেবে সঙ্গে থাকবেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, বিশেষ অতিথি কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা প্রমুখ।

মেলায় রকমারি দোকানপাট তো বসছেই, আর থাকছে পুতুলনাচ, টয়ট্রেন, নাগরদোলার আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা।

উদ্যোক্তা তরুণকুমার দাস জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যায় কালীপ্রসন্ন মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ঐতিহ্য ধরে রাখতে যাত্রাপালা, বাউল, ভাওয়াইয়া, আধুনিক গানের আসরও বসবে। খুদে পড়ুয়াদের প্রতিভা বিকাশে এবারেও অঙ্কন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হচ্ছে। রেওয়াজ মেনে পুজোর রাতে শয়ে-শয়ে পাঁঠাবলি এবারেও হবে। মনের ইচ্ছে পূরণে ভক্তরাই পায়রা ও পাঁঠাবলির রেওয়াজ চালু রেখেছেন। কমিটির তরফে আখ ও পানিকুমড়ো বলি দেওয়া হয়।

সাতদিনের আনন্দ
- প্রতিদিন সন্ধ্যায় কালীপ্রসন্ন মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে
- সামাজিক যাত্রাপালা, বাউল, ভাওয়াইয়া, আধুনিক গানের আসরও বসবে
- অঙ্কন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানও হচ্ছে

কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সভাপতি অরবিন্দ দাস জানান, ভিড় সামলাতে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে মহিলা ও পুরুষদের পৃথক লাইন করা হচ্ছে। পুজো ও মেলা পরিচালনায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। মেলায় পুলিশ সহায়তা ও প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র থাকছে। এছাড়া বাড়তি নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হচ্ছে।

পাগলারহাট কালীবাড়ির শতাব্দীপ্রাচীন পুজোর প্যান্ডেল ও মেলা। রবিবার।

পরিষেবার মানোন্নয়নে বরাদ্দ ৫ কোটি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে প্রায় ৫ কোটি টাকার অত্যাধুনিক সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। দীর্ঘদিন ধরেই ভাবনাচিন্তা চলছিল। অবশেষে অক্টোবর মাসে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তর। তবে টাকা এখনও আসেনি। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সরঞ্জাম কেনার কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য পুরসভার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রথমবার আলিপুরদুয়ার পুরসভা কেন্দ্র সরকারের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম জিইএম (GeM) পোর্টালের মাধ্যমে সরঞ্জাম কিনবে।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানিয়েছেন, বরাদ্দকৃত অর্থে আবর্জনা সংগ্রহের ভ্যান, আধুনিক ডাস্টবিন, পলি টানার সাকশন মেশিন, পানীয় জলের ট্যাংক, আর্থমুভার, ঝাড়ু, রাস্তায় জল দেওয়ার মেশিন এবং ট্র্যাক্টর কেনা হবে। তবে সরঞ্জামের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। টাকা এলে পরবর্তী বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নতুন যন্ত্র চালানোর জন্য সাফাইকর্মীদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চেয়ারম্যানের কথায়, 'শহরের পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ ও রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ আরও আধুনিক ও দ্রুত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের পোর্টালের মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে হবে। কাগজপত্র থেকে শুরু করে অর্থ ব্যবস্থাপনা—সবকিছু অনলাইন সিস্টেমে থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে অডিটের কাজ অনেক সহজ হবে। দুর্নীতির অভিযোগের অবকাশ থাকবে না।' তাঁর সংযোজন, 'এটা আলিপুরদুয়ার পুরসভার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এবার থেকে পুর পরিষেবার মান যেমন উন্নত হবে, তেমনই নাগরিকরাও সুফল পাবেন।'

পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ। তিনি বলেন, 'প্রায় এক বছর আগে আমরা সাকশন মেশিন কেনার জন্য পুরসভাকে চিঠি দিয়ে আবেদন করেছিলাম। কারণ শহরের বেশকিছু বড় ড্রেন ম্যানুয়ালি পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল। আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই পলি সরানো যাবে।' সঙ্গে তাঁর এ-ও দাবি, গোটা প্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছভাবে হয়। তিনি বলেন, 'কাগজে নয়, বাস্তবেও যেন উন্নয়নের এই চিত্র দেখা যায়।'

ব্যবসায়ী মাধব বসাক বলেন, 'বর্ষার সময় জল জমে যায়, ড্রেন পরিষ্কার না হলে সমস্যা আরও বাড়ে। ওই মেশিনগুলো নিয়মিত ব্যবহার হলে শহর উন্নত হবে।'

তরুণকে থানায় ঝুলিয়ে বেধড়ক মারধর

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : থানায় নিয়ে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত এক তরুণকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। কোনওরকম লিখিত অভিযোগ ছাড়াই। ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি শিশাগোড় এলাকায়। আবদুল রসিদ নামের সেই জখম তরুণের আপাতত স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আর পুলিশের এমন আচরণের পিছনে উঠে আসছে প্রভাবশালী তত্ত্ব। তবে পুলিশের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

আবদুলের পরিবারের অভিযোগ, পারিবারিক বিবাদের জেরে শনিবার রাতে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ বিনা অভিযোগেই আবদুলকে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওই তরুণের ও পরিবারের। রাতে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পুলিশ রাত দুটো নাগাদ আবদুলকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। রবিবার সকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আবদুল বলেছেন, 'আমাকে থানার ভেতর ঝুলিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে পুলিশ।'

মারধরের জেরে অসুস্থ তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মেখলিগঞ্জ থানার এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করেছেন, 'ওই তরুণকে পুলিশ মারেনি। পারিবারিক ঝামেলা চলাকালীন কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁকে মারধর করেছিল। আমরা তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছিলাম। পরে স্ত্রী ও জামাইবাবু এসে তাঁকে নিয়ে যান।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, আবদুলের সঙ্গে তাঁর বাবার দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ। সম্প্রতি সেই বিবাদই আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তা নিয়েই গণ্ডগোল চলছিল। আবদুলের এক আত্মীয় আবার পুলিশের ঘনিষ্ঠ। এই বিবাদের জেরে তিনিই নাকি পুলিশকে বলে দিয়েছিলেন, যাতে আবদুলকে একটু 'শিক্ষা' দেওয়া হয়। সেই অনুরোধে তাই 'বিশেষ ব্যবস্থা' নিয়েছে পুলিশ।

ঘটনাপ্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত হবে।'

আবদুলের স্ত্রী মুনমুন খাতুন বলেন, 'পারিবারিক বিবাদের ঘটনা সম্পর্কে এক ভাশুর থানায় ফোন করে পুলিশ ডাকেন। এরপর পুলিশ স্বামীকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় ও মারধর করে। ও বাড়িতে ফিরে আসার পর দেখি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন।'

ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও তৃণমূল নেতা রেজাউল ইসলাম সরকার বলেন, 'নিগৃহীত তরুণকে দেখতে গিয়েছিলাম। সত্যিই তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক।'

আটিয়াবাড়িতে মিটল সমস্যা

কালচিনি, ১৯ অক্টোবর : বাগানের ক্রেশে আয়ার সংখ্যা বাড়ানো সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার থেকে আন্দোলন শুরু করেছিলেন কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিকরা। শনিবারও চলে সেই আন্দোলন। কর্মবিরতি পালন করেন বাগানের শ্রমিকরা। অবশেষে রবিবার শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বাগানের অ্যাক্টিং ম্যানেজার প্রশান্ত সাধ্য। সেই বৈঠকে শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়। পাশাপাশি ১০ নভেম্বর শ্রম দপ্তরের ডাকা বৈঠকে বাকি বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তারপরই সোমবার থেকে কাজে যোগ দেওয়ার কথা জানান শ্রমিকরা।

প্রশান্ত বলেন, 'শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। নভেম্বরের ১০ তারিখ শ্রম দপ্তরের ডাকা বৈঠকে অন্য দাবিগুলি নিয়েও আলোচনা হবে।' বাগানের শ্রমিক অমল চিকবড়াইকের কথায়, 'মালিকপক্ষ বেশিরভাগ দাবি মেনে নেওয়ায় আমরা খুশি। সোমবার থেকে স্বাভাবিকভাবে কাজ চলবে বাগানে।'

নাংডালা রোডে ঝোপঝাড় সাফাই

বীরপাড়া, ১৯ অক্টোবর : একদিকে রাস্তায় বড় বড় গর্ত। পিচের প্রলেপ একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। চলাফেরা করাই দায়। তার ওপর রাস্তার দু'পাশ ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ওই রাস্তা দিয়ে বীরপাড়ায় পুজো দেখতে যাবেন নাংডালা, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি চা বাগানের বাসিন্দারা। কিন্তু চা বাগানের রাস্তায় বন্যপ্রাণীর হামলার ভয় থাকেই। তাই কালীপুজোর আগে বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশন থেকে নাংডালা চা বাগানের লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত পাকা রাস্তার দু'পাশের ঝোপঝাড় সাফাই করল বীর বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া নামে একটি আদিবাসী সামাজিক সংগঠন।

রাস্তার কয়েকটি গর্ত বালি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি যিশু এক্কা বলেন, 'সংগঠনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হলেও স্থানীয়রা চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেছেন।'

বালি পাচার বানচাল, গ্রেপ্তার ১

শামুকতলা, ১৯ অক্টোবর : পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বালি পাচারের ছক কষছিল পাচারকারীরা। কিন্তু শামুকতলা থানার অন্তর্গত শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় সে চেষ্টা বিফলে গেল। রবিবার দুপুরে শামুকতলা থানার ছিপড়া এলাকা থেকে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। ওই গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে বালি পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে, ভোরে বা কখনও দুপুরে পাচারকারীরা বালি পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু, বালি পাচারের প্রতিটি সম্ভাব্য রুটে পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। তিনি বলেন, 'বালি পাচার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।'

এর আগে গত বৃহস্পতিবার শামুকতলা থানার পুলিশ বানিয়াডাবরি এলাকা থেকে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করে এবং চালককে গ্রেপ্তার করে। এর আগেও পুলিশি তৎপরতায় বহু বালি পাচারের ছক বানচাল হয়েছে। এই নিয়ে গত দুই মাসে সাতটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল শামুকতলা থানা এবং শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ।

শামুকতলা

এদিন দুপুর নাগাদ রায়ডাক নদী থেকে বালিবোঝাই করে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে ওই ট্র্যাক্টরটিকে ধরে ফেলে। গ্রেপ্তার হওয়া চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পাচারচক্রে আর কারা যুক্ত সে ব্যাপারে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া চালক ওই ট্র্যাক্টরের মালিকও। তাই তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণের মন্দির হাসিমারায়

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৯ অক্টোবর : উমার গমনে শ্যামার আগমন। বাঙালি জাতি এখন শ্যামার আগমন নিয়ে ব্যস্ত। দর্শনার্থীদের মন জয় করতে সব ক্লাবগুলির মতো কালচিনি ব্লকের নিউ হাসিমারার থানাপাড়া কালীপুজো কমিটি জোরকদমে মণ্ডপসজ্জার কাজ করছে। এবছর এই কমিটির পুজো ৪১ বছরে পড়তে চলেছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির আদলে তৈরি হচ্ছে তাদের শ্যামাপুজোর মণ্ডপ। মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি চোখধাঁধানো আলোকসজ্জাও থাকবে। শুধু পুজোমণ্ডপ নয় আলোকিত হবে মণ্ডপ সংলগ্ন ভুটানগামী সার্ক রোডটিও। ওই সড়কের দু'প্রান্তে দুটি বিশালাকার আলোকতরণ তৈরি করা হবে। আলোকতোরণে দেখা যাবে নটরাজকে। মণ্ডপে ঢোকার ঠিক আগেও থাকবে বিশালাকার একটি আলোকতোরণ। এছাড়াও মণ্ডপের ভেতরে প্রায় ৭ ফুট উচ্চতার দেবীর মূর্তি থাকবে।

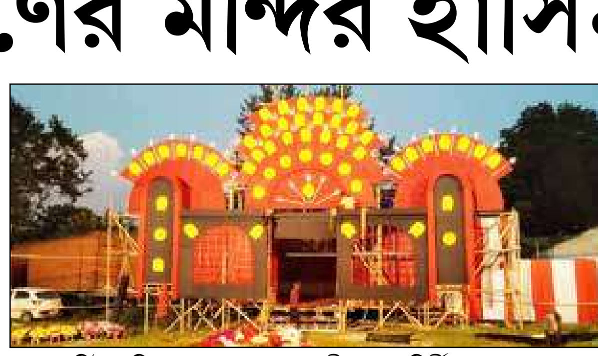

নিউ হাসিমারার থানাপাড়ার কালীপুজোর নির্মীয়মাণ মণ্ডপ।

নিউ হাসিমারার বড় বড় পুজোগুলির মধ্যে এই কালীপুজোটি অন্যতম। গত কয়েক বছরে এই ক্লাবের পুজো দর্শনার্থীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। উদ্যোক্তাদের মতে, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক সহ একাধিক রাজ্যে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর মন্দির রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের এই মন্দিরগুলির কারুকার্য কাছের থেকে দেখার সুযোগ সবার হয়নি। সবার পক্ষে সেখানে গিয়ে এই মন্দিরগুলির সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা এবছর দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে একটি কাল্পনিক মন্দির তৈরি করছেন।

মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জা ছাড়াও ওই পুজোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল পুজোর পরের দিন সকলকে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। এবছরও পুজোর পরের দিন বিকেল থেকে খিচুড়ি বিতরণ করা হবে। প্রতি বছরের মতো এবছরও ভক্ত ও স্থানীয়দের মিলিয়ে অন্তত ৪-৫ হাজার মানুষের জন্য খিচুড়ির আয়োজন করা হবে। পুজোর পর ২২ অক্টোবর স্থানীয় মহিলাদের জন্য নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বাচ্চাদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হবে।

আয়োজক কমিটির সম্পাদক অজয় সরকার বলেন, 'মণ্ডপে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের কারুকার্য দেখে দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে। হ্যামিল্টনগঞ্জের পিন্টু ডেকোরেটার্সকে মণ্ডপসজ্জার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোকসজ্জার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চন্দননগরের একটি আলোকশিল্প সংস্থাকে। এবছর আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা।'

নিউ হাসিমারার থানাপাড়ার পুজো দেখতে পার্শ্ববর্তী সাতালি, সুভাষিণী, মালঙ্গির শ্রমিকরা আসেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জুবের লাই মিদ্যা - কে 03.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93D 75084 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে আমি অবিশ্বাস্যভাবে কৃতজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা আমাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে এই সুন্দর একটি আশীর্বাদের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সরকারি অনুদান না মেলায় দুর্গাপুজো হয়নি

চাঁদা তুলে কালীপুজো

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : গত দু'বছর আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসিপাড়ায় দুর্গাপুজোর আনন্দ নেই। সেই আক্ষেপ মেটাতে গ্রামবাসী অপেক্ষা করেন দীপান্বিতা অমাবস্যার। দু'দশকের কালীপুজো। সেখানেই ভক্তিভরে দেবীর আরাধনা আর চুটিয়ে আনন্দ করে সাধ মেটান পাড়াগ্রামের খুদে থেকে বয়স্করা।

যথাযথ নথিপত্র না থাকায় দুর্গাপুজোর মহিলা উদ্যোক্তারা সরকারি অনুদান পান না। তাই এবারও পুজো হয়নি বালাসিপাড়ায়। পুজোর ক'টা দিন এই গ্রামে ঢাকের বাদ্যি নেই, মন্ত্রোচ্চারণ নেই। কচিকাঁচাদের হইহুল্লোড় নেই। আট থেকে আশি সবারই মন খারাপ থাকে পুজোর চারটে দিন। তবে উমা বিদায়ের পরে শ্যামা আসার দিন যত এগিয়ে আসে, ঢ্যাংকুড়াকুড় বোল বাজতে থাকে গ্রামবাসীর মনে।

বালাসিপাড়ার মেঠোপথের পাশে টিনের চালা আর বেড়া দেওয়া কালী মন্দির। এই মন্দিরে পাড়ার তরুণ, কিশোরদের 'বন্ধুদল ক্লাব' প্রতিবছর কালীপুজো করে। এখানে কালী প্রতিমা বিসর্জন হয় না। সারাবছর স্থায়ী মন্দিরে পুজো হলেও মণ্ডপ বাঁধা হয় এই ক'টা দিন। রাস্তার পাশে সেই মণ্ডপের ভেতরে হয় নাচ, গানের নানা অনুষ্ঠান।

বালাসিপাড়ায় এই মন্দিরে হবে কালীপুজো।

স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া সুমন দাসের কথায়, 'দুর্গাপুজোয় আনন্দ করা হয়নি। তাই কালীপুজোয় এবার আনন্দ করব। অনুষ্ঠানে নিজে যেমন অংশগ্রহণ করব, তেমনই রাত জেগে অনুষ্ঠান দেখব।' দুর্গোৎসব হয়নি। তবে কালীপুজো হবে জেনে প্রবীণরা খুশি। আমোদিনী পোদ্দারের কথায়, 'ছোটদের আনন্দেই আমাদের আনন্দ। কালীপুজোয় পাড়ার শিশুরা অনুষ্ঠান করে, অন্যদের অনুষ্ঠানও দেখে।' আবার তপন সরকারের বক্তব্য, 'দুর্গাপুজো হয়নি। এজন্য পুজোর দিনগুলি মন খারাপ ছিল। সামনে কালীপুজো। সবার সাধ পূরণ হবে।'

এদিকে বন্ধুদল ক্লাবের সম্পাদক মদন মণ্ডলের কথায়, '২০০১ থেকে এখানে কালীপুজো হয়। পুজোর পর দু'দিন নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। বাইরের শিল্পী এনেও অনুষ্ঠান করা হয়।'

এই পাড়ায় বসবাস কিছু আদিবাসী পরিবারের। তারাও আনন্দে মেতে ওঠে। স্থানীয় কৃষ্ণ মুন্ডা বলেন, 'কালীপুজোর দিন থেকে আনন্দ শুরু হয়। দু'দিনের অনুষ্ঠানে আমাদের পরিবারের শিশুরা আনন্দ করে।'

আসলে বালাসিপাড়ায় অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী, কৃষক। এবার দুর্গাপুজোর আগে অনুদান পেতে প্রশাসনিক স্তরে চেষ্টা হয়। কিন্তু শেষমুহূর্তে নথি জোগাড় করতে পারেনি পুজো কমিটি। এজন্য অনুদান না মেলায় দুর্গাপুজো হয়নি। উৎসবের সেই ঘাটতি এবার কালীপুজোয় পূরণ হতে চলেছে।

এতেই আনন্দ

- এবার দুর্গাপুজোর আগে অনুদান পেতে প্রশাসনিক স্তরে চেষ্টা হয়
- কিন্তু শেষমুহূর্তে নথি জোগাড় করতে পারেনি পুজো কমিটি
- এজন্য অনুদান না মেলায় দুর্গাপুজো হয়নি
- আনন্দের সেই ঘাটতি কালীপুজোয় পূরণ হতে চলেছে

টুকরো খবর

প্রতিযোগিতা

সোনাপুর, ১৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের উদ্যোগে রবিবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের নৃত্য, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা চা বাগানে এই অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত সরকার ও মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলচান ওরাওঁ।

সাক্ষাৎ

সোনাপুর, ১৯ অক্টোবর : সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সৈনভ চক্রবর্তী। বর্তমানে তিনি জেলা তৃণমূলের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে দেখা করা শুরু করেছেন। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের বাড়ি গিয়ে দেখা করেন সৈনভ। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়।

কমিটি গঠন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক আইএনটিটিইউসি'র নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হল শনিবার। মোট ৫৬ সদস্যের এই কমিটিতে রয়েছেন সংগঠনের অনেক অভিজ্ঞ ও নবীন মুখ। এদিন কমিটির নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি প্রসেনজিৎ মজুমদার। তিনি জানান, নতুন কমিটি শ্রমিক সংগঠনের কাজে আরও গতি আনবে। শ্রমিকদের দাবিদাওয়া রক্ষায় একযোগে কাজ করবে।

বাঁধ পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : বিবেকানন্দ-গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম জিৎপুর এলাকায় ডিমা নদীর বাঁধ তৈরির কাজ পরিদর্শন করলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। স্থানীয়রা জানান, বাঁধ না হলে নদীর ভাঙনে বসতি এলাকা তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। স্থানীয়রা বিধায়কের দ্বারস্থ হওয়ার পরে কাজ শুরু হয়। সুমন বলেন, 'স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই সেচ দপ্তরের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/১৪১ পার্টে বাঁধ তৈরির কাজ কয়েকদিন আগেই শুরু হয়েছে।'

নয়া সভাপতি

কালচিনি, ১৯ অক্টোবর : রবিবার তৃণমূল মাইনরিটি সেলের রাজ্যব্যাপী নতুন জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হল। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি হয়েছেন কৃষ্ণ বসুমাতা। তিনি কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা তথা মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দল ও সংগঠনের তরফে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

মেলার বৈঠক

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার হ্যামিল্টনগঞ্জ কালীপুজোর মেলার সূচনা হবে। মেলার নিরাপত্তা নিয়ে কালচিনি থানার পুলিশ রবিবার মেলা কমিটির কার্যালয়ে প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে। ওসি অমিত শর্মা জানান, মেলা রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে। প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে। এছাড়া থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা। কমিটিকে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা চালু রাখতে বলা হয়েছে।

মা চলেছেন মণ্ডপে। রবিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পায়রা ও পাঁঠা বলি কার্জিবাড়িতে

শালকুমারহাট ও ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের কার্জিবাড়ির কালীপুজো এখন সর্বজনীন। শতবর্ষের পুরোনো এই পুজোয় এখনও বলি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এই পুজোকে ঘিরে মেলা বসে। এছাড়া পুজোর পর এখানে বিষহরী গান, যাত্রাপালার আসর বসে।

শতবর্ষ পুরোনো এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা স্থানীয় কার্জি পরিবার। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেশকিছু পুরোনো গল্প। কীভাবে এই পুজো শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে স্থানীয় প্রবীণরা জানান, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শালকুমারহাট এলাকায় কলেরা মহামারির রূপ নিয়েছিল। তখন স্থানীয় বাসিন্দা খাউচাঁদ কার্জি মা কালীর স্বপ্নাদেশ পান। এরপর এলাকায় আটচালার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। তারপর থেকে এই মন্দিরে মা কালীর পুজো শুরু হয়। স্থানীয়রা এখনও বিশ্বাস করেন যে, মায়ের কৃপায় সেইবার এই এলাকার মানুষরা মহামারির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। পরে এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেলাও শুরু হয়।

খাউচাঁদ কার্জির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মণিরাম কার্জি ও তাঁর বংশধররা নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো করে যাচ্ছেন। এখানে শ্যামাকালী রূপে মায়ের পুজো হয়। আগে পুজোর পর একমাস ধরে মেলা চলত। আগে বাড়িতে মা মনসা ও ইষ্টদেবতার পুজো করেন কার্জি পরিবারের সদস্যরা। তারপর তাঁরা কালীপুজো করেন। পুজোয় পঞ্চবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। চালকুমড়ো, আখ, মানকচু, পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হত। এবছর এই পুজো ১০৩ বছরে পা দিয়েছে।

এলাকায় মায়ের নামে ৭৫ বিঘা জমি দান করেছিলেন কার্জি পরিবারের সদস্যরা। ওই জমিতে চাষাবাদ করে যে অর্থ উপার্জন হয় সেই অর্থ দিয়ে পুজো ও মেলার আয়োজন করা হয়। মুন্সিপাড়া শ্রী শ্রী কালীমাতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জির কথায়, 'এবারেও পুজোর পরে বলি হবে। তারপর বিষহরা, যাত্রাপালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। মেলা চলবে এক সপ্তাহ ব্যাপী।'

অন্যদিকে, ফালাকাটার কিষান মান্ডি মোড়ে একসঙ্গে শ্যামাকালী ও শ্মশানকালীর পুজো হয়। এখানে বলির বদলে পাঁঠা ও পায়রা উৎসর্গ করা হয়। কিষান মান্ডির এই পুজো এবছর ৪৬ বছরে পা দিয়েছে। এখানে দুই কালী মায়ের পুজো নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে হয়। কমিটির সভাপতি পাপাই বর্মন বলেন, 'এবছর মণ্ডপসজ্জায় ফুটে উঠবে নারী শক্তির জাগরণ। থার্মোকল, কাঠ, রং, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। আশা করছি দর্শনার্থীদের মন জয় করবে।'

শালকুমারহাটে কার্জিবাড়ির কালীবাড়ি।

ফোনে আসক্তির পরিণতি থিমে

মাদারিহাট, ১৯ অক্টোবর : সময় বদলায়। একসময় শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোর মাঠ ছিল সময় কাটানোর জায়গা। ফোন হাতের মুঠোয় আসার পর তাদের খেলাধুলোর মাঠ কী জিনিস সব ভুলতে বসেছে নতুন প্রজন্ম। মাদারিহাট আচমকা ক্লাবের কালীপুজোর থিম এবার শিশুদের ফোনে আসক্ত হওয়া নিয়েই।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিতুন বিশ্বশর্মা ও অমিত দাস জানালেন, আচমকা ক্লাবের কালীপুজোর এবার ৪৩তম বর্ষ। ফোন না থাকার ফল কী ছিল। আর বর্তমানে ফোনে আসক্ত হয়ে শিশুরা ভুলতে বসেছে খেলাধুলো। ঘর হয়ে গিয়েছে জেলখানার মতো। আর অতীত ছিল ঠিক এর উলটো। ফোন ব্যবহারে শিশুদের কী হচ্ছে সেটাই ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পী গোপাল বর্মন। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাজুড়ে থাকবে আলোর রোশনাই। ৬৪ ফুট উচ্চতার তৈরি হবে

আলোকতোরণ। নবদ্বীপের শিল্পী গোপাল রায় আলোর কাজ করছেন। কমিটির যুগ্ম সভাপতি অনির্বাণ সরকার বলেন, '১৯ অক্টোবর পুজোর উদ্বোধন। আসবেন ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মন। থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো প্রমুখ। পুজোর দিনগুলিতে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।'

পুজো হবে মাদারিহাট কোঅপারেটিভের জায়গায়। প্রতি বছরের মতো এবছরেও প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম হবে বলে আশাবাদী আচমকা ক্লাবের অন্যতম সদস্য সঞ্জয় আর্য। তাঁর দাবি, 'এবারের পুজোর থিম বাস্তব পরিস্থিতিকে নিয়েই করা হচ্ছে। অতীতে শিশুদের কীভাবে জীবন অতিবাহিত হত। আর বর্তমানে শিশুরা কীভাবে বেড়ে ওঠে।'

বাঁধ দাবি

শালকুমারহাট, ১৯ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবর শিসামারা নদীর বাঁধ ভেঙে শালকুমারহাটের বিভিন্ন গ্রামে জল ঢুকে পড়ে। এখন অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। তবে স্থায়ী বাঁধের কাজ শুরু হয়নি। তাই রবিবার নবীন সংঘের মাঠে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে নাগরিক সভা হল। সেখানে শিসামারা বাঁধ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হন অমৃতচন্দ্র রায়। যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পান অরবিন্দ রায় ও ভোলা বসু মজুমদার।

সাফাই অভিযান

কুমারগ্রাম, ১৯ অক্টোবর : কুমারগ্রাম থানাপাড়ার কালীপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার রাস্তার দুই ধারে ঝোপজঙ্গল সাফাই করা হল। পুলিশ প্রশাসনের তরফে এই অভিযান। কুমারগ্রাম বাজারের দুই দিক দিয়ে থানা পর্যন্ত দুটি রাস্তা গিয়েছে।

সিম্ফনি ক্লাবের আলোকতোরণ।

বীরপাড়ায় আলোকসজ্জায় কোচবিহার গেট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৯ অক্টোবর : শ্যামাপুজোয় এবার বীরপাড়ায় সিম্ফনি ক্লাবের আলোকসজ্জা হচ্ছে কোচবিহার শহরে প্রবেশের গেটের আদলে। সৌজন্যে ক্লাবের প্রয়াত সদস্য উজ্জ্বল সরকারের ইচ্ছে। গত বছর পুজোর আগে প্রয়াত হন ক্যানসারে আক্রান্ত উজ্জ্বল। শোকের আবহে গত বছর অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে পুজো করেছিল সিম্ফনি ক্লাব। আলোকসজ্জাও করা হয়নি। তবে এবছর বাজেট বাড়ানো হয়েছে। আলোকসজ্জা করা হচ্ছে প্রয়াত উজ্জ্বলের ইচ্ছে পূরণে, জানান সিম্ফনি ক্লাব এবং পুজো কমিটির সভাপতি উৎপলকুমার রায়।

উৎপল বলছিলেন, 'উজ্জ্বলের স্মৃতি ভোলার কথা নয়। ওকে হারানোর যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু পুজো করে থাকি সামাজিক দায়বদ্ধতায়। উজ্জ্বল আলোকসজ্জা ভীষণ পছন্দ করত। এর আগে আমরা আইফেল টাওয়ারের আদলে আলোকসজ্জা করেছিলাম উজ্জ্বলের পরিকল্পনাতেই। উজ্জ্বলকে মর্যাদা দিতেই এবছরও আলোকসজ্জায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত পাল জানান, আলিপুরদুয়ারের কারিগররা আলোকসজ্জার কাজ করছেন। প্রতিমা আনা হবে জটেশ্বর থেকে। তাঁর সংযোজন, 'পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। ২০২৩ সালে ৩ লক্ষ টাকায় পুজো সেরেছিলাম। গত বছর উজ্জ্বল প্রয়াত হওয়ায় এলাকায় চাঁদা তুলিনি। তবে এবছর চাঁদা তোলা হচ্ছে।'

পুজোর এবার ৩৫তম বছর। আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, পুজোয় বরাবরই সাবেকিয়ানা ধরে রাখা হয়। এবছরও ওই পরম্পরা বজায় রাখা হবে। পুজোর দিন বস্ত্র এবং মশারি বিতরণ করা হবে। বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কাছে দেবীগড় কলোনিতে এখন মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। তত্ত্বাবধান করছেন আয়োজকরা। জয়দীপ মিত্র, ভাস্কর গোস্বামী, ধর্মেন্দ্র সিংদের কথায় বারবার উঠে আসছে প্রয়াত উজ্জ্বলের স্মৃতি।

ত্রাণ বিলি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৯ অক্টোবর : সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সুভাষিণী চা বাগানের নদী লাইনের শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণ বিলি করা হল। কালচিনি সহযোগ ফাউন্ডেশনের তরফে এদিন এই উদ্যোগ। রবিবার ৩৫টি পরিবারকে নতুন জামাকাপড়, মোমবাতি, তেল, শিশুদের চকোলেট ও কেক সহ নানা খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলেন সংগঠনের সম্পাদক পবন লামা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পবন বলেন, দীপাবলি উৎসব যাতে সকলে পালন করতে পারেন সেজন্যই তাঁদের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে। এছাড়া শালকুমারহাটের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রিপল বিলি করেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। অন্যদিকে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গারারজোত এলাকার ৪০০ বাসিন্দাকে দীপাবলির আগে বস্ত্র বিতরণ করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

আলোচনা সভা

শালকুমারহাট, ১৯ অক্টোবর : রবিবার শালকুমারহাটের সিধাবাড়ির ঠাকুর পঞ্চানন বিদ্যাপীঠে কৃষকদের নিয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সভার উদ্যোক্তা স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল টেকনলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। সভায় মোট ১৫০ জন কৃষক ছিলেন। ৫ অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষিকাজে। তাই পরিস্থিতি ঠিক করতে নানা বার্তা দেন কৃষি দপ্তরের রাজ্য ডিরেক্টর প্রবীর হাজরা, জেলা কৃষি আধিকারিক সর্বেশ্বর মণ্ডল প্রমুখ। আলোচনা শেষে সংগঠনের তরফে কৃষকদের কিছু ত্রাণসামগ্রীও দেওয়া হয়।

অধরা অভিযুক্ত

শামুকতলা, ১৯ অক্টোবর : নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় এখনও অভিযুক্তের খোঁজ পায়নি পুলিশ। ঘটনায় সন্দেহভাজন কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, অভিযুক্তের খোঁজ পেতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। খুব শীঘ্রই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।

ছোট্ট হাতে। *ময়নাগুড়ি বাজারে ছবিটি তুলেছেন রমেন রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ভক্তি ও নিষ্ঠায় রক্ষাকালীর আরাধনা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মধ্য পারোকাটা পাবনা কলোনি রক্ষাকালীপুজো অন্যতম পুরোনো পুজো। এবার পুজোর ৬৮তম বছর। সাত দশকের এই পুজো পরিণত হয়েছে মিলনমেলায়।

একসময় খোলা আকাশের নীচে এই পুজো শুরু হয়েছিল। স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী বাসিন্দা মিলে অল্প ব্যয়ে পুজোর সূচনা করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজোর পরিধি বেড়েছে। তেমনই মন্দিরের রূপও বদলেছে। এখন সেখানে রয়েছে পাকা মন্দির।

পুজোর দিন সকাল থেকে এলাকাবাসীরা উপবাস থেকে মাতৃ আরাধনায় অংশ নেন। মহিলারা ফল কাটেন, নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন এবং সন্ধ্যায় দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মন্দির প্রাঙ্গণ ঝলমল করে ওঠে। ভক্তরা ভিড় জমান মন্দির চত্বরে, কারও হাতে ফুল, কেউ আবার প্রদীপ হাতে প্রণাম জানাতে আসেন

মাতৃমূর্তির চরণে। মন্দির প্রাঙ্গণ সহ রাস্তাজুড়ে সমগ্র অংশ আলোকসজ্জায় সজ্জিত হবে। পুজো উদ্যোক্তা তপন পাল বলেন, 'রক্ষাকালীপুজো শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি আমাদের সমাজের একতার প্রতীক। প্রতি বছর শত শত মানুষ এই পুজো উপলক্ষ্যে একত্রিত হন। এলাকার তরুণরাও এখন সক্রিয়ভাবে পুজোয় অংশ নিচ্ছেন।' উদ্যোক্তাদের তরফে প্রশান্ত গিরি গোস্বামী বলেন, 'এই পুজোর সঙ্গে আমাদের শৈশবের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমরা চাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যায়। গত কয়েক বছরে মন্দিরের সংস্কার ও সাজসজ্জায় আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।'

পথ দুর্ঘটনা

শামুকতলা, ১৯ অক্টোবর : রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ ৩১সি জাতীয় সড়কে ঘটল পথ দুর্ঘটনা। একটি কনটেনার গাড়ির সঙ্গে ছোট গাড়ির সংঘর্ষে দুইজন জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। গাড়ি দুটিকে আটক করেছে পুলিশ।

থানা সাজবে চন্দননগরের আলোয়

জয়গাঁ ও কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : সারাবছর ছুটি থাকে না ওঁদের। পুজোর কয়েকটা দিন দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। তবে পরিবার নিয়ে পুজোয় শামিল হতে কার না মন চায়। তাই ডিউটির মাঝে একটু সময় বের করে কালীপুজোয় অংশ নেন পুলিশকর্মীরা। এই যেমন জয়গাঁর মা করুণাময়ী কালী মন্দিরটি জয়গাঁ থানা প্রাঙ্গণে রয়েছে। ফলে কাজের ফাঁকে পুজোয় শামিল হতে কোনও সমস্যা হয় না পুলিশকর্মীদের। পুজো কমিটির সদস্যরা এবছরও পুজোর আয়োজন করেছেন। সব কাজ প্রায় শেষ। চন্দননগরের শিল্পীদের দিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবারের মতো এবারও পুজোয় বিশেষ চমক থাকছে। দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করার জন্য প্যান্ডেলের সামনে স্ট্যাচু রাখা হবে।

সোমবার রাতে পুজোর পর সকল দর্শনার্থীকে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। কমিটির সদস্য প্রদীপ বিশ্বাস বলেন, 'গভীর রাতে শুরু হয় পুজো। সারারাত দর্শনার্থীদের আনাগোনা লেগেই থাকে। জয়গাঁবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য ভাইফোঁটা পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ১৯৭৭ সালে প্রথম ওই পুজো শুরু হয়। সেসময় কোনও স্থায়ী কালী মন্দির ছিল না। ১৯৯৯ সালে জয়গাঁ থানার সামনে স্থায়ী মন্দির তৈরি হয়। ২০০০ সালে পাথরের প্রতিমা স্থাপিত হয়। এরপর সারাবছর সেই প্রতিমায় পুজো হয়ে আসছে। মাকে খিচুড়ি, সবজি, পাঁচ রকমের ভাজা, পায়েস, লুচি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। ওই পুজোকে ঘিরে পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা আনন্দে মেতে ওঠেন।

অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে সোমবার জাঁকজমকভাবে ঐতিহ্যবাহী বাৎসরিক কালীপুজো হবে। ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ প্রদীপ মণ্ডল সহ বাকি পুলিশ কর্মীদের উদ্যোগে পুজোর আয়োজন করা হয়। ফাঁড়ির সমস্ত পুলিশকর্মী, তাঁদের পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা একসঙ্গে পুজোর কাজ করেন। ইতিমধ্যে প্যান্ডেলের কাজ শেষ। আলোকসজ্জাও হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই বিভিন্ন লাইট ও প্রদীপে আলোকিত হয়ে ওঠে গোটা ফাঁড়ি এলাকা।

কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'এই কালীপুজো আমাদের জন্য শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, এটি একতার প্রতীক। প্রতি বছর আমরা চেষ্টা করি এই পুজোর মাধ্যমে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে।'

কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা সুপ্রিয় আইচের কথায়, 'সারাবছর ধরে পুলিশকর্মীরা আমাদের সুরক্ষায় কাজ করেন। পুলিশকর্মীদের ছুটি বলে কিছু হয় না। বছরের এই একটি দিনে ডিউটির মাঝেই পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন তাঁরা। পুজোর দিনটিতে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। খুব ভালো লাগে।'

জয়গাঁ থানা প্রাঙ্গণে করুণাময়ী কালী মন্দির।

প্রতারণা

আইসিডিএসে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার দুজন। ধৃত একজন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে জানা গিয়েছে।

তরুণ খুন

নদিয়ার হাঁসখালিতে মদ্যপানের আসরে বন্ধুদের হাতে খুন এক তরুণ। তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

আটক জেলেরা

মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের হাতে আটক কুলতলির ১৪ জন মৎস্যজীবী। ইঞ্জিন বিকল হয়ে তাঁদের ট্রলার ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে পড়ে। প্রশাসন খোঁজখবর নিচ্ছে।

দেহ উদ্ধার

পুরুলিয়ার নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হল ওড়িশায়। ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাগ দেখতে চায়। তারপর আর যোগাযোগ করা যায়নি।

জেলা কমিটিতে কেষ্ট ঘনিষ্ঠরাই সংখ্যায় বেশি

আশিস মণ্ডল ও অশোক মণ্ডল

সিউড়ি ও দুবরাজপুর, ১৯ অক্টোবর : অনুব্রত হাতে গড়া জেলা কমিটিতেই সিলমোহর দিল রাজ্য কমিটি। ফের বীরভূমে ব্লক ও শহর কমিটির তালিকায় তাঁরই অনুগামীদের নাম জ্বলজ্বল করছে। ফলে রবিবার জেলা কমিটির তালিকা দেখে খুশি অনুব্রত মণ্ডল। তবে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে জেলার অনেক শহরাঞ্চলে লিড না পাওয়ায় সেখানকার সংগঠনে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।

এদিন তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত বলেন, 'আজ কলকাতা থেকে দল খুব সুন্দর তালিকা পাঠিয়েছে। এটা দলের পক্ষে ভালো হবে। যা ছিল তাই রেখেছে। সবাই তৃণমূলের হয়েই কাজ করবে। সকলকে ধন্যবাদ জানাই।' এছাড়াও তিনি জানান, কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর পর সবাইকে নিয়ে বৈঠক করবেন।

এদিন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বীরভূম জেলার ব্লক ও শহর কমিটির পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে তাতে ব্লক স্তরের তুলনায় শহরাঞ্চলের বেশ কিছু পদে রদবদল করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, দুবরাজপুরে দলের দুই সদস্যের ব্লকের আহ্বায়কের জায়গায় পাঁচ সদস্যের আহ্বায়ক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, একাধিক যুব সভাপতি ও সহ সভাপতি পদে রদবদল করা হয়েছে।

নতুন পদে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কেষ্ট অনুগামীদের। একমাত্র সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে পাল্লা ভারী কাজল শেখের। এরই মধ্যে ইস্তফা দেওয়ার পরেও ব্লক সভাপতির পদে রাখা হয়েছে নুরুল ইসলামকে। অন্যদিকে, ব্লকের কোনও দায়িত্বেই রাখা হয়নি অনুব্রত ঘনিষ্ঠ অশ্বিনী মণ্ডলকে।

শুভেন্দুকে ঘিরে বিক্ষোভ

'ক্ষমতা থাকলে ১ ঘণ্টায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতাম'

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : বিক্ষোভের মুখে পড়ার পরেই পাথরপ্রতিমায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠল। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক বিধানসভায় কালীপুজোর উদ্বোধনে যান শুভেন্দু। সেখানেই তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয়। রায়দিঘিতে তাঁর কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ কেন করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। শুভেন্দুর অভিযোগ, দু'বার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাই এই হামলা করার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিরোধী দলনেতার কনভয়ে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করেছে বিজেপি। পালটা তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন রায়দিঘি বিধানসভার সাতঘরা এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধন করতে যান তিনি। তখনই হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মোড়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁর গাড়িতে চাপড় দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। একদিকে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা যখন জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন, সেই সময় বিজেপির পক্ষ থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়া হয়। তারপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুভেন্দু বলেন, 'আমার গাড়িতে তো হামলা নয়, আমার ওপরে হামলা হয়েছে। ধর্ম পালন করতে বাধা দিচ্ছে আমাকে।' পাথরপ্রতিমাতেও তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তারপরই পাথরপ্রতিমা সভা থেকে তাঁর দাবি, 'আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ১ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতাম।'

তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনায় অনুপ্রবেশ তত্ত্বও খাড়া করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, 'অনুপ্রবেশকারীরা এখানে প্রবেশ করে গণতন্ত্র বিগড়ে দিচ্ছে। এখানে তো রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে আসিনি। ধর্ম পালন করতে এসেছিলাম। এই রাজ্যে হিন্দুদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না।' সেখানে কালীপুজোর উদ্বোধনের পর মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'আমাদের রাজ্যে মহিলারা কোথাও সুরক্ষিত নন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত হিন্দুদের একত্রিত হতে হবে। তৃণমূল বা সিপিএম যে দলেরই হোন, একবার ভাবুন।' ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, খগেন মুর্মু, রাজু বিস্তার পর শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় বিরোধীদের ওপর ধারাবাহিক সন্ত্রাসের নতুন অধ্যায়। এরপর পাথরপ্রতিমায় সভা ছিল শুভেন্দুর। সেই ভিড় থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসনের আওয়াজ ওঠায় শুভেন্দু বলেন, 'জনগণ আওয়াজ তুলুন। আমার হাতে তো ওটা নেই। থাকলে এক ঘণ্টাও লাগত না।'

ফের ভিডিও ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। আমতলায় গিয়ে শুভেন্দুর দাবি, 'এখানে গণতন্ত্র নেই। ভোট কাকে দেবেন আপনার ব্যাপার। ইভিএমে সেলোটেপ দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে কয়েকশো ভিডিও আছে। ক্যামেরা বন্ধ ছিল। ডায়মন্ড হারবারের ক্যামেরার লিঙ্ক যাদবপুরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৪ নভেম্বরের পর দেখিয়ে দেব প্রমাণ সহ।'

শুভেন্দুর কনভয় ঘিরে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভ। রবিবার রায়দিঘিতে।

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়... *রবিবার কালীঘাটে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

বিধায়কের টাকা ভাগ, ভিডিওতে অস্বস্তি

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ফের তৃণমূল বিধায়কের টাকা ভাগের ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, দরজা বন্ধ কেবিনে গলসির বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই টাকা ভাগ করছেন সহকারীদের সঙ্গে। এমনকি সেই টাকা পকেটেও ঢোকাচ্ছেন তাঁরা। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল। দলের কর্মী-সমর্থকদের 'দুর্নীতি-কাটমানি' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় ব্যাগে করে টাকা ভরে এনেছেন। বন্ধ ঘরে নেপালের সঙ্গে বসে সিগারেটে টান দিতে দিতে তারপরই ডায়েরিতে কিছু একটা লিখছেন অনুপ। টেবিলে বান্ডিল বান্ডিল টাকার গোছা তিনি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পার্থ মণ্ডল ও নেপালের সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা করছেন। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে, এত টাকা কোথা থেকে এল? তাছাড়া কী উদ্দেশ্যেই বা এই টাকা তিনজনের মধ্যে ভাগাভাগি হচ্ছে? পার্থের এই বিষয়ে যুক্তি, 'ভিডিওটি দু-বছর আগেকার। লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ওই টাকা বিলি করা হচ্ছিল।'

নেপাল এবং অনুপের এই ভিডিওতেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। -সংবাদচিত্র

দলীয় সূত্রে খবর, নেপালের ছায়াসঙ্গী পার্থ। পঞ্চায়েত সমিতির সবটাই নিয়ন্ত্রণ করেন অনুপ ও পার্থ। বছর দুয়েক আগে টেন্ডারে গরমিল ও কাজ না করেই মিড-ডে মিলের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল অনুপ ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এরপর আবার এই ঘটনা ঘটায় অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূল শিবিরে। পার্থের দাবি, 'লোকসভা ভোটের সময়ও ইচ্ছাকৃতভাবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে এই ভিডিও পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় দলীয় নেতৃত্বের কাছে আমি ও বিধায়ক গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছিলাম।' বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানোর জন্যই এই 'চক্রান্ত' করছে বলে মনে করছে তৃণমূল। বিজেপি নেতা রমন সিংয়ের কটাক্ষ, 'কাটমানির টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করছেন বিধায়ক ও নেতারা। তৃণমূল মানেই দুর্নীতি আর কাটমানি।' যদিও বিজেপির অভিযোগকে নাকোচ করেছেন নেপাল ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অতি সতর্ক তৃণমূল, বেকায়দায় বামেরা

বিএলওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যান, নির্দেশ অরূপের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল চর্চা। এবার বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকেও সেই প্রসঙ্গ এড়াল না। বাঁকুড়ার সিমলাপালে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বিএলওদের নিয়ে দলীয় কর্মীদের নির্দেশিকা দিলেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। পালটা সুর চড়িয়েছে বিজেপি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের প্রশ্ন, 'বিএলওদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা কি মস্তানি করতে যাবে? নির্বাচন কমিশনের হয়ে বিএলওরা গ্রামে যাবেন। সেখানে কেউ মস্তানি করতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি মিলতে পারে, মিলতে পারে গুলিও।'

বাংলায় এসআইআর হলে ১ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই অরূপ বলেন, 'বাংলাতে ১ কোটি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ যায় তার জন্য পরিকল্পনা চলছে। বুথে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছেন, তাঁদের অনুরোধ করব তৈরি থাকুন। বিএলওদের সঙ্গে আপনারাও সঙ্গে যাবেন। যে ভোটার থাকবেন না, তার ফর্মটা নিয়ে নেবেন। ফিলাপ করে আপনারা জমা দেবেন। নাগরিক কমিটি তৈরি করুন।'

আগেই লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাও একই দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যিনি আমার দলের বিএলএ আছেন, তাঁকে ওই বিএলওর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। সমস্যা যদি হয় সেখানে তাঁর সমাধান করতে হবে। প্রতিবাদ করতে হবে।'

বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিএলও নিয়ে সতর্ক করেছিলেন দলীয় কর্মীদের। তারই মধ্যে দলের সাংসদও একই দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই ৪০০০-এর বেশি বুথ লেভেল অফিসারদের নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

বাংলাতে ১ কোটি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ যায় তার জন্য পরিকল্পনা চলছে। বুথে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছেন, তাঁদের অনুরোধ করব তৈরি থাকুন। বিএলওদের সঙ্গে আপনারাও সঙ্গে যাবেন। যে ভোটার থাকবেন না, তাঁর ফর্মটা নিয়ে নেবেন। ফিলআপ করে আপনারা জমা দেবেন। নাগরিক কমিটি তৈরি করুন।

অরূপ চক্রবর্তী

বিএলএ নিয়োগ নিয়ে সংশয়ে সিপিএম নেতৃত্ব

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : সব ঠিকঠাক থাকলে এরাজ্যে নভেম্বরে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের। তবে এখনও সমস্ত জেলায় বিএলএ নিয়োগ নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে বামেদের। একাধিক জেলার অধিকাংশ বুথে বিএলএ-২ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এতে বুথ স্তরে দলের সংগঠন যে নড়বড়ে তা স্বীকার করেছেন বাম নেতারাই।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫৫ হাজার বুথে ভোটের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সিপিএমের এজেন্ট ছিল। তবে এখন বুথের সংখ্যা আরও বেড়েছে। ফলে কত বুথে সিপিএম শেষপর্যন্ত বিএলএ দিতে পারবে তা নিয়ে এখন থেকেই সংশয় তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিএলএ-১ নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু বিএলএ-২ নিয়োগ নিয়েই এখন চিন্তা। ভাইফোঁটার পরেই বামফ্রন্টের বৈঠক রয়েছে। তখনই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বামফ্রন্ট শরিক দলের এক নেতার কথায়, 'যে এলাকাগুলিতে আমাদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি খারাপ সেখানে সিপিএম বিএলএ দেবে। কিন্তু যেখানে সিপিএমের পরিস্থিতিও খারাপ সেখানে কী হবে? বামফ্রন্টের বৈঠকে সবটা আলোচনা করতে হবে।'

অগাস্টের মধ্যেই বিএলএ তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিপিএম। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে তেমন চিন্তা না থাকলেও কলকাতা, হাওড়ার মতো জেলাগুলি নিয়ে চিন্তা রয়েছে বামেদের। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, মালদা, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে শরিকদের সাহায্য নিতে হতে পারে সিপিএমকে।

দুটি জাতীয় সড়ক রাজ্যের হাত থেকে নিতে চায় কেন্দ্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের আরও দু'টি জাতীয় সড়ক এখনই রাজ্যের হাত থেকে নিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। গত এক বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক রাজ্যের হাত থেকে নিয়েছে কেন্দ্র। এবার আবার চালতা-ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (৬১ কিলোমিটার) এবং বীরপাড়া থেকে ফালাকাটা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (২২ কিলোমিটার) রাজ্যের হাত থেকে অবিলম্বে নিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কোনওরকম সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সর্বশেষ এই দু'টি রাস্তা রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনএইচআইডিসিএলের হাতে দিতে চায়।

চিঠির জবাবে রাজ্য সরকার অবশ্য রাস্তা দু'টির দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে তুলে দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। রাজ্য জানিয়েছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া (গেজেট নোটিফিকেশন) রাস্তা হস্তান্তর করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই নিয়ে চরম টানাপোড়েন শুরু হয়েছে রাজ্যের সঙ্গে দিল্লির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের। এই ব্যাপারে রাজ্যের জাতীয় সড়ক নর্থ জোনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দীপক কুমার সিংকে রবিবার প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'একে একে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জাতীয় সড়কের দায়িত্বভার কেন্দ্র রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে নিতে চাইছে। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক ৭১৭ ও ৬১ নম্বর জাতীয় সড়ক দু'টিও রাজ্যের হাত থেকে অবিলম্বে নিয়ে নিতে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্য অবশ্য জানিয়েছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া এই দুই জাতীয় সড়কের দেখভালের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।'

বিদায়ের পথে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) তার স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসা বন্ধ করছে। তারা স্বেচ্ছায় লাইসেন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবরই হবে তাদের কার্যক্ষম এক্সচেঞ্জ হিসেবে শেষ কালীপূজা ও দীপাবলি। গত এক দশক ধরে আইনি লড়াই চলছিল। কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ব্যবসা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেবির নির্দেশিকা লঙ্ঘনের জন্য ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে সিএসই-তে ট্রেডিং স্থগিত ছিল। শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মিলেছে।

তথাগতর মুখে ফের 'কামিনীকাঞ্চন'

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বঙ্গ বিজেপিকে ২০২১ সালের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। ২০২১ সালের মতো যাচাই না করে যোগদান করানোর জন্য শোচনীয় ফলাফল হয়েছিল। ২০২৬ সালে যাতে সেই পরিস্থিতি না হয়, সেইজন্য সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সময়েই তিনি কামিনীকাঞ্চনের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। এবার ফের 'কামিনীকাঞ্চনের' পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেই কথাই স্মরণ করিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা। তাঁর মতে, ২০২১ সালে বিজেপির পরিস্থিতি সরকার গঠনের পর্যায়ে ছিল। কিন্তু তারপরও নির্বাচনি ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ওই সময় যাঁদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। এই ধরনের ব্যক্তিদের দলে নেওয়ার ফলেই দলের ক্ষতি হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান করেছে তৃণমূল। সেই প্রসঙ্গ টেনে তথাগত বলেন, 'শোভন চট্টোপাধ্যায় স্বার্থপর লোক। নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে ছেড়েছেন। অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে রয়েছেন। নিজের স্বার্থেই বিজেপিতে এসেছিলেন, আবার চলে গিয়েছেন। তবে ২০২১ সালে যাঁদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরাই নষ্টামি করেছেন।'

বৃষ্টি থেকে রেহাই কালীপুজোয়

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতেও বৃষ্টি হবে কি না, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল বাঙালি। কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফোটাল আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার আকাশ মূলত মেঘলা থাকলেও হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার থেকে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। ভোরের দিকে কোথাও সামান্য কুয়াশা দেখা যেতে পারে। তবে মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত উৎসবের মরশুমে নতুন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ দেখা দিতে পারে এই সময়। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় রবিবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের কথা জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপের পরিণত হবে। তারপর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পরবর্তী সময়ে আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নতুন নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় পড়বে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লাগাতার ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের ভয়ে আগাম ঠাকুর দেখা শুরু করে দিয়েছেন কলকাতাবাসী। বারাসত, নৈহাটির প্যান্ডেলগুলিতে উদ্বোধনের আগে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূল সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও সোমবার থেকে এই দুশ্চিন্তা আর থাকবে না বলেই স্পষ্ট করেছে হাওয়া অফিস। ভাইফোঁটা পর্যন্ত আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

'তেনাদের' আস্তানায় লক্ষ্মীলাভ কম কলকাতায়

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ঘড়িতে তখন রাত ১০টা। বড় লাল বাড়ির চারিদিকে তখন হালকা কুয়াশা। হঠাৎ কারও নিঃশ্বাসের শব্দ! ভেসে আসছে গা ছমছমে অট্টহাসির শব্দ। ফাঁকা বাড়িটা ভয়ে কাঁপছে। গল্পটি কলকাতার বহু পরিচিত রাইটার্স বিল্ডিংয়ের। ভূত চতুর্দশীর রাতে অন্ধকারে মোড়া বি-বা-দী বাগে দাঁড়িয়ে শুভদীপ ঘোষ বললেন, 'তেনারা আছেন। 'ভূতের ভবিষ্যৎ' সিনেমায় তো দেখিয়েই ছিল, শহরের পুরোনো বাড়িগুলি ফ্ল্যাট, শপিংমল হয়ে যাওয়ায় তেনারা এখন বড়ই বিড়ম্বনায় পড়েছেন। আরে বাবা ভূত বলে কি তাঁদের মাথার ওপর ছাদের প্রয়োজন নেই? তেনারা ছিলেন, আছেন, কিন্তু কলকাতার যা পরিস্থিতি, তাতে ভবিষ্যতে আর থাকবেন কিনা সন্দেহ।'

সাবেকি কলকাতার রংয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে একগাদা ভূতুড়ে গল্প। কোথাও রাত বাড়লেই দেখা যায় সাদা চামড়ার অশরীরীকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে, কোথাও আবার সারি সারি বইয়ের পাতা নিজেই ওলটাতে শুরু করে।

কথিত আছে, হেস্টিংস হাউস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা হাইকোর্ট, রয়্যাল টার্ফ ক্লাব, নিমতলা শ্মশানঘাট, উইপ্রো অফিস, হাওড়া ব্রিজের মতো যে সব জায়গা দিনের বেলা হাজারো মানুষের আনাগোনায় ব্যস্ত, রাত বাড়লেই তাদের ছবি বদলে যায় নিমেষে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, ১১ নম্বর এজলাস লাগোয়া প্যাঁচানো সিঁড়িতে অশরীরী আত্মার আনাগোনা রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পিছন থেকে ধাক্কা মারার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল আর এক প্রাক্তন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লোকমুখের গুজব যখন খোদ বিচারপতিরাই স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন আমজনতার ভূত-বিশ্বাসে আপত্তি কোথায়? রবিবার শোভাবাজারে থাকা পরিচিত 'ভূতুড়ে' পুতুল বাড়িতে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, বড় বড় করে লেখা 'কঠোরভাবে প্রবেশ নিষেধ। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ভ্রান্ত খবরে বিভ্রান্ত হবেন না। ভূত সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা।' বাড়ির বাসিন্দারা এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তবে আশপাশে কান পাতলেই শোনা গেল, বাইজিদের নাচের আওয়াজ এখনও ভেসে আসে সূর্য ডুবলেই। ভাঙাচোরা দোতলার ঘরগুলিতে এখনও সাজানো রয়েছে অসংখ্য পুতুল। যদিও এখন দীপাবলি এলেই ব্যস্ত বাঙালির 'ভূতপ্রেম' জেগে ওঠে। তবে ইতিহাসবিদদের আক্ষেপ, বাগবাজারের স্ট্র্যান্ড ব্যাংক রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের ওপর 'ভূতুড়ে' বাড়িগুলির অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক যে কিছুদিন বাদে কলকাতার ভূতের গল্পও ইতিহাস হয়ে যাবে।

হেরিটেজ ট্যুর কোম্পানিগুলি একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, শহরে ভূতের বাড়ি নির্ভর ট্যুরের চাহিদা অনেকটাই বেশি। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই একডাকে এই বাড়িগুলির গল্প জানতে চলে আসেন। ট্যুর গাইড অভিজিৎ ধর চৌধুরী বলেন, 'পর্যটকদের সাড়া বেশ ভালো। তবে কলকাতার ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাঁদের নিয়ে যেতে হয়। তবে শুধুমাত্র ভৌতিক গল্প নয়, বাড়িগুলির ঐতিহ্য ও ইতিহাস জানতে মানুষের ঝোঁক বেশি।' এই ধরনের ভূতনির্ভর ট্যুরগুলি বেশিরভাগই পরিচালিত হয় রাতে। কেউ দু'ঘণ্টা, কেউ বা ৪ ঘণ্টা ব্যাপী গল্প শোনান পর্যটকদের। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাদ সাধে প্রশাসনের উদাসীনতা। ট্যুর পরিচালক তথাগত নিয়োগীর কথায়, 'ভূতের বাড়ি দেখার আগ্রহ পর্যটকদের মধ্যে সবথেকে বেশি। কিন্তু অভয়া কাণ্ডের পর রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সাধারণত পুলিশ এই ধরনের ট্যুরের অনুমতি দেয় না।' বাইরের দেশের তুলনায় ঠিক এই কারণেই কি কলকাতায় এই ব্যবসায় লক্ষ্মীলাভ কম? ট্যুর গাইড ঋত্বিক ঘোষের উত্তর, 'পার্ক স্ট্রিট, লোয়ার সার্কুলার রোডের কবর স্থানগুলিতে রাতে বহু চেষ্টার পরও ঢোকার অনুমতি মেলেনি। দু'তিন মাস চেষ্টার পর আমরা এই ধরনের ট্যুরের পরিকল্পনাই বাতিল করি। বাইরের দেশগুলিতে এত বাধা খুব একটা থাকে না।' ভূত দেখেননি ট্যুর অপারেটররাও। কিন্তু একটু ভৌতিক পরিবেশই তো তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। না পেয়ে মনোকষ্ট বাড়ছে তাঁদের। আর হতাশা বাড়ছে ভূতপ্রেমীদের।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫০ সংখ্যা, সোমবার, ২ কার্তিক ১৪৩২

মার্কিন জট

একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে যে এমন মিথ্যাবাদী অভিযোগ উঠতে পারে ও এমন উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতে পারেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট না হলে হয়তো অজানাই থেকে যেত আমাদের। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ তাঁর মধ্যস্থতায় থেমেছিল বলে এযাবৎ ৫২ বার দাবি করেছেন ট্রাম্প। হালে আরও একটি কাণ্ড ঘটিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে ফোন করে আশ্বাস দিয়েছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা এবার ভারত বন্ধ করবে।

রুশ তেল কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর দীর্ঘদিন থেকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু মার্কিন চাপ উপেক্ষা করে মস্কো থেকে ভারত সস্তার জ্বালানি কেনায় লাগাম টানেনি। ট্রাম্পের এই সর্বশেষ দাবি সম্পর্কে নয়াদিল্লির বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ফোনই করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। উলটে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, ভারত আগাগোড়া উপভোক্তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।

বেশ কিছুকাল ধরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের আকাশ বড় মেঘলা। মার্কিন জনগণের বিরাট অংশ ভারতের অনুরাগী হলেও ট্রাম্পের সৌজন্যে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন তলানিতে ঠেকেছে। সেই কবে থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। এত মাসেও চুক্তিটা আর স্বাক্ষর করা হয়ে ওঠেনি।

উপরন্তু ভারত থেকে আমেরিকায় আমদানি করা ওষুধের ওপর আমেরিকা ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ২ অক্টোবর থেকে। তার আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক বসে ২৭ অগাস্ট থেকে। দুই শুল্কের বোঝা ছাড়াও ভারতের ওপর চেপেছে মার্কিন এইচ-ওয়ানবি ভিসার খাঁড়া। পড়াশোনা কিংবা কাজের প্রয়োজনে ভারত থেকে যাঁরা এখন আমেরিকায় যাবেন, তাঁদের এককালীন এক লাখ ডলার ফি দিতে হবে।

এই নয়া ভিসা নীতির দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইনফোসিস, টিসিএস, টেক মাহিন্দ্রার মতো ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং বারবার বারণ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার জরিমানা বাবদ ২৫ শতাংশ- মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে চর্চা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। তার মধ্যে দিল্লিতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এসে কথাবার্তা শুরু করলেও বাণিজ্য চুক্তিটা মরীচিকার মতোই মনে হচ্ছে এখন।

ভারতের ওষুধের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক কেন চাপালেন ট্রাম্প? ভারত থেকে বছরে প্রায় ১২৭০ কোটি ডলার মূল্যের ওষুধ রপ্তানি হয় আমেরিকায়। ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলির বাজার মূলত উত্তর আমেরিকা। ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপরেই ১০০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্ষেত্রেই এই শুল্ক।

তবে এইসব ওষুধ যদি আমেরিকাতেই তৈরি হয় বা সংশ্লিষ্ট ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থা যদি আমেরিকায় ইতিমধ্যে কারখানা নির্মাণ শুরু করে থাকে, তাহলে শুল্কের বোঝা থেকে তাদের পুরোপুরি রেহাই দেওয়া হবে বলে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন। ভারত থেকে যেসব সংস্থা আমেরিকায় ওষুধ রপ্তানি করে, তাদের মধ্যে রয়েছে ডক্টর রেড্ডিজ, লুপিন, সান ফার্মার মতো কোম্পানি।

ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যালায়েন্সের বক্তব্য, ভারত থেকে আমেরিকায় যায় প্রায় ৯০ শতাংশ জেনেরিক ও পেটেন্টেড ওষুধ। আমেরিকা ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে শুধু আমদানি করা ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপরে। সুতরাং ট্রাম্পের সর্বশেষ ফতোয়ায় ভারতীয় ওষুধ শিল্পে তেমন প্রভাব পড়বে না বলেই ওই সংগঠনের দাবি।

মার্কিন মুলুকে ট্রাম্প এখন কিছুটা কোণঠাসা। 'নো কিংস মুভমেন্ট' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের শুরু ১৯৪৭-এ। আমেরিকার পছন্দের ষষ্ঠ দেশ ভারত। কিন্তু অভিবাসন, শুল্ক, এইচ-ওয়ানবি ভিসা- সব ক্ষেত্রেই এমন অপদস্থ আগে কখনও হয়নি ভারত।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা- এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব।

-ভগবান

দেবী চৌধুরানি : চাই আরও গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে এখনও সেই স্তরের ঐতিহাসিক বই নেই। অথচ তার খুবই প্রয়োজন।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

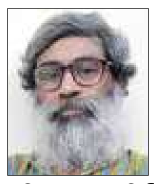

কিংবদন্তি ও বীরাঙ্গনা বাঙালি নারী, দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে বাংলায় তিন নম্বর সিনেমাও তৈরি হয়ে গেল। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায়। দ্বিতীয়টি, ১৯৭৪-এ দীনেন গুপ্ত করেছিলেন। প্রবীণরা জানেন, দীনেন গুপ্তর ছবিতে দেবী চৌধুরানি হয়েছিলেন, সুচিত্রা সেন আর ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, বসন্ত চৌধুরী। এবার তৃতীয় 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমাটি বানালেন, জনৈক শুভ্রজিৎ মিত্র, এই ২০২৫-এ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে সিনেমাটি চলছে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বাংলার অনেক প্রেক্ষাঘরে। ফলে বাংলায় দেবী চৌধুরানি আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা পেল, বলা যায়।

কিন্তু প্রায় সব সিনেমার দেবী চৌধুরানিরাই মূলত বঙ্কিমচন্দ্র বিনির্মিত, প্রফুল্ল থেকে ডাকাতরানি হয়ে ওঠা বা ভবানী পাঠকের শিষ্যা, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী, দেবী চৌধুরানি। এর সঙ্গে রংপুরের মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার, জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক আবছা। এসব সিনেমায় ব্রিটিশ-বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল, ওয়ারেন হেস্টিংস ও তার প্রিয় পাত্র, অত্যাচারী, দেবী সিংহ-র ফ্যাসিস্ট রাজস্ব-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া রংপুরের জমিদার-প্রজা-কৃষক-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী, দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক থাকলেও তা খুব দূরের!

এ কথা বলার কারণ, বাঙালিকে তো বাস্তবের দেবী চৌধুরানিকে, তাঁর সময়কার সমাজ-সংস্কৃতি-বিদ্রোহের ইতিহাসকে জানতে হবে! সিনেমা, গল্প, উপন্যাস তো ঠিক ইতিহাস নয়! বঙ্কিম নিজেও বলেছেন, 'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসের কিছু চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও, এই গল্পটিকে 'ইতিহাস' হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেন বাংলাদেশেও নির্দিষ্ট করে দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে এখনও সেই স্তরের ঐতিহাসিক গ্রন্থ কই? একটি গ্রন্থ, যাতে থাকবে, দেবী চৌধুরানিকে ঘিরে প্রচলিত উপকথা, তাঁর সম্পর্কে এযাবৎ প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য, আর এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিবিজড়িত স্মারকসমূহের বিবরণ ইত্যাদি। সেই স্বপ্নমাখা, বাংলার লেডি রবিনহুড, দেবী চৌধুরানির বায়োপিক কই?

এটা সকলেরই জানা যে, আজ থেকে ১৫৬ বছর আগে, ১৮৬৯-এ রংপুরকে ভেঙে ব্রিটিশরা জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি করেছিলেন এবং ১৮৮২ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত সেই সময় তিনি রংপুরের কিংবদন্তি, দেবী চৌধুরানি বিষয়ে গবেষণা করে উপন্যাসটির ভিত রচনা করেন। 'দেবী চৌধুরানি' তাঁর চতুর্দশতম এবং একদম শেষের দিকের উপন্যাস। ফলে পাকা ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর কাজে সফল হলেন কিন্তু বঙ্কিমবর্ণিত ইতিহাসের দেবী চৌধুরানিকে কি পুরোপুরি আবিষ্কার করা গেল? না, যায়নি। এটাই ট্র্যাজেডি! ফলে 'দেবী চৌধুরানি' আজও রহস্যময়ী এবং এক বিস্ময় উদ্রেককারী বাঙালি কিংবদন্তি হয়েই আছেন, রয়ে গেলেন!

এখন প্রশ্ন হল, দেবী চৌধুরানি কেন বিস্ময়নারী? কেনই বা তিনি বাঙালির এক ইউনিক আইকন? জানা যায়, ব্রিটিশদের চোখে ডাকাতরানি হোক আর যাই হোক, রংপুরের পীরগাছার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানিই প্রথম বাঙালি নারী ও জননেত্রী যিনি আজ থেকে কমবেশি ২৫০-২৭৫ বছর আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক ও সন্ন্যাসী-ফকির সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শহিদ হন। জন্মের তারিখ সুস্পষ্টভাবে না জানা গেলেও তাঁর মৃত্যুর একটি তারিখও জানা যায়। ১৮ এপ্রিল ১৭৮৩। দেবী চৌধুরানির স্মৃতিতে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, রংপুরের পীরগাছা উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে ১৫ দিনের নাপাইচণ্ডীর মেলা বসে। এই মাঠেই নাকি ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইটাকুমারির জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেবীর ভাই কেষ্টকিশোর সহ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি নিহত হন। এই সংঘর্ষকে রংপুরের ব্রিটিশবিরোধী কৃষক বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের একটি অংশ বলে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন। এবং সে কারণেও দেবী চৌধুরানিকে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের শহিদ হিসেবেও দেখেন কেউ কেউ। দেবী চৌধুরানির এই ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে খুব বিশদে গবেষণার অভাব বলেই বাংলার এই লেডি-রবিনহুড নিয়ে এত রহস্য।

শিকারপুর ভবানী পাঠক মন্দির।

যে কারণে রহস্যটি ঘনীভূত হয়, সেটা হচ্ছে, রংপুরের ৭৫ জন জমিদারের মধ্যে ১২ জন মহিলা জমিদার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল, 'দেবী চৌধুরানি'। কিন্তু পাশাপাশি এও জানা যায় যে, এই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দূরে, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার শিবকণ্ঠীরাম গ্রামের কুর্শা বামুনপাড়ার ব্রজকিশোর চৌধুরী ও কাশীশ্বরী দেবীর কন্যা, জয়দুর্গা, ওই জমিদারদের একজন এবং তিনিই বিখ্যাত দেবী চৌধুরানি, যিনি নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠে মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার ও পরবর্তীকালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

যে কারণে রহস্যটি ঘনীভূত হয়, সেটা হচ্ছে রংপুরের ৭৫ জন জমিদারের মধ্যে ১২ জন মহিলা জমিদার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল, 'দেবী চৌধুরানি'। কিন্তু পাশাপাশি এও জানা যায় যে, এই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দূরে, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার শিবকণ্ঠীরাম গ্রামের কুর্শা বামুনপাড়ার ব্রজকিশোর চৌধুরী ও কাশীশ্বরী দেবীর কন্যা, জয়দুর্গা, ওই জমিদারদের একজন এবং তিনিই বিখ্যাত দেবী চৌধুরানি, যিনি নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠে মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার ও পরবর্তীকালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। জানা যায়, ১৭৬৫ থেকে ১৭৯১ (মতান্তরে ১৭৬৫-১৮০১) জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি মন্থনা এস্টেটের জমিদার ছিলেন (এর সঙ্গে পাওয়া তাঁর মৃত্যুর তারিখটি মেলে না)। যাই হোক, রংপুরের পীরগাছার অনতিদূরে মন্থনার জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। ইউটিউবে সেই জমিদারবাড়ির বেশ কিছু ভিডিও আছে। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এও জানা যায়, একসময় খাজনার দায়ে জমিদারি চলে যাওয়ায়, দেবী চৌধুরানি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জমিদার, কৃষক, সন্ন্যাসী, ফকিরদের এককাট্টা করে রংপুর-বৈকুণ্ঠপুরের বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এসময়েই রংপুরে দুর্ভিক্ষ হয়। হাজার হাজার মানুষ মন্বন্তরের কবলে পড়ে। বলা হয়, এসময়ে দেবী চৌধুরানি ব্রিটিশ ও তাদের অনুগত জমিদারদের সম্পদ লুট করে গরিবদের বিলোতেন।

এও জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবী চৌধুরানি জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে এবং আশপাশে বহু অজ্ঞাত ঘাঁটি গড়ে তোলেন। বলা হয়, রায়কত জমিদারদের বিশেষ আনুকূল্যে তিনি বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে রংপুর থেকে তিস্তা, করলা নদীপথে নৌকায় আসা-যাওয়া করতেন। সম্ভবত তিস্তা তখন আরেকটু পশ্চিম দিক দিয়ে বইত। পশ্চিমবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের শিকারপুর চা বাগানে দেবী চৌধুরানি ভবানী পাঠকের প্রাচীন মন্দির, বেলাকোবা-রংধামালি রাস্তায় মন্থনীদেবীর মন্দির, জলপাইগুড়ি শহরের কাছে, গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানি শ্মশানকালী মন্দির, শিলিগুড়ির কাছে ফাড়াবাড়ি জঙ্গলে বনদুর্গার মন্দির ইত্যাদি প্রমাণ করে দেবী চৌধুরানির লৌকিক থেকে অলৌকিক অস্তিত্ব। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার মিউজিয়ামে রাখা, মহানন্দা ও পঞ্চনই নদীর পুরোনো বেড থেকে পাওয়া ৪০০ বছরের প্রাচীন ৩৫ ফুট দীর্ঘ দুটি শালকাঠের নৌকা প্রমাণ করে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলা নদীতে একসময় নৌকা চলাচল করত। এছাড়া রংপুরের পীরগাছায় দেবী চৌধুরানি ডিগ্রি কলেজ, চৌধুরানি হাইস্কুল, চৌধুরানি বাজার, চৌধুরানি রেলস্টেশন, চৌধুরানি সড়ক, পল্লিকল্যাণ কেন্দ্র এবং দেবী চৌধুরানি গবেষণাকেন্দ্র আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর কিংবদন্তি দেবী চৌধুরানির অস্তিত্ব মনে করায়।

কয়েকদিন আগে তিস্তার উপকণ্ঠে, গজলডোবার কাছে সরস্বতীপুর চা বাগানে ঘুরছিলাম। সেখানকার দুজন প্রবীণ বাসিন্দাও বললেন, তাঁরা শুনেছেন, সেখানেও দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মূর্তি ছিল, স্থানীয় আদিবাসীরা দুজনকেই পুজো দিতেন। সম্প্রতি শিকারপুরের আদি সন্ন্যাসী মন্দির তথা দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠকের মন্দিরটি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পীরগাছার মতো এখানেও তো গড়ে উঠতে পারে 'দেবী চৌধুরানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান'!

শুধু উপকথার দেবী চৌধুরানি নয়, ইতিহাসের দেবী চৌধুরানিকেও তো আমাদের জানতে হবে! দেবী চৌধুরানি কি শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানি হয়ে বাঙালির 'প্রফুল্লকুমারী' হয়েই থেকে যাবেন? আরেকটা কথা, কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের ৪০০ আসনসমৃদ্ধ রবীন্দ্র মঞ্চে সদ্য রিলিজ হওয়া 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমাটি দেখতে ম্যাটিনি শোয়ে মাত্র চারজন দর্শক ছিলেন!

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক)

আজ

১৯২০

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক কুমার শানু।

আলোচিত

আপনার মনকে এতটাই শক্তিশালী করুন যাতে আপনার মেয়ে যদি কোনও অহিন্দুর বাড়িতে যায়, তাহলে তার পা ভেঙে ফেলতে আপনাকে দু'বার ভাবতে না হয়। যে মেয়েদের মূল্যবোধ নেই, তাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেবেন না। মারধর করে, বুঝিয়ে, ভালোবেসে, যেভাবেই হোক থামান।

- প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর

ভাইরাল/১

জব্বলপুর স্টেশনে দোকান থেকে এক যাত্রী দুটি শিঙাড়া কিনে খেয়েছিলেন। কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট আটকে যায়। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছিল। টাকা না পেয়ে দোকানদার যাত্রীর কলার চেপে ধরেন। শেষে হাতের স্মার্টওয়াচ দোকানদারকে দিয়ে যাত্রী রেহাই পেলেন।

ভাইরাল/২

আবর্জনার স্তূপে এক চিতাবাঘের খাবার খোঁজার ভিডিও ভাইরাল হল। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে একটি চিতাবাঘকে খিদের জ্বালায় আবর্জনার মধ্যে খাবার খুঁজতে দেখা গেল। এক বনাধিকারিক ভিডিওটি শেয়ার করেছেন।

জনমন
জনমত

মহাকাল মন্দির, ধর্মযুদ্ধ ও রাজনীতি

দিঘার জগন্নাথধাম, কলকাতার দুর্গাঙ্গনের পর এবার শিলিগুড়িতে বৃহৎ মহাকাল মন্দির তৈরি হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানউতোর। পক্ষে ও বিপক্ষে শুরু হয়েছে প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনা। পিছিয়ে নেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি ঘোষণা করলেন, শিলিগুড়িতে তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে তৈরি হবে নতুন এক মন্দির।

অদ্ভুত ব্যাপার, যাঁরা রাম মন্দির তৈরি করার সময় ধর্মের নামে সমাজকে ভাগ করা হচ্ছে বলে বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আজ নিজেরাই ধর্ম নিয়ে মেতেছেন। আবার যাঁরা রাম মন্দির তৈরির পক্ষে ছিলেন তাঁরাই এখানে মন্দির তৈরির বিরোধিতা করছেন। সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার! কোনওটাই ঠিক নয় বলে সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করেন। এই ধর্মযুদ্ধ কি মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ! মহাভারতের যুদ্ধ তো আমাদের ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়ের কথা বলে। যে ধর্ম মানবিকতা, অহিংসা, শ্রদ্ধা, ভলোবাসা, ন্যায়, কর্ম এবং সুচিন্তিত বিচারধারার কথা বলে। যেটা আমাদের আসল ধর্ম।

যাইহোক, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরদোয়ারা যা-ই তৈরি হোক না কেন তা যেন সরকারের পয়সা এবং মদতে তৈরি না হয়- এটাই আমাদের কাম্য। অযোধ্যায় রাম মন্দির বা দিঘাতে জগন্নাথধাম তৈরি হওয়ার ফলে দুই জায়গাতে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। দুটো মন্দিরেই প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবশ্য এর ফায়দাও তুলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু মন্দির তৈরি হলেই কি কোনও জায়গার সর্বৈব উন্নতি হবে? শিল্প, চাকরি বা শিক্ষার কী হবে? সবাই জানতে চায় কবে মানুষের জন্য কাজ হবে? ধসে কত মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে? উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ভয়াবহ বন্যা থেকে কবে মুক্তি পাবে? কবে কলকাতা বা অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হওয়া বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবেন?

এই যে ধর্মের খেলা শুরু হয়েছে এর শেষ কবে হবে? বিপুল পরিমাণ টাকা ধর্মস্থান তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে এবং হবে। এই টাকা কি জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যায় না? যাঁরা কেন্দ্র বা রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন বা আগামীদিনে যদি ক্ষমতার বদল হয়, তাহলে তাঁরা কি শুধু এই ধর্মের খেলাই খেলবেন? আমাদের দেশ কি শুধুই ধর্মস্থানে ভরে যাবে? ধর্মযুদ্ধ তো শুরু হয়ে গিয়েছে সবাই দেখতে পাচ্ছে। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ তো ১৮ দিনে শেষ হয়েছিল। এই ধর্মযুদ্ধ কবে শেষ হবে বা কী বিপদ ডেকে আনবে কেউ জানি না।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ঋতুবন্ধ নয়, জীবনে দ্বিতীয় বসন্ত

সম্প্রতি বিশ্ব মেনোপজ দিবস পালিত হল। আমাদের অনেক কিছুই শিখিয়ে গেল।

সুমনা ঘোষ দস্তিদার

পাঁচ বছরের পুতুল পুতুল মেয়েটির মা চাকরিতে গেলে, সেই মুহূর্ত থেকে ড্রেসিং টেবিলে সাজানো সব প্রসাধনীর মালিক হয় সে। তার সামনে সে যেন এক রূপকথার রাজ্য! অপটু কচি হাতে সে নিজের চোখ, ঠোঁট, গাল সাজায়। মায়ের ওড়না গায়ে জড়িয়ে শাড়ি পরে। মায়ের হাবভাব, কথা অনুকরণ করে মনে মনে মায়ের মতো বড় হয়ে ওঠে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই মিছিমিছি নয়, সত্যিই বড় হয়ে ওঠে মেয়েটি। ভালোবাসতে শুরু করে নিজেকে, নিজের প্রতিটি অঙ্গকে। শুরু হয় নিজেকে চেনা, বোঝা। দিন গড়ায় শরীর পালটায়, পালটে যায় শরীরের যাবতীয় চেনা ছন্দ। ধীরে ধীরে খুলে যায় বয়ঃসন্ধির দরজা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা শরীরজুড়ে, মনজুড়ে। নতুন আরেকটি অধ্যায়ও সংযোজিত হয়। রজচক্র বা ঋতুচক্র তখন মেয়েটির শরীর সন্তান ধারণে, সন্তান জন্ম দিতে প্রস্তুত। বিষয়টি আপাত স্বস্তির হলেও, ওই সময়টি মেয়েটির জন্য যথেষ্ট অস্বস্তির, যন্ত্রণার।

মেয়েরা প্রথমবার ঋতুমতী হলে পরিবার স্বস্তি পায়, আনন্দানুষ্ঠানও হয় অনেক রাজ্যে। যেমন অসমে তুলোনি/ সান্তি বিয়া, কেরলে হাফ শাড়ি, ওড়িশায় রাজা পার্ব, তামিলনাড়ুতে মঞ্জল নিরাত্তু ভিজা, কর্ণাটকে ঋতুশুদ্ধি ইত্যাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছু রাজ্যে এ বিষয়টি আজও গোপনীয়, লজ্জার। এ সময়ে পূর্ণ বিশ্রাম জরুরি, নখ, চুল কাটা অনুচিত, পুজো নিষিদ্ধ, রান্নাঘরেও প্রবেশ নিষেধ, টক খাওয়া মানা, এমন বহু মিথ আছে। অনেক শিক্ষিত পরিবারও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে সরিয়ে রেখে, এসব অযৌক্তিক নিয়মের পথেই হাঁটেন। পেটে

যন্ত্রণা, মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, রাগ, উত্তেজনা, খাবারে অনীহা এমন নানা উপসর্গ হাজির হয় ঋতুমতী মেয়েটির। ধীরে ধীরে কিশোরীটি তরুণী হয়। সময় গড়ায়, পরিণত হয়। জীবনের সব রং-রূপ-রস জুড়ে জুড়ে যায়। সময় হলে নিজেকে মা বলেও প্রমাণ করে আত্মতৃপ্ত হয় এবং সমাজে সম্মান বাড়ে।

এই ঋতুমতী হওয়া, তাকে ঘিরে উৎসব, সন্তান, সেসবের হিসেবনিকেশ চলে, ব্যাখ্যা -বিচার হয়। কিন্তু সেই নারীর খোঁজ কি তাঁরা রাখেন যখন ঋতুবন্ধ বা মেনোপজ হয়? এ আলোচনা কেবল গোপনে হয়, লজ্জার আবরণে মুড়িয়ে রাখা হয়। অথচ এ খুবই স্বাভাবিক। শারীরবৃত্তীয় কারণেই একদিন ঋতুচক্র শুরু হয় আবার একদিন তা থেমেও যায়। কিন্তু এ সময় নারীর শরীরে ও মনে নানা সমস্যা, অবসাদ, উদ্বেগ ঘিরে ধরে। নির্ঘুম রাত, অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাব, অকারণে উত্তেজিত হওয়া, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, হট ফ্ল্যাশে জেরবার হয় জীবন। তাদের জীবনের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে কষ্ট হয়, মনে হয় সৌন্দর্য, আবেগ, যৌন অনুভূতি সব হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে। ভয়, হীনম্মন্যতা বা একাকিত্বের কষ্ট পেয়ে বসে।

কিন্তু না। একেবারেই না। রজোনিবৃত্তি মানেই জীবনের শেষ নয়। কিছুই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। যত্ন নিয়ে, নতুন করে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে হয় কেবল। এক মনোচিকিৎসকের মতে, পরিবারকে বিশেষ করে কাছের মানুষটিকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে। এসময় নিজেকে সময় দিন ভরপুর, কিছু ব্যায়াম করুন, ভালো লাগে এমন কাজে যুক্ত হন, সুষম খাবার খান, আর হারিয়ে যাওয়া শখগুলোতে নতুন করে আলো ফেলুন। দেখবেন রঙে-রূপে-গন্ধে ভরে উঠবে জীবন, বসন্ত জাগ্রত হবে দ্বারে। প্রথম বসন্ত নাইবা হল, দ্বিতীয় বসন্তই সই। মন ও শরীরের সকল অবসাদ কেটে ভালো থাকুন সব মহিলা, পাশে থাকুন আপনজন, পাশে থাকুক পরিবার, সমাজ।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্যপ্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪২৬৯

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। পরিখা ৪। নিরক্ষরেখা ৭। লকুচ ৯। অতসী ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সভাস্থল।

উপর-নীচ : ১। হালফিল ২। বিনুনি ৩। পরোক্ষ ৪। খামোখা ৬। রেয়াত ৮। কুক্কুট ১০। সীতাফল ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাক-আফগান সংঘাতে রাশ টানল কাতার

দোহা, ১৯ অক্টোবর : শেষপর্যন্ত সীমান্ত সংঘাতে ইতি টানতে রাজি হয়েছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় দিনকয়েকের আলোচনার পর রবিবার দু-দেশই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। দোহায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার পর আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মহম্মদ ইয়াকুবের সঙ্গে করমর্দন করেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ। কাতারের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'দু-দেশ স্থায়ী শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে। বিরোধ মেটাতে দিনকয়েকের মধ্যে ফের আলোচনায় বসবেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা।' মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রভাবে পাক-আফগান সংঘাত বন্ধ হলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কতটা পোক্ত হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

শনিবার দোহায় যখন দু-পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখনও আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। হামলায় ৩ ক্রিকেটার সহ অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান সরকার অবশ্য হামলাকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের অংশ বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার মির আলিতে একটি সেনা ক্যাম্পে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটে। কেউ দায় স্বীকার না করলেও ইসলামাবাদের অভিযোগের তির তালিবান ঘনিষ্ঠ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান গোষ্ঠীর দিকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রেশ ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ২,৬১১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা ডুরান্ড লাইন নামে পরিচিত। কিন্তু আফগানিস্তান কখনও এটিকে স্বীকৃতি দেয়নি।

হামাসকে হুঁশিয়ারি আমেরিকার

চুক্তি ভুলে হামলায় ফের রক্তাক্ত গাজা

জেরুজালেম ও ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : সংকটের মুখে ইজরায়েল-হামাস শান্তিচুক্তি। সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষ বিরতির মধ্যেই রাফা সহ দক্ষিণ গাজায় বিমান হামলা চালাল ইজরায়েল। হামাসের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর রবিবার এই হামলা চালায় আইডিএফ। হামলায় কমপক্ষে ৩৮ জন প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। রাফায় একটি আইইডি বিস্ফোরণে কয়েকজন ইজরায়েলি নিরাপত্তাকর্মীর আহত হওয়ার খবর মিলেছে। চলতি সংঘাতের জন্য একে অন্যের দিকে আঙুল তুলেছে ইজরায়েল ও হামাস। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। ইজরায়েলের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে তাদের বাহিনীর ওপর রকেট, স্নাইপার হামলা চালিয়েছে হামাস। দাবি অস্বীকার করে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী আবার ইজরায়েলকে দায়ী করেছে। দু-পক্ষের দাবি, পালটা দাবির মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

হামাসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় নিরাপত্তা কর্তাদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেনাকে কড়াভাবে অবস্থা সামাল দিতে বলা হয়েছে। গাজা স্ট্রিপে সক্রিয় হামাস জঙ্গিদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।' মার্কিন রিপোর্ট বলছে, গাজার অসামরিক বাসিন্দাদের ওপর হামলার ছক কষেছে হামাস। সেক্ষেত্রে আমেরিকা চুপচাপ বসে থাকবে না। গাজার অধিবাসীদের বাঁচাতে পদক্ষেপ করা হবে। এই হুঁশিয়ারি মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের। কী পদক্ষেপ করা হবে তা খোলসা করেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

শনিবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রক অভিযোগ করেছে, গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামাসের হামলার ছকের গোপন রিপোর্ট তারা পেয়েছে। গাজায় শান্তি ফেরানোর চুক্তিতে শামিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানকার অসামরিক বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, স্বচ্ছভাবে শান্তি বজায় রাখতে ও এলাকাকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হামাস হামলা দিলে পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। হামাসের পরিকল্পিত ছক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন। অন্যদিকে, হামাস মার্কিন দাবি নস্যাৎ করে জানিয়েছে, এটা আসলে 'বিভ্রান্তিকর' প্রচার।

পারস্পরিক সংঘাত

- গাজায় ইজরায়েলের বিমান হামলা
- রাফায় আইইডি বিস্ফোরণে আহত ইজরায়েলি সেনারা
- ইজরায়েলের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি ভেঙে তাদের বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে হামাস
- দাবি অস্বীকার প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর
- সেনাবাহিনীকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ নেতানিয়াহুর
- প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামাসের হামলার ছক, অভিযোগ আমেরিকার

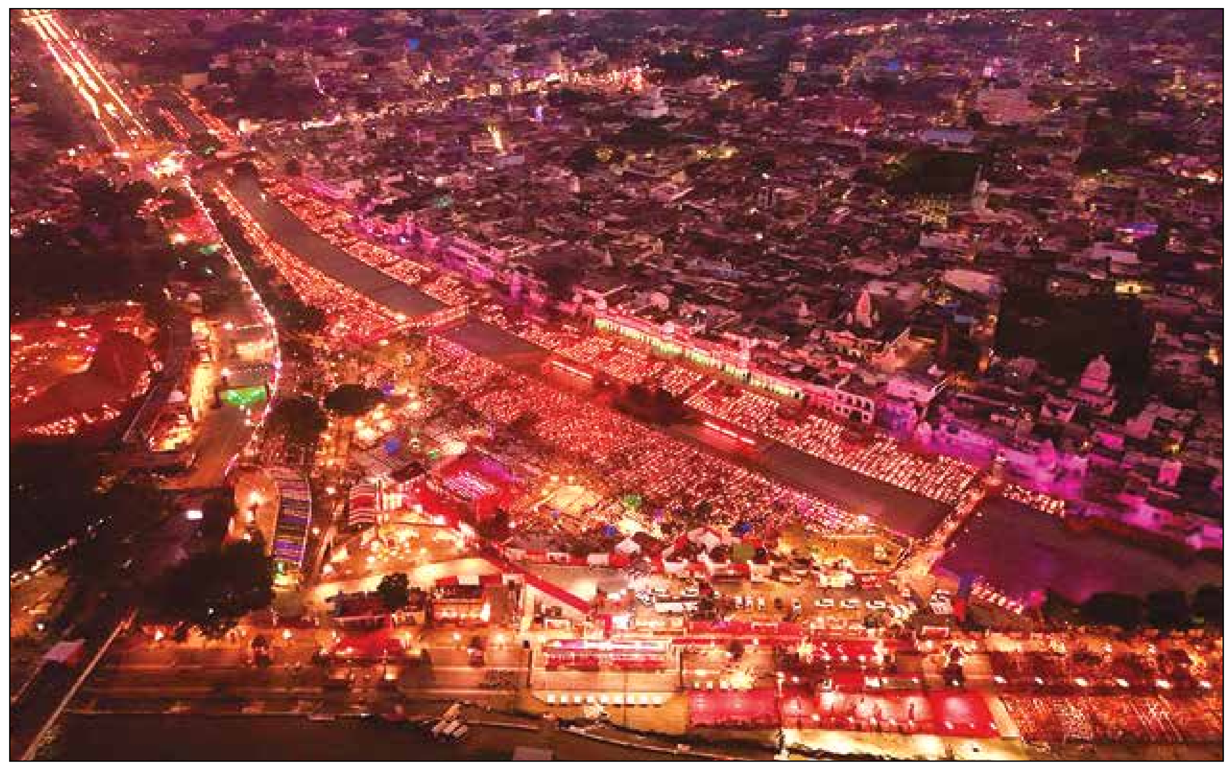

আলো আমার আলো, ওগো...

দীপাবলিতে নয়াদিল্লির রাজপথ। -পিটিআই

অন্তঃসত্ত্বাকে খুন প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গীর

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : নয়াদিল্লির নবি করিম অঞ্চলের কুতুব শাহ রোড এক হাড় হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকল। স্বামীর সঙ্গে মায়ের বাড়িতে যাওয়ার সময় শালিনী নামে বছর ২২-এর গর্ভবতী খুন হয়ে গেলেন।

অভিযোগ, প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গী এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেছে শালিনীকে। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামী আকাশ আক্রমণকারী আশুর ছুরি কেড়ে নিয়ে তাকে পালটা আঘাত করেন। দু'জনের ধস্তাধস্তিতে গুরুতর আহত হন আশু। স্থানীয়রা তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শালিনী,আশুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আকাশের চিকিৎসা চলছে।

লালুর বাড়ির সামনে জামা ছিঁড়ে প্রতিবাদ

পাটনা, ১৯ অক্টোবর : আসনরফা এবং টিকিট বণ্টন নিয়ে বিরোধী মহাজোটের অস্বস্তি যেন কাটতেই চাইছে না। আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা মুখে যতই জোটে সব ঠিক আছে বলে দাবি করুন, পরিস্থিতি কিন্তু অন্য। আরজেডি এবার যে টিকিট বণ্টন করেছে তাতে মধুবন আসনে মদন শা-কে প্রার্থী করা হয়নি। কেন তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে রবিবার আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়ির বাইরে মদন শা রীতিমতো প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

দলীয় সমর্থক, অনুগামী, সাংবাদিকদের সামনে নিজের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে রাস্তায় শুয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এহেন নাটকীয় পরিস্থিতির কারণে মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় লালুর বাড়ির বাইরে। তৈরি হয় জটলা। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় মদন শা-র প্রতিবাদের ভঙ্গিমা। অভিযোগ উঠেছে, টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে আরজেডিতে দুর্নীতি হয়েছে। মদন শা বলেন, 'আমি টাকার বিনিময়ে টিকিট নিতে চাইনি বলেই আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় যাদবের হস্তক্ষেপে মধুবন আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ড. সন্তোষ কুশওয়াহাকে।' শুধু প্রতিবাদ করাই নয়, লালুর গাড়ি পাটনার বাসভবনে যখন ঢুকছিল তখন তার পিছনে ধাওয়া করেন মদন শা। তাঁকে বাধা দেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

টিকিট না পেয়ে কান্না আরজেডি নেতা মদন শা'র। রবিবার পাটনাতে।

এদিকে দীপাবলি, ভাইফোঁটার পরই মগধভূমে নির্বাচনি প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ২৪ অক্টোবর থেকে বিহারে প্রচার শুরু করবেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষে অন্তত ৪টি জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ২৪ তারিখ মোদি প্রথম সভাটি করবেন সমস্তিপুরে। ওইদিনই বেগুসরাইয়ে দ্বিতীয় সভা করবেন তিনি। ৩০ তারিখ মুজফফরপুর ও ছাপড়ায় আরও দুটি জনসভা করবেন মোদি। ২, ৩, ৬ ও ৭ নভেম্বরও বিহারে প্রচার সারবেন তিনি।

এদিকে জেএমএম মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে আসায় আরজেডি-কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের ঔদ্ধত্যের কারণেই জেএমএম মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বলে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে জেএমএম। একাধিক আসনে মহাজোটের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হওয়ায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছেন কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। বিরোধী মহাজোটে যাতে জোটধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য লালুকে নেতৃত্ব দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

মা হলেন পরিণীতি

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। দেওয়ালির আগেই ঘর আলো করে এল নবজাতক। নয়াদিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন পরিণীতি। রবিবার অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামী রাঘব চাড্ডা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে

খুশির খবরটি অনুরাগীদের জানান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মা ও সন্তান দুজনেই ভালো আছে। অগাস্টে পরিণীতির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ঘোষণা করেছিলেন দম্পতি।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ২

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে বাড়ি ফিরছেন সকলে। পা ফেলার জায়গা নেই বাস-ট্রাম-ট্রেনে। এই অবস্থায় ভিড়ের চাপে মুম্বইয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন তিন যাত্রী। শনিবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে বিহারগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দু-জনের। গুরুতর জখম একজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। মৃত দুই তরুণের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের অনুমান, দু-জনেরই বয়স ৩০-৩৫ বছর।

দীপাবলির প্রাক্কালে আতশবাজির রোশনাই অযোধ্যার রাম কি পৈড়িতে।

যোগী-অখিলেশ তর্জা

অযোধ্যা, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলিতেও তর্জামুক্ত থাকল না উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। আলোর উৎসবে যোগী সরকারের দেদার খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। প্রদীপ, মোমবাতির জন্য টাকা খরচ না করে ক্রিসমাসের ধাঁচে নানাবিধ রঙিন আলোর সম্ভার দিয়ে দীপাবলি পালন করার নিদানও দেন তিনি। এর জবাবে তীব্র ভাষায় তাঁর নিন্দা করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় করসেবকদের ওপর সপা সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদবের সরকারের গুলি চালানো নিয়েও অখিলেশকে বিঁধেছেন তিনি। প্রতিবারের মতো এবারও অযোধ্যানগরী সেজে উঠেছে দীপোৎসব উপলক্ষ্যে। এবছর অযোধ্যায় ২৬,১১,১০১টি প্রদীপ জ্বালানো হবে।

অযোধ্যায় এহেন রাজসূয় যজ্ঞ ঘিরে প্রশ্ন তোলেন অখিলেশ। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভগবান রামের নামে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই। সারাবিশ্বে সমস্ত শহর ক্রিসমাসের সময় আলোয় সাজানো হয়। সেটা চলে মাসের পর মাস ধরে। আমাদের তার থেকে শেখা উচিত। আমরা কেন প্রদীপ এবং মোমবাতির জন্য এত টাকা খরচ করব? অবশ্য এই সরকারের থেকে আমরা আর কীই বা আশা করতে পারি। এই সরকারের যাওয়া উচিত। সুন্দর সুন্দর রঙিন আলো দিয়ে সাজানো যায় সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব।'

অখিলেশের এই মন্তব্যের জবাবে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'যাঁরা গুলি চালিয়েছিলেন তাঁরা রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় আসেননি। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় মন্দির নির্মাণেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। ওঁরা গুলি চালিয়ে ছিলেন। আমরা প্রদীপ জ্বালিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি প্রদীপ আমাদের মনে করায় সত্যকে সমস্যায় ফেলা যায় ঠিকই, কিন্তু পরাজিত করা যায় না। সেই লড়াইয়ের ফলেই অযোধ্যায় এই মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।' অখিলেশের সমালোচনা করে ভিএইচপি নেতা বিনোদ বনশল বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে বিদেশি পরম্পরা নিয়ে গর্ববোধ করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।' বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার তোপ, 'সইফাইতে নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। কিন্তু অযোধ্যায় দীপাবলি উদযাপন হলে অখিলেশ যাদবের সমস্যা হয়।'

মুসলিম ভোট দরকার নেই : গিরিরাজ

পাটনা, ১৯ অক্টোবর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিহারের আরওয়ালে এক জনসভায় মুসলিম ভোটারদের 'নমক হারাম' (বেইমান) বলে উল্লেখ করে তাঁদের ভোটের দরকার নেই বিজেপির, এমন মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন। আশঙ্কা, তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনীতিতে মুসলিম ভোটের মেরুকরণ আরও তীব্র হতে পারে।

শনিবার বেগুসরাইয়ে গিরিরাজ বলেছেন, 'আমি এক মৌলবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্যকার্ড নিয়েছেন কি? তিনি হ্যাঁ বলায় আমি তাঁকে ফের জিজ্ঞাসা করি ওই স্বাস্থ্যকার্ড কি হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে দেওয়া হয়? উত্তরে তিনি না বলায় আমি তাঁকে এবার জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমাকে ভোট দেবেন? উনি হ্যাঁ বলায় আমি তাঁকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে কথাটা বলতে বলেছিলাম। উনি কিন্তু তা করেননি।' গিরিরাজের বক্তব্য, 'মুসলিমরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা নেয় কিন্তু আমাদের ভোট দেয় না। এই ধরনের লোকদের নমক হারাম বলা হয়। আমি মৌলবি সাহেবকে বলেছিলাম, আমি নমক হারামদের ভোট চাই না।' বিরোধীরা গিরিরাজের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন।

নেপোলিয়নের গয়না চুরি

প্যারিস, ১৯ অক্টোবর : চুরি হয়ে গেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বহুমূল্য অলংকার। চুরি গিয়েছে তাঁর স্ত্রী জোসেফিনের একাধিক গয়নাও। খোয়া যাওয়া জিনিসগুলির দাম কয়েক কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। স্থান প্যারিসের লুভ মিউজিয়াম। রবিবার দিনেরবেলা জাদুঘরের জানলা ভেঙে যেভাবে ফরাসি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর গয়না চুরি হয়েছে, তাতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে প্যারিসের পুলিশ প্রশাসন।

গোটা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা যে জাদুঘরে ভিড় জমান, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বেরিয়ে পড়েছে। ঘটনার পর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লুভ মিউজিয়াম। আচমকা জাদুঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। নিরাপত্তা কর্মীরা দর্শনার্থীদের দ্রুত জাদুঘর থেকে বার করার চেষ্টা করায় পড়ে যায় হুড়োহুড়ি। ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাচিদা দাতি জানিয়েছেন, রবিবার জাদুঘর খোলার কিছুক্ষণের মধ্যে চুরির ঘটনাটি ঘটে। জাদুঘরের জানলা ভেঙে ঢুকে পড়ে মুখোশ পরা দু'জন চোর। তখন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল দলের তৃতীয় সদস্য। ল্যুভেরে সংরক্ষিত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও জোসেফিনের মোট ৯টি গয়না লুঠ করেছে তারা। তারপর দলটি একটি স্কুটারে চেপে পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে প্যারিস ও তার আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রকাশ্যে আসেনি চোরদের পরিচয়ও। লুভেই রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা। বিশ্ববিখ্যাত ছবিটি নিরাপদেই রয়েছে বলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

বন্ধ লুভ

দিল্লির নাম ইন্দ্রপ্রস্থ করার দাবি

নয়াদিল্লি ১৯ অক্টোবর : নাম বদলের রাজনীতির তালিকায় খোদ জাতীয় রাজধানী দিল্লি। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভিএইচপি-র দাবি, অবিলম্বে দিল্লির নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ করা হোক। রবিবার দিল্লির সংস্কৃতিমন্ত্রী কপিল মিশ্রকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছে তারা। ভিএইচপি-র যুক্তি, দিল্লি বললে যেখানে ২ হাজার বছরের ইতিহাস সামনে আসে, সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ যুক্ত করলে শহরের ৫ হাজার বছরের গৌরবময় সংস্কৃতিকে বাঁচানো সম্ভব হবে। শুধু শহরের নামই নয়, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দিল্লি রেলস্টেশনের নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ করার দাবি তুলেছে ভিএইচপি। সংগঠনের নেতা সুরেন্দ্রকুমার গুপ্তার দাবি, নামবদল স্রেফ পরিবর্তন নয়, এটি একটি জাতির চেতনার প্রতিচ্ছবি।

বিতর্কে প্রজ্ঞা

নয়াদিল্লি ১৯ অক্টোবর : ফের বিতর্কে ভোপালের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। এবার অবশ্য নীতি পুলিশির জন্য। হিন্দুত্ববাদী নেত্রী নিদান দিয়েছেন, 'বাড়ির মেয়েরা যেন অ-হিন্দুদের বাড়িতে না যায়। যদি তাঁরা সেই নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে ওই মেয়েদের ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দিতে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না হয়।' প্রজ্ঞার টোটকা, 'আপনারা যদি আপনাদের ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্য মারধর করেন তাহলে পিছু হটবেন না।'

নো কিংস বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : অভিবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে বিদেশনীতি। মাত্র ১০ মাসের শাসনে আমেরিকাকে বদলে দিতে পরের পর পদক্ষেপ করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর নীতির বিরুদ্ধে এবার বিক্ষোভ শুরু হয়েছে গোটা দেশে। প্রায় সব বড় শহরে হচ্ছে জমায়েত, মিছিল। শনিবার আমেরিকায় 'নো কিংস' নামে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। সরকারি হিসাব বলছে, এদিন ৫০টি মার্কিন প্রদেশে ২,৬০০-র বেশি প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের হাতে 'নাথিং ইজ মোর প্যাট্রিওটিক দ্যান প্রোটেস্টিং' (প্রতিবাদের থেকে বড় দেশপ্রেম আর হয় না) কিংবা 'রেজিস্ট ফ্যাসিজম' (ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন) লেখা পোস্টার-ব্যানার নজরে এসেছে। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার গণবিক্ষোভের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। তবে জনসমাগম ও আন্দোলনের বিস্তারের নিরিখে এবছরের বাকি ২টি আন্দোলনকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের 'নো কিংস' বিক্ষোভ। ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। বিক্ষোভকারীদের কটাক্ষ করে এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি এআই ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে তাঁকে রাজকীয় পোশাকে দেখা গিয়েছে। মাথায় মুকুট। টাইম স্কোয়ারে কিং ট্রাম্প নামে একটি যুদ্ধবিমানে চেপে বিক্ষোভকারীদের ওপর জল-কাদা বর্ষণ করছেন তিনি। স্পষ্ট বার্তা।

ট্রাম্প বিরোধিতার ঢেউ ইউরোপেও

নিউ ইয়র্ক পুলিশের হিসাব বলছে, শনিবার শহরে যে বিক্ষোভ হয়েছে, তাতে এক লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। শুধু টাইম স্কোয়ারে ২০ হাজার লোকের ভিড় জমে ছিল। বিভিন্ন পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই ভিড়ে দেখা গিয়েছে। তাঁদের একজন ফ্রিলান্স লেখক বেথ জেসলফ বলেন, 'ট্রাম্প ফ্যাসিবাদী শাসনযন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকার যে স্বৈরাচারী, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।' সিনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমাদের আমেরিকায় কোনও স্বৈরাচারী শাসক থাকতে পারেন না। ট্রাম্পকে আমরা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে দেব না।' ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সকে। তিনি বলেন, 'আমেরিকাকে ভালোবাসি বলেই আমরা এখানে জড়ো হয়েছি।'

বিক্ষোভ ঠেকাতে প্রশাসন বলপ্রয়োগ না করলেও জমায়েত স্থানের আশপাশে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদেশগুলিতে বাড়ানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা। তবে এদিন তাঁদের প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। আমেরিকায় নো কিংস বিক্ষোভ ইউরোপেও প্রভাব ফেলেছে। শনিবার বার্লিন, মাদ্রিদ, রোম, লন্ডনের মতো শহরে ট্রাম্প বিরোধী জমায়েত হয়েছে। লন্ডনে আমেরিকার দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন হাজারের বেশি মানুষ। কানাডার টরন্টোয় মার্কিন কনসুলেটের বাইরেও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। রবিবার প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অবশ্য নিজেকে রাজা নন বলে দাবি করেছেন।

সংঘের মিছিলে সায়

বেঙ্গালুরু, ১৯ অক্টোবর : ধাক্কা খেল কর্ণাটকের কংগ্রেসশাসিত সরকার। ২ নভেম্বর কালাবুর্গির চিত্তপুরে আরএসএসকে মিছিল বের করার অনুমতি দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। প্রথমে সিদ্দারামাইয়ার সরকার এই মিছিল বের করার অনুমতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কালাবুর্গি আরএসএসের আহ্বায়ক অশোক পাতিল। শুনানির সময় বিচারপতি এমজিএস কামাল জানিয়ে দেন, প্রত্যেকের আবেগকে সম্মান করা উচিত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে চিত্তপুর প্রশাসন আরএসএসকে মিছিল বের করতে বাধা দিয়েছিল। কারণ, একই সময়ে ভীম আর্মি এবং ভারতীয় দলিত প্যান্থার নামে দুটি সংগঠনেরও মিছিল বের করার কথা।

আইভিএফ
যেখান থেকে শুরু হয় নতুন জীবনের গল্প

আইভিএফ অর্থাৎ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে একটি সাধারণ ও কার্যকরী সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি, যা বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের বা দম্পতিদের গর্ভধারণে সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। লিখেছেন শিলিগুড়ির বিখ্যাত ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

আইভিএফের ধাপ

- ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য ডিম্বাশয়কে উদ্দীপ্ত করা।
- মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা।
- ডিম্বাণুগুলোকে ল্যাবরেটরিতে শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা।
- নিষিক্ত ভ্রূণগুলিকে ল্যাবে বড় করা।
- গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে একটি বা একাধিক সুস্থ ভ্রূণকে মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তর করা।

সাধারণ ভুল ধারণা এবং সত্যতা

ধারণা ১	প্রকৃত তথ্য
■ আইভিএফ সবসময় সফল হয়।	■ আইভিএফ একটি কার্যকর পদ্ধতি হলেও এটি বাচ্চার জন্মানোর নিশ্চয়তা দেয় না। সাফল্যের হার নির্ভর করে রোগীর বয়স, স্বাস্থ্য, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণমান এবং বন্ধ্যাত্বের কারণের উপর।
■ আইভিএফ করলে সবসময় যমজ বা একাধিক সন্তান হয়।	■ অতীতে একাধিক ভ্রূণ স্থানান্তর খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যেটা একাধিক গর্ভধারণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিত। এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সিঙ্গল এমব্রিও ট্রান্সফার (eSET)-এর মাধ্যমে একটি মাত্র ভ্রূণ স্থানান্তর করা হয় একটি সুস্থ একক গর্ভধারণের জন্য। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে যমজ বা তার বেশি গর্ভধরণের হার কমিয়ে দিয়ে মা এবং বাচ্চার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।
■ আইভিএফ শুধুমাত্র মহিলাদের বন্ধ্যাত্বের জন্য।	■ আইভিএফ একটি বহুমুখী চিকিৎসা, যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সমাধানে সহায়ক। কম শুক্রাণু সংখ্যা, শুক্রাণুর গতি, বন্ধ ডিম্বনালি, এন্ডোমেট্রিওসিস অথবা কোনও দম্পতির ক্ষেত্রে যদি ব্যাখ্যাতীত কোনও কারণ থাকে সেক্ষেত্রে প্রায়শই আইভিএফ পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে।
■ আইভিএফে জন্ম নেওয়া শিশুরা কম সুস্থ হয় বা বেশি জন্মগত ত্রুটি থাকে।	■ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইভিএফে জন্ম নেওয়া শিশুরা সাধারণত আর পাঁচটা সাধারণ জন্মানো বাচ্চার মতোই সুস্থ থাকে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে সামান্য বেশি ঝুঁকি থাকতে পারে, যেটা সম্পূর্ণভাবে দম্পতির বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোনওভাবেই আইভিএফ পদ্ধতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি প্রি-ইমপ্ল্যানটেশন জেনেটিক টেস্টিং (পিজিটি) ভ্রূণের জেনেটিক ত্রুটি চিহ্নিত করতেও সহায়ক হয়ে থাকে।
■ আইভিএফ প্রক্রিয়া সবসময় যন্ত্রণাদায়ক।	■ আইভিএফ কিছুটা অস্বস্তিকর হলেও সাধারণত সহনীয়। ডিম্বাণু সংগ্রহের সময় সিডেশন বা অ্যানাস্থিশিয়া দেওয়া হয়, ফলে ব্যথা কম হয়। হরমোনাল ওষুধের কারণে ফোলাভাব, পেটে ব্যথা বা স্তনে অস্বস্তি হতে পারে, যা সাধারণত সামলানো যায়।
■ আইভিএফ করলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।	■ বেশিরভাগ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইভিএফ চিকিৎসা ও জরায়ু বা স্তন ক্যানসারের মধ্যে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ নেই। যেসব মহিলার বন্ধ্যাত্ব রয়েছে, তাঁদের ক্যানসারের ঝুঁকি হয়তো কিছুটা বেশি, কিন্তু সেটা সাধারণত জেনেটিক কারণে, আইভিএফের জন্য নয়।
■ আইভিএফ হল বন্ধ্যাত্বের একমাত্র ও শেষ উপায়।	■ আইভিএফ অনেকসময় গুরুতর বন্ধ্যাত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এটি সবসময় শেষ উপায় নয়। ব্লকড ফ্যালোপিয়ান টিউব বা পুরুষের শুক্রাণুর সমস্যা থাকলে আইভিএফ শুরুতেই সুপারিশ করা হতে পারে। অনেক রোগীই তাঁদের রোগ নির্ণয় ধাপের ওপর নির্ভর করে তুলনামূলক কম জটিল পদ্ধতি যেমন আইইউআই অথবা জীবনশৈলী পরিবর্তনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেছে।
■ শুধু তরুণ দম্পতিরাই আইভিএফের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করতে পারেন।	■ প্রায়শই আইভিএফ সাফল্যের ক্ষেত্রে মহিলার বয়সকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়, তবে অনেক মহিলা ৩০ বছর বয়সের পরেও, এমনকি ৪০ বছর বয়সের পরেও সফলভাবে গর্ভধারণ করেছেন। ডিম্বাণুদাত্রীর থেকে ডিম্বাণু নেওয়া বা ভ্রূণ সংরক্ষণও বেশি বয়সিদের জন্য সহায়ক হয়ে থাকে।
■ ভ্রূণ স্থানান্তরের পর সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয়।	■ সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার নেই। হালকা হাঁটাচলা ও স্বাভাবিক কার্যকলাপ রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়।
■ মানসিক চাপই বন্ধ্যাত্বের কারণ এবং আইভিএফে প্রভাব ফেলে।	■ মানসিক চাপ সামগ্রিক স্বাস্থ্য বা সাময়িকভাবে হরমোনে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু এটা সরাসরি বন্ধ্যাত্বের কারণ নয়। চাপ নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই ভালো, তবে আইভিএফের সফলতা নির্ভর করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর।

আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে আইভিএফ সম্পর্কে নির্ভুল, ব্যক্তিগত তথ্য এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং সুবিধা বুঝতে একজন অভিজ্ঞ প্রজনন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দ যখন বিপদ ডেকে আনে

শব্দ যত জোরালো হয়, কানের ক্ষতির সম্ভাবনাও তত বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন ডেফনেস অ্যান্ড আদার কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার (এনআইডিসিডি)-এর মতে, ৭০ ডেসিবেল বা তার চেয়ে কম মাত্রার শব্দ দীর্ঘ সময় ধরে শুনলেও কানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, ৮৫ ডেসিবেল বা তার বেশি মাত্রার শব্দে শ্রবণশক্তি কমতে পারে। শব্দ যত জোরালো হবে, শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় তত কম হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর মতে, প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণী অস্বাস্থ্যকর উপায়ে শব্দ শোনার কারণে স্থায়ী এবং নিবারণযোগ্য শ্রবণশক্তি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। হু আরও বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষের কোনও না কোনও মাত্রায় শ্রবণশক্তির সমস্যা দেখা দেবে, যার মধ্যে ৭০ কোটিরও বেশি মানুষের অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শ্রবণশক্তির ক্ষতির ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু আমরা বুঝব কীভাবে যে একটি নির্দিষ্ট শব্দ আমাদের কানের জন্য ক্ষতিকর? এনআইডিসিডি কিছু শব্দের মাত্রা উল্লেখ করে তা বোঝার উপায় জানিয়েছে। যেমন, ফিশফিশ করে কথা বললে তার মাত্রা ৩০ ডেসিবেল, আপনার ফ্রিজের গুঞ্জন ৪০ ডেসিবেল, আপনার স্বাভাবিক কথা বলার ভলিউম ৬৫ থেকে ৮০ ডেসিবেল। তবে এর থেকে বেশি মাত্রার যে কোনও শব্দ, যেমন সিনেমার হলের শব্দ, যা ৮০ থেকে ১০৪ ডেসিবেল মাত্রার তা আপনার

নিয়মিতভাবে ৮৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দের মধ্যে থাকা শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। ৬০-৭০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকা শব্দ সাধারণত নিরাপদ।

শ্রবণশক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এনআইডিসিডি-র পরামর্শ, আপনার কান সুরক্ষিত রাখতে স্পিকার থেকে দূরে বসার চেষ্টা করুন এবং একজোড়া ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করুন।'

তাছাড়া হেডফোনে সর্বোচ্চ ভলিউমে গান শোনা (৯৬ থেকে ১১০ ডেসিবেল)-র মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার কানের ক্ষতি করতে পারে। তাই এনআইডিসিডি-র পরামর্শ, আপনার শ্রবণশক্তি রক্ষা করতে ভলিউম কমিয়ে দিন। কম ভলিউমেও গান শুনতে ভালো লাগবে।

ধীরে ধীরে ক্ষতি

সবসময় হঠাৎ করে শ্রবণশক্তি কমে না। এটি সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে হতে পারে এবং এর মাত্রা মাঝারি বা গুরুতর হতে পারে। এটি এক কানে বা উভয় কানেই ঘটতে পারে। হু'র মতে, উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসা সাময়িক শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। পাশাপাশি দীর্ঘ বা বারবার উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসা স্থায়ীভাবে কানের ক্ষতি করতে পারে। ফলে অপরিবর্তনীয় শ্রবণশক্তি হ্রাস ঘটে। সিনিয়ার ইএনটি কনসালট্যান্ট ডাঃ সুরেশ নারুকার কথায়, 'যেসব তরুণ-তরুণী নিয়মিত উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে থাকে, তাদের কানের পরীক্ষার গ্রাফ প্রায় ৮০ বছর বয়সির মতো দেখায়। যেসব মানুষ প্রতিদিন একটানা বা মাঝারি শব্দের মধ্যে কাজ করেন, যেমন জাহাজে কর্মরত ব্যক্তিরা, তাঁরা কানে একপ্রকার একটানা গুঞ্জন শুনতে পান, যা প্রাথমিক শ্রবণশক্তির সমস্যার লক্ষণ।'

ইয়ারফোন কি সত্যিই দায়ী

বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য ডিভাইস নয়, বরং শব্দের মাত্রা এবং শব্দের সংস্পর্শে থাকার সময়কাল দায়ী। ডাঃ নারুকার মতে, আপনার কানের জন্য আসল ঝুঁকি আসে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ ভলিউমে কিছু শোনার কারণে, ইয়ারবাড, ইয়ারপড বা হেডফোনের কারণে নয়। এমনকি একটি টেলিভিশন সেটের উচ্চ ভলিউমে কিছু শোনাও কানের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি আরও বলেন, 'শ্রবণশক্তি হ্রাস শুধুমাত্র শোনার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না, এটি মানসিক এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতারও কারণ হতে পারে।'

ইয়ারপড, ইয়ারবাড এবং হেডফোন/ইয়ারফোন ব্যবহার সম্পর্কে অনেক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন, ইয়ারপড কানের ভিতরে প্রবেশ করে বলে এটি হেডফোনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, যা আদৌ সত্যি নয়। উভয় ধরনের ডিভাইসই উচ্চ ভলিউমে ব্যবহৃত হলে ক্ষতিকর হতে পারে। আরেকটি ধারণা হল, ইয়ারফোন থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। তবে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, ব্লুটুথ ইয়ার ডিভাইসগুলো মোবাইল ফোনের চেয়েও অনেক কম মাত্রার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ নির্গত করে। বর্তমানে এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত গবেষণা নেই, যা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষতি বা ক্যানসারের ঝুঁকির সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রমাণ করে।

সুরক্ষার উপায়

২০২২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সি তরুণদের শ্রবণশক্তি হ্রাসের মোকাবিলায় কিছু মানদণ্ড জারি করেছে। এর মূল বার্তা, ব্যক্তিগত অডিও ডিভাইসের ভলিউম কমিয়ে রাখা। শব্দের উচ্চতা এমন একটি সহনীয় সীমার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কান সুরক্ষিত থাকে। উচ্চ শব্দযুক্ত জায়গায় একটি পরিষ্কার ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে ডাঃ নারুকার পরামর্শ, উচ্চ শব্দ এবং কোলাহলপূর্ণ স্থান থেকে দূরে থাকা, পরিষ্কার ইয়ারপ্লাগ বা হেডফোন ব্যবহার করা, নিয়মিত কান পরীক্ষা করানো এবং ডিভাইসে ভলিউম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় করা উচিত।

তাঁর কথায়, 'যদি আপনার পেশা এমন হয় যেখানে আপনাকে শব্দের সংস্পর্শে থাকতে হয়, যেমন বিমানবন্দরে কাজ করা বা কোনও শিল্প এলাকার কাছে বসবাস করা, তাহলে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি শ্রবণশক্তি হঠাৎ করে হ্রাস পায় এবং আপনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসার জন্য যান, তাহলে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু চিকিৎসা নিতে দেরি করলে এই সম্ভাবনা কমে যায়।'

শতবর্ষ প্রাচীন থানার পুজো আজ সর্বজনীন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : ইতিহাস বারবার ছুঁয়ে গিয়েছে ফালাকাটা থানাকে। ইতিহাসের সেই স্মৃতি আজও বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফালাকাটা থানার কাঠের ঘরটি। এই কাঠের ঘরের ঠিক পেছনে বহু পুরোনো কালী মন্দির। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে সেখানে পুজোর আয়োজন করছেন থানার আবাসিকরা। পুলিশকর্মীদের পরিবারের সদস্যরাও পুজোয় শামিল হন। অংশ নেন আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাও। এককথায় থানার পুজো আজ সর্বজনীন।

ফালাকাটা থানার আবাসিকদের এই পুজোর অন্যতম উপদেষ্টা নান্টু তালুকদার বললেন, 'ঠিক কবে পুজোর শুরু সেটা বলা কঠিন। তবে ১৯৮৪ সালে মন্দিরে পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়। কয়েক বছর আগে নতুন মন্দিরও তৈরি করা হয়। পুলিশকর্মীর পরিবারের লোকরাও উপোস করে পুজোয় অংশ নেন।'

থানাপাড়ার বাসিন্দা অমল ঘোষ ছোটবেলা থেকেই এই পুজোয় শামিল হন। তাঁর কথায়, 'থানার আবাসিকদের পুজো হলেও এই পুজো আমাদেরও কম না। এখানকার পুরোনো পুজোগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।'

ফালাকাটা থানায় একটি পরিত্যক্ত কাঠের ঘর রয়েছে। সেখানেই পূর্ণাঙ্গ থানার কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। কাঠের ওই ঘরটি বর্তমানে ফালাকাটা শহরের শতবর্ষপ্রাচীন ঘর। মনে করা হয়, সেই সময় ঘরের পাশাপাশি থানার পেছনে কালী মন্দিরটিও তৈরি করা হয়েছিল।

ফালাকাটা থানায় এখন নতুন ভবন হলেও পুরোনো ঘরটি এখনও আছে। বয়সের যে ছাপ পড়েছে তা ঘরটির জরাজীর্ণ অবস্থা দেখলেই স্পষ্ট। তবে মন্দিরের অবস্থা কিন্তু এখন ঝাঁ চকচকে। চার-পাঁচ বছর আগে নতুনভাবে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে। মার্বেল, টাইলস ইত্যাদি দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করা হয়। সেই মন্দিরেই পুজো হচ্ছে। এবারও সেখানেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

পুজোর জন্য থানা চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলো দিয়ে। থানার গেটে বসানো হয়েছে আলোকতোরণ। পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও এই পুজোর আয়োজন নিয়ে এখন খুবই ব্যস্ত।

এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'বেশ কয়েকবার ফালাকাটা থানায় আমার পোস্টিং হয়েছে। প্রতিবছরই দেখেছি, এখানকার কালীমায়ের পুজো নিয়ে একটা আলাদা ভক্তিভাব সবার মধ্যে আছে। থানার আবাসিক বাদেও বাইরের সাধারণ মানুষও এখানে মানত করতে আসেন। আমরাও উপোস করে পুজোয় বসি। এবারও তেমনটাই ভেবেছি।'

ময়ূর তুবড়ি, ড্রোনে জমেছে বাজিমেলা

ময়ূর তুবড়ি

তুবড়ির মাঝে রয়েছে সলতে যেখানে আগুন দিলেই বেরিয়ে আসছে রংবেরংয়ের আগুনের ফুলকি। যা দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে ময়ূর যেন পেখম মেলেছে।

এটিএম বাজি

বাক্সের মতো দেখতে। মাঝে রয়েছে সলতে। তাতে আগুন ধরানো মাত্রই তা ব্লাস্ট হয়ে খেলনা টাকা ঝরে পড়ছে।

সিলিন্ডার বাজি

হুবহু সিলিন্ডারের মতো দেখতে। তবে আকারে ছোট। আগুন ধরিয়ে দিলেই সিলিন্ডার ব্লাস্টের মতো আওয়াজ হচ্ছে।

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোর আনন্দে মাততে চলেছে আপামর বাঙালি। কালীপুজো মানেই চারিদিকে রোশনাই। আকাশে বাজির ভেলকি। তবে কালীপুজোর সময় যে বাজির সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে তা হল আতশবাজি। আট থেকে আশি প্রত্যেকেই এই আলো ছড়ানোর আনন্দে মেতে ওঠেন। বিশেষ করে ছোটরা তো আবদার স্বরূপ তাদের পছন্দের বাজির তালিকাও বানিয়ে দেয় তাদের অভিভাবকদের কাছে।

কালীপুজোর সময় সন্ধেবেলা আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতি ও সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আতশবাজির মেলা বসে। সেখানে এবার বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি হচ্ছে। শহর এবং সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন বাজি বিক্রেতারা নিত্যনতুন বাজি নিয়ে মেলায় বসেছেন। যার মধ্যে রয়েছে এলপিজি সিলিন্ডার বাজি, ময়ূর তুবড়ি, হ্যান্ড চরকি, ড্রোন, কামান বাজি, এটিএম বাজি, ক্যান তুবড়ি ইত্যাদি। এর মধ্যে ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে বিড়ি ঢিল বাজি। এছাড়াও ছোটদের জন্য রয়েছে ছোট ও বড় ধরনের তারাবাতি, সার্চলাইট, ছোট চরকি, কিটক্যাট বাজি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফানুসও। তবে এবছর মেলার অন্যতম আকর্ষণ ময়ূর তুবড়ি ও ড্রোন বাজি। বাজি বিক্রেতা শংকর অধিকারী বলেন, 'ময়ুর তুবড়ির সলতেতে একবার আগুন দিলেই তাতে ময়ূরের পেখমের মতো আলোর ঝলক দেখা যাবে। দূর থেকে সেটাকে দেখে মনে হবে ময়ূর যেন পাখা মেলে নাচছে।'

অন্যদিকে এলপিজি সিলিন্ডার বাজিরও বেশ ডিমান্ড। তৃপ্তি ভৌমিক তাঁর ছেলের জন্য নিয়েছেন এই নতুন ধরনের বাজি। তিনি বলেন, 'তুবড়ি, তারাবাতি, রংমশাল তো প্রতিবারই নিই। তবে এলপিজি সিলিন্ডার বাজিটা এবার নতুন এসেছে। তাই ছেলের জন্য নিলাম।'

রবিবার সন্ধ্যায় মেলায় ঢুকে দেখা গেল ছোট থেকে বড়, সকলে বাজির মেলায় এসেছে। যারা খুবই ছোট, মা-বাবার হাত ধরে মেলায় এসেছে, তাদের দেখা গেল নির্দিষ্ট স্টলে যাওয়ার বায়না করতে। কেউ আবার স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন। দাম জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন। পরে কিনে নিয়ে যাবেন বলে। তবে এবছর মেলায় নতুন কী বাজি এসেছে, সে বিষয়ে উৎসুক সকলেই।

আরেকটু ঘুরতেই দেখা মিলল এটিএম বাজির। এই বাজির আকার বাক্সের মতো। মাঝে সলতে দেওয়া রয়েছে। তাতে আগুন দিলেই ফেটে খেলনা টাকা ঝরাচ্ছে। মেলায় ভাইয়ের জন্য বাজি কিনতে এসেছিলেন সম্রাট বিশ্বাস। বিভিন্ন ধরনের আতশবাজির পাশাপাশি নিয়েছেন বিড়ি ঢিল বাজিও। তিনি বললেন, 'আগে আমাদের বিভিন্ন দোকান থেকে ঘুরে ঘুরে খুঁজে নতুন বাজির সন্ধান করতে হত। তবে এখন বাজির মেলা হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক সারিতেই ভ্যারাইটির বাজি আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফলে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে সকলের।' এই মেলায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্কাই শট।

স্বাধীন ভারত ক্লাবের থিমে ঝুলন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : ধরুন আপনি একটি কালীপুজোর মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই দেখলেন মণ্ডপে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ঝুলে রয়েছে। চারিদিকের পরিবেশ শান্ত। তাহলে কেমন লাগবে? এবার এরকমই এক অভিনব কালীপুজোর মণ্ডপ করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার শহরের স্বাধীন ভারত ক্লাব। মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষ। এবারে তাদের থিম ঝুলন। প্রতিবারেই নতুন কিছু থিম করার চেষ্টা করে। এবারেও সেই চেষ্টা রয়েছে বলে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পুজো এবার ৭৮তম বর্ষে পড়েছে। বিশ্বজুড়ে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এরফলে শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এই আবহে স্বাধীন ভারত ক্লাব তাদের মণ্ডপে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের।

৭৮তম বর্ষ

পুজো কমিটির সম্পাদক গৌরব সরকার বলছেন, 'প্রতি বছর কালীপুজোর মণ্ডপে আমরা নতুনত্ব নিয়ে আসি। এবারেও সেটা হচ্ছে। কাজ প্রায় শেষ।'

মণ্ডপের উচ্চতা ৩০ ফুট। কাঠ, প্লাই, বাঁশ, গামছা, লাল পাড় শাড়ি, কাপড়, রং ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপ। পাশাপাশি মণ্ডপজুড়ে নানা ধরনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হবে। সেইসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও মণ্ডপে ঝুলবে। মণ্ডপে এক অদ্ভুত শান্তির পরিবেশ বিরাজ করবে। প্রতিমা থিমের ওপর হবে। প্রতিমার উচ্চতা ৭.৫ ফুট। আলোকসজ্জাও থাকবে মণ্ডপ সহ চারিদিকে। সোমবার পুজোর উদ্বোধন হবে। বস্ত্র বিতরণ করা হবে। বাজেট এবারে আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা।

মণ্ডপশিল্পী রাকেশ সাহা বলেন, 'আমাদের মণ্ডপ দর্শনার্থীদের বেশ ভালো লাগবে আশা রাখছি। মণ্ডপে প্রবেশ করলে এক শান্তির পরিবেশ খুঁজে পাবেন।'

দিশারি ক্লাবের মণ্ডপসজ্জা।

'মাটির টানে মৃন্ময়ী' দিশারিতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকার দিশারি ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপে এবছর দেখা যাবে হাঁড়ি ও প্রদীপের সমাহার। মণ্ডপের বাইরে ও ভিতরে, সব মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার হাঁড়ি ও দেড় হাজার প্রদীপ থাকবে। দিশারি'র ৪০তম বছরে তাদের থিম 'মাটির টানে মৃন্ময়ী'।

আলিপুরদুয়ার জংশনে যেমন বিগ বাজেটের কয়েকটি পুজো রয়েছে, তেমনই বীরপাড়া এলাকাতেও দীর্ঘদিন ধরে কিছু বিগ বাজেটের কালীপুজো হয়ে আসছে। তাদের মধ্যে শহরবাসীর কাছে অন্যতম জনপ্রিয় দিশারি ক্লাবের পুজো। বীরপাড়া নেতাজি প্রাথমিক স্কুলের মাঠে প্রায় ১৪০০ বর্গফুট জুড়ে, তিন ভাগে মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। এক ভাগে থাকবে দেবীর মাটির ঘর। বাকি ভাগে প্রবেশপথ ও বাহিরের অংশ। মণ্ডপের বহির্ভাগের অধিকাংশ কাজ হচ্ছে বাঁশ, মাটির হাঁড়ি ও প্রদীপের ব্যবহারে। মাঝের মাটির ঘরটিও সাজানো হবে সাদামাঠা গ্রামবাংলার বাড়ির নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে। দুর্গাপুজোর সময় দিনহাটায় এই থিমের মণ্ডপ হয়েছিল। তার অনুকরণে এবার দিশারিতেও দেবী আসছেন মাটির টানে।

এবিষয়ে পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস সাহা বলেন, 'গত বছর আমাদের থিমের মণ্ডপ দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। এবছর মূল মণ্ডপ আরও বড় হচ্ছে। আশা করি এবারও সকল দর্শনার্থীর আমাদের মণ্ডপ ভালো লাগবে।'

থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই হবে আলোকসজ্জা ও প্রতিমা। তবে থিম ছাড়াও স্রেফ পুজোর জন্য পৃথক একটি প্রতিমা থাকছে। ক্লাবের সদস্য ঋষভ সাহা বলেন, 'এবছর আমাদের বাজেট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। আগামী ২০ অক্টোবর আমাদের পুজো উদ্বোধন। ২৩ তারিখ পর্যন্ত সকলের জন্য মণ্ডপ দেখার সুযোগ থাকছে। ২৪ তারিখ আমাদের প্রতিমা বিসর্জন।' প্রতিবছর আলিপুরদুয়ার জংশনের বড় পুজোগুলোই সব থেকে বেশি দর্শনার্থীদের চোখ টানে। তাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করে বীরপাড়ার কয়েকটি ক্লাব। এবছরও তাদের সঙ্গে জংশন এলাকার পুজোগুলোকে টক্কর দিতে তৈরি দিশারি।

ভূতের বেশে। ছাদের হাটের অনুষ্ঠানে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

৩৫তম বর্ষে প্রকৃতিকে রক্ষার ডাক

ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : সম্প্রতি প্রকৃতির রুদ্ররূপ দেখেছে আলিপুরদুয়ার জেলা। বিভিন্নভাবে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই কারণে হাটখোলা ইউনিটের কালীপুজো এবার থিমের মাধ্যমে প্রকৃতিকে বাঁচানোর ডাক দিচ্ছে। হাটখোলার পুজোর ৩৫তম বর্ষের থিম প্রকৃতি। মহকালবাড়ি নাটমন্দিরের মাঠে এখন চলছে মণ্ডপসজ্জার শেষ মুহূর্তের কাজ।

ফালাকাটার বিগ বাজেটের কালীপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হাটখোলা ইউনিট। বিজয়া দশমীর পর থেকেই উদ্যোক্তারা শ্যামা আরাধনার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। এই বছর হাটখোলা ইউনিটের শ্যামাপুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন রাজা মাহেশ্বরী ও ইলিয়াস হোসেন। ইলিয়াস বলেন, 'জাতিধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। আমরা থিমের মাধ্যমে সেই বার্তাই দিতে চাইছি।' মণ্ডপসজ্জা নিয়ে রাজা বলেন, 'প্রকৃতিকে বাঁচানোর বার্তা দিতে আমাদের মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে বাঁশ, প্লাইউড, হোগলা পাতা, পাটের আঁশ, পাটকাঠি, পাহাড়ি বাঁশ, খেজুর পাতা, তাল পাতা, মেহগনি গাছের ফল, বাদামের খোলা, তুলো, আতপ চাল, কালোজিরে, বট গাছের ছাল সহ প্রায় ৪৩ রকমের পরিবেশবান্ধব উপাদান দিয়ে।'

থিমের বাহারের পাশাপাশি মণ্ডপে থাকছে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা। মণ্ডপের সামনে থাকবে সুন্দর পার্ক। পুজোর চারদিন এই মণ্ডপে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। অন্যতম উদ্যোক্তা বাপন গোপ বলেন, 'প্রকৃতির ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটালে কী হয় আমরা দেখেছি। আমাদের থিম একটু হলেও মানুষকে প্রকৃতির রক্ষার ব্যাপারে সচেতন করবে বলে আমরা আশা করছি।'

সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ১৯ অক্টোবর : পুলিশের চাকরি করার পাশাপাশি সমাজের নানা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন ফালাকাটা থানার এএসআই দিলীপ সরকার। সেটা রাতে কোনও রোগীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া থেকে পথকুকুরকে খাবার দেওয়া সবকিছুতেই তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। আবার ফালাকাটা শহরজুড়ে প্রায় ৫ হাজার গাছকে নিজের সন্তান স্নেহে বড় করছেন গাছদাদু নামে পরিচিত সুজিত সরকার। রবিবার এই দুজনকে সংবর্ধনা দিল জটেশ্বর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

থিমের পাশাপাশি সাবেকি মণ্ডপে জোর

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজো হোক বা কালীপুজো, দর্শনার্থী টানতে মণ্ডপসজ্জায় পুজো উদ্যোক্তাদের প্রথম পছন্দ থিম। ফলে মণ্ডপে সাবেকিয়ানার প্রথাগত পরশ মুছে গিয়েছে কমবেশি সব ক্লাব থেকেই। তাই বলে উৎসব সংস্কৃতির সবটাই যে গ্রাস করেছে থিম, এমনটাও নয়। এবারের দীপান্বিতা অমাবস্যায় আলিপরদুয়ার শহরের অন্দরের যেমন পুজো হচ্ছে চমকপ্রদ থিমকে আঁকড়ে ধরে, তেমনই এমন বেশকিছু ক্লাব রয়েছে যেখানে সাবেকিয়ানার পরম্পরা অটুট।

ওভারব্রিজ পার করলেই নবীন ক্লাবের পুজো। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে কালচারাল ইউনিট-এর কালীপুজো। দুই ক্লাবই এবার বাঁধাধরা থিমের মণ্ডপসজ্জার দিকে না গিয়ে, সাবেকি আবেশে মণ্ডপ নিয়ে প্রস্তুত। এবার নবীন ক্লাবে দশম বর্ষের পুজো। মণ্ডপ সাজানো হয়েছে দিল্লির লোটাস টেম্পল-এর আদলে। স্থানীয় শিল্পীরা তৈরি করছেন সেই মণ্ডপ। সঙ্গে থাকছে নজরকাড়া আলোকসজ্জা। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় দু'লক্ষ টাকা। প্রায় প্রতিদিন হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি চলবে ভোগপ্রসাদ বিতরণ। পুজো উদ্যোক্তা অঙ্কুর নাগ বলেন, 'এবার প্রতিমা ও আলোকসজ্জায় থাকবে বিশেষ চমক। আশা করি, আমাদের পুজো সকলের মন কাড়বে।' কালচারাল ইউনিট-এর পুজো এবার ১৭ বছরে পড়ল। মণ্ডপে ঢুকেই চোখ পড়তে বাধ্য বড় এলইডি স্ক্রিনে। পুজো কমিটির সদস্যরা জানাচ্ছেন, এবার মণ্ডপে পুরোটাই এলইডি লাইট ও সাউন্ড কেন্দ্রিক হতে চলেছে। রবিবার প্রতিমা এলেও সোমবার হবে পুজোর উদ্বোধন। সম্পাদক বরুণ সরকার বললেন, 'এবার প্রতিমা থাকছে দুটি। একটি পুজোর, অন্যটি থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য। পুজোর পরের দিন এলাকার প্রতিটি বাড়িতে মায়ের ভোগপ্রসাদ দিয়ে আসি। এছাড়া সারাবছর রক্তদান, বস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড চলে।' ভাইফোঁটা অবধি এই দুই ক্লাবের মণ্ডপ খোলা থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য।

এদিকে, শহরের অন্যতম পরিচিত ক্লাব আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখার পুজো এবার ৭৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তাদের থিম, 'ফিরিয়ে দাও শৈশব'। উদ্যোক্তারা জানালেন, মূলত মোবাইল ফোনে আসক্তি, শৈশবকে দিনের পর দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। সেই বার্তার পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতন করবে এই থিম। মণ্ডপের ভেতরে থাকছে সবুজায়নের বার্তাও। সম্পাদক দীপঙ্কর সাহার কথায়, 'স্থানীয় শিল্পীদের হাতেই রূপ পেয়েছে মণ্ডপ। সামনে থাকবে শৈশবের স্মৃতি ভরা খেলনা। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।'

মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থাকছে ৮ ফুটের প্রতিমা। গাছের পাতা ও বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি দেবীমূর্তি। মণ্ডপে থাকছে ৪০ ফুট উচ্চতার একটি বড় এলইডি আলোর তোরণ। রাস্তার দু'ধারে থাকবে আলোর কলকা।

'ফিরিয়ে দাও শৈশব' থিমে আশুতোষ ক্লাবের মণ্ডপ।

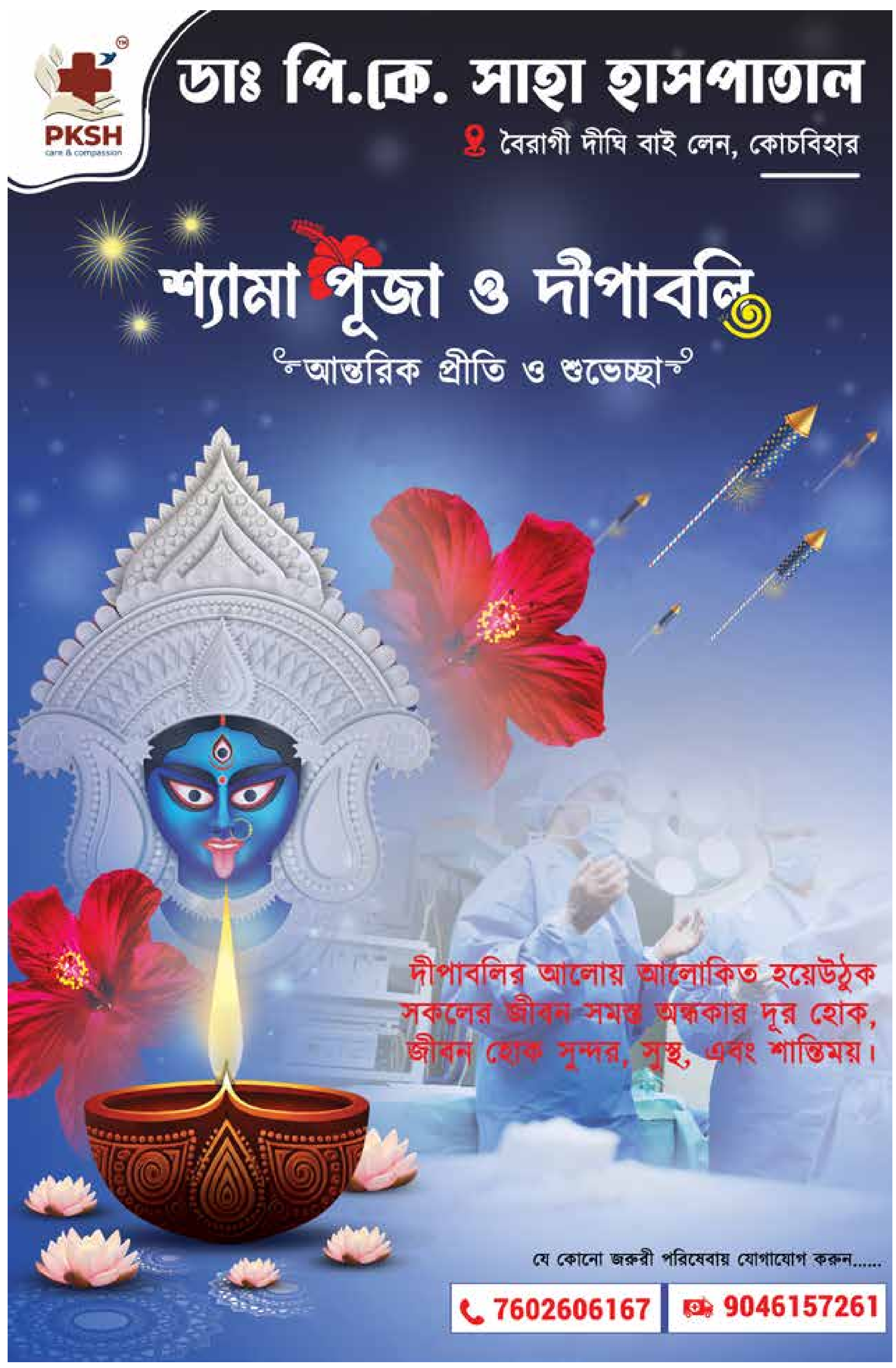

পৃথিবীর পাঠশালা

দীর্ঘ জীবন জাপানের জাদু

দীর্ঘজীবন পাওয়ার ক্ষেত্রে জাপান বিশ্বজুড়ে একেবারে এক নম্বরে। বর্তমানে সেখানে ৯৫ হাজারের বেশি শতবর্ষীয় মানুষ বসবাস করছেন! এই অসাধারণ কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে তাঁদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সক্রিয় জীবনধারা, শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা। জাপানের বেশিরভাগ শতবর্ষীয় মানুষই মহিলা এবং তাঁদের অনেকেই ১০০ বছর পার করেও খুবই সক্রিয়। গবেষকরা তাঁদের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখছেন দীর্ঘ জীবনের রহস্য জানতে। যেখানে মাছ, সবজি খাওয়া এবং মননশীলতার মতো অভ্যাসগুলি সামনে আসছে। এই প্রবণতা জাপানকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখেও ফেলেছে, যেমন দ্রুত বার্ধক্যপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসেবাকে মানিয়ে নেওয়া। তবে একইসঙ্গে এটি সারাবিশ্বকে এই অনুপ্রেরণা দেয় যে, বার্ধক্য মানেই কিন্তু পতন নয়, এটি একটি নতুন অধ্যায়।

হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব বুদ্ধি

মানুষের হৃৎপিণ্ড শুধু একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র নয়, এটি একটি বুদ্ধিমান অঙ্গ, যার নিজস্ব একটি জটিল স্নায়ুতন্ত্র আছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, হৃৎপিণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার নিউরন রয়েছে, যাকে তারা 'হৃদয় মস্তিষ্ক' বলছেন। মজার ব্যাপার হল, আমাদের মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডকে যতটা সংকেত পাঠায়, তার চেয়ে বেশি সংকেত হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ককে পাঠায়! এই অবিরাম আদানপ্রদান আমাদের মানসিক চাপ, আবেগ এবং সার্বিক সুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন হৃৎপিণ্ডের ছন্দ শান্ত থাকে, তখন মস্তিষ্ক আরও ভালোভাবে কাজ করে। আবার, অনিয়মিত সংকেত উদ্বেগ বা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। গভীর শ্বাস, ধ্যান এবং মননশীলতার মতো কৌশলগুলি 'হৃদয় সংগতি' তৈরি করতে পারে। এটি মেজাজ ভালো করার পাশাপাশি স্ট্রেস হরমোন কমায়।

নরওয়ের অরণ্য বাঁচাও

নরওয়ে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বন উজাড় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে! এর অর্থ হল, সরকার এমন কোনও প্রকল্প অনুমোদন করবে না যা দেশে বন ধ্বংসের কারণ হয়। এই পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য নরওয়ের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির অংশ। বন হল কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংসের কারণে প্রায় ১৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। নরওয়ে, আমাজন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বন রক্ষার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। বন উজাড় নিষিদ্ধ করে তারা অন্য দেশের জন্য এক উদাহরণ তৈরি করেছে।

কলা গাছের সুতোর পোশাক

ভিয়েতনাম টেকসই ফ্যাশনকে স্বাগত জানাচ্ছে কলা গাছের তন্তু দিয়ে তৈরি স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করে। সিন্থেটিক কাপড়ের মতো নয়, কলার আঁশ থেকে তৈরি এই কাপড় প্রাকৃতিক, সহজে পচে যায়, বাতাস চলাচল করতে পারে এবং যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, এটি তাপ সহনশীল, যা ভিয়েতনামের গরম আবহাওয়ার জন্য আদর্শ। কলার ফল পাড়ার পর গাছের কাণ্ডগুলি সাধারণত ফেলে দেওয়া হত। এখন বস্ত্রশিল্পের উদ্ভাবকরা এই কৃষি বর্জ্যকে পরিবেশবান্ধব কাপড়ে পরিণত করছেন। এতে একদিকে যেমন বর্জ্য কমছে, তেমনই কৃষকরাও স্থানীয় সম্পদ থেকে বাড়তি আয় করতে পারছেন। এই ইউনিফর্মগুলি বেশি টেকসই এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাবও অনেক কম। ভিয়েতনাম দেখাচ্ছে কীভাবে বর্জ্যকে পোশাকে রূপান্তরিত করে মানুষ ও পরিবেশ, উভয়েরই উপকার করা যায়।

রাজ শহরের ঐতিহ্য মেনে পুজো বেনারসে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ অক্টোবর : রাজার শহরের ঐতিহ্য মেনে উত্তরপ্রদেশে কালীপুজোর আয়োজন হচ্ছে। অমাবস্যা তিথিতে মদনমোহনবাড়িতে যখন বড়োতারা পূজিতা হবেন, তখন উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কোচবিহারের রীতি মেনে করুণাময়ী ও দয়াময়ী কালীপুজোর প্রস্তুতি চলে। দুই জায়গায় কোচবিহারের মহারাজারা এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। রাজার শহরের সেই ঐতিহ্য মেনে উত্তরপ্রদেশে এখনও পুজো হয়ে আসছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে।

তবে উত্তরপ্রদেশের কালী মন্দিরটির সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে কোচবিহারের বাসিন্দারা মনে করছেন। এখান থেকে উত্তরপ্রদেশে গেলে অনেকে এই মন্দিরে গিয়ে কালী প্রতিমা দর্শন করেন। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণের দাবি, বেনারসে থাকা কোচবিহারের ঐতিহ্যকে আরও বেশি করে সকলের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে মন্দির সংস্কার প্রয়োজন। সোমবার অমাবস্যা তিথিতে পুরোহিত প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় করুণাময়ীর পুজো করবেন ও দয়াময়ীর পুজোর দায়িত্বে দীননাথ তিওয়ারি রয়েছেন। তাঁরা জানান, চালকুমড়ো বলি দিয়ে পুজো হবে। দেবীকে বিশেষ ভোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে দুটি মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রং করা হচ্ছে। আলো দিয়েও সাজানো হচ্ছে। বেনারসে কর্মরত দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী বীরেন ঝা বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির সাজানো হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কালীসাধক ছিলেন। কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় তিনি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তৎকালীন কোচবিহার রাজ্য নয়, উত্তরপ্রদেশেও তার বিস্তার ঘটেছিল। ইতিহাসবিদরা জানান, হরেন্দ্রনারায়ণ তীর্থ করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই কাজ শুরুও হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগে হরেন্দ্রনারায়ণ প্রয়াত হন। তাঁর অপূর্ণ কাজ ছেলে শিবেন্দ্রনারায়ণ শেষ করেন। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৮৪৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়ায় বেনারসের সোনারপুরে কালী মন্দির স্থাপিত হয়। সেখানে প্রতিদিন করুণাময়ী ও দয়াময়ীর পুজো চলে। প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরের পাশাপাশি সেখানে মহারাজা বসতবাড়ি ও সত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানকার খরচ রাজপরিবার বহন করত। বর্তমানে মন্দিরটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনা করে।

করুণাময়ী কালী মন্দিরে পুজোর প্রস্তুতি চলছে।

> পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির সাজানো হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হবে।
>
> **বীরেন ঝা**
> দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী

বিয়ের প্রস্তাব খারিজ, ছাত্রীর মাকে কোপ

খড়িবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : নারীশক্তির জাগরণে দেবী কালীর আরাধনা করা হয়। দেবীর সেই পুজোর জন্য আমাদের বছরভর অধীর অপেক্ষা। অথচ সেই পুজোর আগের দিনই নারীর ওপর ন্যক্কারজনকভাবে আক্রমণ চলল। রবিবার খড়িবাড়ি মনজয়জোত এলাকার ঘটনা। মধ্যবয়সি এক ব্যক্তি স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতেন বলে অভিযোগ। এদিন ওই ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ওই পড়ুয়ার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ওই ব্যক্তি ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দিতে থাকেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাদানুবাদ চলার সময় ওই ব্যক্তি ছাত্রীটির বাবার ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করেন। স্ত্রী তাঁকে বাঁচাতে যান। সেই সময় ওই ব্যক্তি ছুরি নিয়ে ওই ছাত্রীর মাকে এলোপাতাড়ি কোপান। তড়িঘড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলার চিকিৎসা করা হয়। গুরুতর আহত হলেও ওই মহিলা আপাতত বিপন্মুক্ত। অভিযুক্ত গণেশ রায় পলাতক। পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'দ্রুতই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

ওই ছাত্রী দশম শ্রেণির পড়ুয়া। স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই পড়ুয়াকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি ওই ছাত্রী পরিবারকে জানায়। পরিবারের সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে সাবধান করলেও তাঁর দৌরাত্ম্য কমেনি। ছাত্রীর পরিবার এলাকার একটি ক্লাবের শরণাপন্ন হয়। সেই ক্লাবের সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে সতর্ক করার পর তিনি কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু রবিবার সকালে একেবারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গণেশ ওই ছাত্রীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। তিনি ওই ছাত্রীর বাবা-মায়ের সঙ্গে বচসা জুড়ে দেন। গণ্ডগোল ক্রমশই বাড়তে থাকে। সেই সময় ওই ব্যক্তি ছুরি নিয়ে ওই ছাত্রীর বাবাকে আঘাতের চেষ্টা করেন। ছাত্রীর মা তাঁকে বাঁচাতে গেলে ছুরি দিয়ে তাঁকে কোপানো হয়। ওই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন। অভিযুক্ত এই সুযোগে এলাকা ছেড়ে পালান।

মন্দির নেই, বেদিতে পুজো

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই শ্যামা মায়ের আরাধনা। আপামর বাঙালি মেতে উঠবে আদ্যাশক্তির উপাসনায়। তবে জঙ্গিপুরের চাচণ্ডে এবারের ছবিটা একটু ভিন্ন। গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে মায়ের মন্দির। তবে অক্ষত রয়েছে বেদি। আর সেই বেদিতেই আদ্যাশক্তির আরাধনা হবে এখানে।

গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে কেউ ভিটেমাটি হারিয়ে, কেউ আবার ফাঁকা আকাশের নীচে দিন গুজরান করছেন। তবে তাতে মনের জোরে আর মায়ের আরাধনায় ভাটা পড়েনি এতটুকুও। শতাব্দীপ্রাচীন মায়ের মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররূপে ভাঙনের কবলে পড়ে। তবে অদ্ভুতভাবে দেবীর থান অক্ষত রয়ে গিয়েছে। তাই জৌলুসের বহর এবছর না থাকলেও, আবেগের এতটুকুও কমতি নেই।

শোঁ শোঁ শব্দে ভয়াল গঙ্গা যখন বিকেল ঘনিয়ে আসতেই গর্জন করছে, তার মাঝেই শক্তির দেবীর আরাধনায় যাতে কোনও রকমের ত্রুটি না থাকে, তার কসুর করছেন না মিনতি দাস, বাপন দাস থেকে শুরু করে সনাতন ঘোষরা। শহরে যখন আলোর রোশনাইয়ে সকলে মেতে উঠবেন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তখন এখানে পুজো কিছুটা ফিকে। যদিও পুজোয় যে কোনও ত্রুটি থাকবে না তা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন উদ্যোক্তারা। মিনতি বলেন, 'প্রকৃতির রোষে মায়ের মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছে গঙ্গায়। তবে দেখুন তার পরেও দেবীর থানে পুজো হবে। এর চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে। মা আমাদের লড়াইয়ের শক্তি দিচ্ছেন। দেখি চেষ্টা করি লড়াইয়ের।'

এবছর বিঘার পর বিঘা জমি নদীতে হারিয়ে গিয়েছে। ফলে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা নিয়েই কোনওরকমে দিন গুজরান করছেন দুর্গতরা। তার মধ্যে দিয়েই মাকে বরণ করতে প্রস্তুত সকলে। এক লহমায় নদীগর্ভে মন্দির চলে গিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে অবিকৃত থাকা কালী মায়ের থানেই এবার পুজো করবেন গ্রামবাসী। চাচণ্ডের বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে ঐতিহ্য আর পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর মাঝে সন্ধ্যা গড়াতেই প্যান্ডেলের ম্যারাপ বেঁধে ফেলার কাজ শেষ। রাত শেষ হলেই তিথি মেনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে মায়ের। লাল সিমেন্টের বেদি। আর তারই পাশে একদিকে শামিয়ানা খাটিয়ে মায়ের এমন আরাধনা সত্যিই এই পরিস্থিতিতে এক বিরল চিত্র।

জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, 'গঙ্গার ভাঙনে বহু মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছেন। তবুও তার মাঝে আলোর উৎসবে মনোবল চাঙ্গা রেখে দেবীর আরাধনায় মেতে উঠছেন তাঁরা। এটা খুবই প্রশংসনীয়। ওই সব দুর্গত মানুষকে সাধ্যমতো সহযোগিতায় আমরা প্রস্তুত।'

গঙ্গাগর্ভে গিয়েছে মন্দির। তবে অক্ষত দেবীর থানেই হবে পুজো।

পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৯ অক্টোবর : কাজের খোঁজে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন অসংখ্য শ্রমিক। কিন্তু পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই তাঁদের জীবনে ঘটে যাচ্ছে করুণ পরিণতি। গত তিনদিনে গোয়া, বেঙ্গালুরু, কেরল ও মহারাষ্ট্রে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে গৌড়বঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের। শোকস্তব্ধ তাঁদের পরিবার। আর্থিক অনটনে দেহ ফেরানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

গত শুক্রবার গোয়ার একটি মালবাহী জাহাজে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারান রায়গঞ্জের শীতগ্রাম অঞ্চলের মাহিগ্রামের এদিকে, শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে রতুয়ার বাহিরকাপ গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক পিয়ারুল হক (৩২)-এর।

অন্যদিকে একই দিনে মুর্শিদাবাদের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

আধুনিক যন্ত্র

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চল সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বনাঞ্চলের ভিতর ১৪৬.৪ কিলোমিটার রেলপথে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) বসানোর কাজ আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে শেষ করতে চায় রেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়া হাতির করিডরে এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, লামডিং ডিভিশন, রঙ্গিয়া এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইতিমধ্যেই ৬৪.০৩ কিলোমিটারের হাতি করিডরে আইডিএস ব্যবস্থা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে নাগরাকাটা থেকে সেবক হয়ে শিলিগুড়ির দিকে বিস্তৃত করিডরে দ্রুত আইডিএস বসানোর দাবি তুলেছেন পরিবেশকর্মী ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'নাগরাকাটা থেকে মাদারিহাটের মধ্যে আইডিএস ব্যবস্থা রূপায়ণের পর কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটেনি। এই পদ্ধতিতে বিশেষ সেন্সরের মাধ্যমে রেলের পাইলটের কাছে রেললাইনে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির খবর পৌঁছে যায়। তাই দুর্ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে। আরও ১৪৬.৪ কিলোমিটার রেলপথে আগামী এপ্রিলের মধ্যে আইডিএস বসবে।' ডুয়ার্সজুড়ে সর্বত্র এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রূপায়িত না হওয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

আলোর উৎসবে সেনারা... *উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়াড়াতে দীপাবলির আনন্দে মেতেছেন জওয়ানরা।-পিটিআই*

চরম দারিদ্র্য

প্রথম পাতার পর

রাজ্যটির স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে হতদরিদ্র পরিবারগুলির জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ করা শুরু হয়। যাঁদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সরকারি প্রকল্পের ব্যাপারে যাঁরা কিছুই জানতেন না, ছোট ছোট প্রকল্পে তাঁদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

ওই সমীক্ষায় চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে উপার্জনহীন ৩৫ শতাংশ পরিবার, ২১ শতাংশের দু'বেলা খাদ্য না জোটা, ১৫ শতাংশের মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকার পাশাপাশি জানা গিয়েছিল, ২৪ শতাংশ পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কেরল নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

আঁধারে আলোর

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'এবার এলাকার এতটাই ক্ষতি হয়েছে যে দীপাবলির উৎসবে মন নেই কারও। তাই সাদামাঠাভাবেই পুজোটা হবে।'

একই ছবি দেখা গেল ভালুকারপাড় এলাকাতেও। এখানে রাস্তার মোড়ের মন্দিরে সর্বজনীনভাবে কালীপুজো হয়। হয় অনুষ্ঠানও। তবে এবারের ছবিটা একেবারেই আলাদা। গত ৫ অক্টোবর এই এলাকাতেও শিসামারা নদীর জল ঢুকে পড়েছিল। অনেকের ঘরবাড়িতে জল ঢুকে যায়। এদিন মন্দিরের সামনে দেখা হল স্থানীয় মঙ্গল কার্জির সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'এবার যে পরিস্থিতি হয়েছিল তাতে আর বড় করে পুজো ও অনুষ্ঠান করার সামর্থ্য কারও নেই।'

একইভাবে নবীন সংঘের পাশে, সোনারাম স্কুল চত্বর, মুদিটারি এলাকা ও মুন্সিপাড়ার কদমতলাতেও এবার কালীপুজোর আমেজ উধাও। মুদিটারির মোড়ে মূলত কিশোররাই কালীপুজো করে। তাদের মধ্যে এবার সেই উদ্দীপনা নেই। স্থানীয় কিশোর মনোজ রায়ের কথায়, 'অন্যান্যবার সবাই তো চাঁদা দিত। সেই টাকায় পুজো হত। কিন্তু এবার এলাকার সকলেরই ক্ষতি হয়েছে। কার থেকে আর চাঁদা নেব?' সেখানেও পুজো হচ্ছে টিমটিম করেই।

কালীপুজোর সঙ্গে বাজি, পটকার সম্পর্ক নিবিড়। এবার এইসব বিধ্বস্ত এলাকায় কিশোর বা তরুণদের মধ্যে বাজি নিয়ে সেই উৎসাহের ছবিটাও যেন উধাও। নতুনপাড়া গ্রামের নবম শ্রেণির সমীর রায়ের যেমন মন খারাপ। তার কথায়, 'অন্যান্যবার পুজোর আগেরদিন থেকেই বাজি ফাটাতাম। বাড়িতে আলো লাগাতাম। এবার বাবা কিছু কিনে দেয়নি।'

সন্তানের আবদার মেটাতে না পেরে মন খারাপ বাবা সত্যেন রায়েরও। বললেন, 'ঘরবাড়ি, চাষের জমির এতটাই ক্ষতি হয়েছে যে এবার বাজি কেনার একদম সামর্থ্য নেই।'

'হাওয়া'য় ভরসা করতে ভয় পদ্মের

প্রথম পাতার পর

তবে কিছু ফাঁকফোকর থাকায় সেটা হয়নি। এবারও সেটা দেখা যাচ্ছে। অনীহা রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে।' দলের নেতাদের উদ্দেশে মিঠু আরও বলেন, 'বাড়িতে বসে বসে সরকার গঠন হবে, এমন নয়। প্রস্তুতির যে খামতি রয়েছে সেটা দূর করতে হবে।' দলের পঞ্চায়েতে সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ অন্য নেতাদের আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়। মিঠু, মনোজ ছাড়াও এদিন ওই বিজয়া সম্মিলনিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনরাও। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে বিজয়া সম্মেলন শুরু হয়। নেতাদের ভাষণের মাঝেই আদিবাসী নৃত্য, আবৃত্তি, রাজবংশী নৃত্যও পরিবেশিত হয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় সিএএ আবেদনের জন্য ক্যাম্প করা হবে বিজেপির তরফে। এছাড়াও এসআইআর নিয়ে তৃণমূল যে প্রচারে নেমেছে, তার জবাব দিতে পালটা প্রচারও করা হবে। এদিন বিজেপির ওই কর্মসূচিতে কিন্তু ভিড় কম হওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুরসভা হলঘর ভরেনি। যদিও দলের দাবি, জেলা কমিটির পদাধিকারী সহ নির্দিষ্ট কয়েকজনকে নিয়েই এদিনের কর্মসূচি হয়েছে।

বিজেপির এই প্রস্তুতি ও কর্মসূচিকে কটাক্ষ করছে তৃণমূল। এদিন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি কোনওদিনই নিজেদের ফাঁকফোকর পূরণ করতে পারবে না। ওদের ফাঁকফোকর দিয়েই তো বিধায়ক, অনেক নেতা বেরিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও ভালো ফল করতে পারবে না।'

ডঃ সারা জর্জের বিশেষ সম্মান

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : পল জর্জ গ্লোবাল স্কুল এবং সেন্ট জর্জ স্কুলের পরিচালক ডঃ সারা জর্জকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করল 'হেল্পিং গুরুস'। তারা ১০ হাজারের বেশি স্কুল নিয়ে করা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতবর্ষের কে-১২ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে। এই সম্মান সেসব আদর্শদের জন্য যাঁরা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অ্যাম্বাসাডর দীপক ভোহরা এই পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি একজন প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিবিদ এবং ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কে এক বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। ডঃ সারা জর্জ ১৯৮২ সাল থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা হিসাবে পরিচিত। তাঁর হাত ধরে সেন্ট জর্জ স্কুল এবং পল জর্জ গ্লোবাল স্কুল সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়ন ও পড়ুয়াদের সঠিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করছে। এছাড়াও নারী ক্ষমতায়ন এবং দুঃস্থ শিশুদের জন্য কাজের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কাজের জন্য তিনি নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকেও সম্মান পেয়েছেন।

পুজোর মেজাজে

প্রথম পাতার পর

নোনাই পালপাড়া থেকে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল কলেজপাড়া আমার ক'জন ক্লাবের সদস্যরা। ঢাকবাদকদের মাথায় ও গলায় যেমন অসমের লাল সাদা গামছা দেখা যাচ্ছিল, তেমনই ক্লাবের সদস্যদের সবার গলাতেও ছিল ওই গামছা। কারণ জিজ্ঞেস করতেই ভিড়ের মাঝে ক্লাবের সদস্য সুমন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য করা হয়েছে।' শহরের কালজানি নদীর পাশে স্বাধীন ভারত ক্লাবের মণ্ডপেও জুবিনকে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ধ্যায় ওই মণ্ডপ দর্শনার্থীদের প্রবেশের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কলেজ হল্ট এলাকায় সংঘশ্রী ক্লাবের মণ্ডপে রাত পর্যন্ত কাজ চলেছে।

অন্যদিকে, ফালাকাটায় দুটি বিগ বাজেটের কালীপুজোর উদ্বোধন হয়েছে। এদিন ফালাকাটার তরুণ দল ও হাটখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন হয়। তরুণ দলের পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ১১ জন মহিলা ফুটবলার। ক্লাবের পক্ষ থেকে প্লাস্টিকমুক্ত ফালাকাটার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, ফালাকাটায় আগামী চারদিন ধরে থিম মণ্ডপে দর্শনার্থীরা ঠাকুর দেখতে পারবেন। কয়েক লক্ষ মানুষ কালীপুজোতে ভিড় জমাবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর দর্শনার্থী ভিড় করেন। সকালেই হাটখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপেও অনেকে ভিড় করেন।

মূল্যবোধের বাজারে হাহাকারের বিকিকিনি

প্রথম পাতার পর

কেউ চড়া দামে গাড়ি হাঁকাচ্ছে তো কেউ টিকিটের দাম আকাশমুখী করেছে। সাধে কি বলে কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

তার উপরে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। যে মিডিয়া মানুষকে সোশ্যাল করার বদলে লোভী, আত্মপ্রচারসর্বস্ব করে ছেড়েছে। এটা নাকি এখন অর্থ উপার্জনের প্ল্যাটফর্মও বটে। তা এই সোশ্যাল মিডিয়ায় টাকা উপার্জন করা যায় কীভাবে? তার একটা সম্ভাব্য পন্থা হল আপনার করা পোস্টে যত বেশি ভিউয়ার হবে, মানে আপনার পোস্টে যত লাইক, কমেন্টের বন্যা হবে আপনার পকেটটিও তত ফুলেফেঁপে নধর হবে। আর কে না জানে কখনো-কখনো অর্থই অনর্থের মূল। সুতরাং বন্যায় কেউ সব হারিয়ে ফেলেছে, কোই বাত নেহি। ওটা নিয়েই রিলস বানাও। আহা, সেই দুঃখ দেখতে সবাই হামলে পড়বে, এই তো মওকা! কে কত দুঃখভরা লাইভ রিলস বানাতে পারে তার টক্কর দেওয়ার। মানসিকভাবে কতটা ভিখারি হয়ে গেলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের দুর্দশা নিয়ে রিলস বানায় টাকা রোজগার বা সস্তায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য! এর চেয়ে অশালীন আর কী হতে পারে! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো আজ মানিটাইজেশনের লোভে মানুষের নৈতিকতা, বিবেকবোধ সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করেছে। কেউ রিলসের ক্যাপশন দিচ্ছে – বন্যার তোড়ে শাড়ির আঁচল ওড়ে। কেউ দিচ্ছে – স্রোত থেকে বাঁচতে বুকে ধরো জাপটে। কেউ লিখছে, ওহ! দুধিয়াতে গিয়ে আজ যা দিলাম না! ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা জলের পাউচ বিলি হচ্ছে। ভিউ বাড়ানোর জন্য কোনও অপচেষ্টারই খামতি নেই। আমরা একবারও ভেবে দেখছি না কী বার্তা রেখে যাচ্ছি সমাজের বুকে! একজন দেখলাম স্কুল তলিয়ে যাওয়ার ভিডিও আপলোড করে লিখেছে 'পড়াশোনা করে যে, ধসে চাপা পড়ে সে।' কী সাংঘাতিক মানসিকতা! এ আমরা কোন পতনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে বন্যাবিধ্বস্তদের মুখের সামনে বুম ধরে তাঁর হাহাকারের কথা লাইভ করে টিআরপি বাড়ানোর চেষ্টা, একবারও ভেবে দেখছি না তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে আমরা কীভাবে পাবলিক করে দিচ্ছি! কবিরা সত্যিই সত্যদ্রষ্টা হন। শঙ্খ ঘোষ সেই কবেই লিখে গিয়েছেন, 'বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া / তোমার সাথে ওতপ্রোত / নিয়ন আলোয় পণ্য হলো / যা কিছু আজ ব্যক্তিগত / মুখের কথা একলা হয়ে / রইল পড়ে গলির কোণে / ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু / ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে ...।'

আমরা এখন এতটাই অমানবিক হয়ে গিয়েছি যে, একদিকে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখন অন্যদিকে সেই একই ঘটনায় আমরা কেউ কেউ বিনোদনের খোরাক খুঁজে নিচ্ছি। কেউ সারা জীবনের সম্বল হারিয়ে ফেলার জন্য আর্তনাদ করছে আর কেউ সেটাকেই লাইভ করে তার চ্যানেলের টিআরপি বাড়াচ্ছে। দুঃখদুর্দশা হাহাকার সবটাই যেন এখন অনলাইন 'কনটেন্ট'। ভাইরাল হওয়ার একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে গিলে নিচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও আমরা হাতছাড়া করতে চাইছি না। ক্রমাগত সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তির ফলে আমাদের মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যাচ্ছে, দায়বদ্ধতা কমে যাচ্ছে। একটা লাইক বা কমেন্ট বা চোখের জল পড়া ইমোজি দিয়েই আমরা কর্তব্য সেরে ফেলছি! তারপর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে সুবাসিত চায়ে চুমুক দিয়ে টিভির চ্যানেল খুলে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় দুর্যোগের লাইভ টেলিকাস্ট দেখে জাস্ট টাইম পাস করছি। আসলে মুখে স্বীকার না করলেও আমরা জানি আমাদের অনেকের ভিতরেই একজন নিরো আছে, যে রোম পুড়ে গেলেও বেহালা বাজায় ...

উদ্বোধনে নায়িকারা

মালদা ও বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : কালীপুজোর ২৪ ঘণ্টা আগে ভূত চতুর্দশীতেই মালদা শহরে উদ্বোধন হল একাধিক বিগ বাজেটের পুজোর। সন্ধ্যার পর থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামল মণ্ডপে মণ্ডপে। রবিবার ঝলঝলিয়া যুবকবৃন্দের পুজোর উদ্বোধন করেন টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে দেখতে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় উপচে পড়েছিল ঝলঝলিয়া এলাকায়। এখানে মূলত ভিড়টা ছিল তরুণ ও তরুণীদের। এদিকে, বালুরঘাটে পুজোর উদ্বোধনে আসেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। পাশাপাশি ভিড় ছিল পল্লিশ্রী ৮৬, ইউথ ক্লাব, দিশারী ক্লাবের পুজোকে কেন্দ্র করেও। এই তিনটি পুজোর উদ্বোধনও হয়েছে এদিন। এদিনের ভিড়ে ছিল স্থানীয়দের মুখ বেশি। সোমবার কালীপুজোর রাত থেকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে ভিড় বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিনের ভিড়ে থাকা টিনা সরকার বললেন, 'কালীপুজোয় সারাদিন উপোস থেকে পুজো করতে হবে, অঞ্জলি দিতে হবে। তার সঙ্গে বাজি পোড়ানোও রয়েছে। তাই আজ সন্ধ্যাতেই বেশ কিছু ঠাকুর ও মণ্ডপ দেখে'

ব্যর্থ রোকো, হার ভারতের

১৪ বল খেলে ৮ রানে ফিরছেন রোহিত শর্মা। পারথে রবিবার।

ভারত-১৩৬-৯
অস্ট্রেলিয়া-১৩১/৩
(৭ উইকেটে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয়ী অস্ট্রেলিয়া)

পারথ, ১৯ অক্টোবর : খেলা শেষ। বৈঠক শুরু!

নীতীশ কুমার রেড্ডির ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারিটা স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে সিঙ্গলস নিলেন ম্যাট রেনশ (অপরাজিত ২১)। সিঙ্গলস শেষ হওয়ার সঙ্গেই বৃষ্টিবিঘ্নিত ওডিআই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন মিচেল মার্শরা (অপরাজিত ৪৬)।

আর তখনই সাজঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে ঢুকে পড়লেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। সঙ্গে বোলিং কোচ মর্নি মরকেল ও ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। আলাদাভাবে অধিনায়ক শুভমান গিলকে ডেকে নিলেন। মাঠের মধ্যেই শুরু হল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বৈঠক। অন্তত মিনিট দশেক ধরে চলা সেই বৈঠকে যে পারথ একদিনের ম্যাচে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের পাশে সিরিজের বাকি থাকা দুই ম্যাচের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার আগ্রহ ছিল যাঁদের নিয়ে, সেই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের খেলা শেষ হওয়ার পর মাঠে দেখা যায়নি। ব্যাট হাতে দুইজনই ব্যর্থ হয়েছেন। জোশ হ্যাজেলউডের অতিরিক্ত বাউন্সের সামনে ঠকে গিয়ে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন হিটম্যান। তাঁর সংগ্রহ ১৪ বলে ৮। রয়েছে একটি বাউন্ডারিও। হিটম্যান ফেরার পর পছন্দের তিন নম্বরে নেমে হতাশ করেছেন কিং কোহলি। মিচেল স্টার্কের বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে বিরাটের ক্যাচ নিয়ে তাঁকে রানের খাতাই খুলতে দেননি কুপার কোনোলি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বরাবরই সফল বিরাট। অতীতে তাঁর সাফল্যও কম নেই অস্ট্রেলিয়ায়। আজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে একদিনের ম্যাচে প্রথমবার শূন্য করার গ্লানিও যুক্ত হল বিরাটের মুকুটে।

৮ বলে ০ রানে আউট বিরাট কোহলি।

'রোকো' জুটি ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ার দিনে তাঁদের সতীর্থরাও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বৃষ্টিতে বারবার থমকে যাওয়া ম্যাচ শেষপর্যন্ত কমে দাঁড়িয়েছিল ২৬ ওভারে। লোকেশ রাহুল (৩৮), অক্ষর প্যাটেলদের (৩১) আগ্রাসনে ২৬ ওভারে ১৩৬/৯-এর বেশি করতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক মার্শের পাশে আজই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া রেনশর দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে অনায়াসে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল পারথে। অপটাস স্টেডিয়ামে টস বা খেলা শুরুর সময়ও বোঝা যায়নি সারাদিনে বারবার বিঘ্ন ঘটবে ভারত-অজি মহারণে। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। তবে বৃষ্টির প্রথম পর্ব শুরুর আগে 'রোকো'-র প্রত্যাবর্তন অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার একদিনের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের মঞ্চটা শুভমানের জন্যও সুখের হল না। দারুণ শুরুর পরও গিল (১০) দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৮ ওভারে ২৫ রানে তিন উইকেট কখনই কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। হ্যাজেলউড (২০/২), স্টার্কের (২২/১) গতি, অতিরিক্ত বাউন্সের সঙ্গে সিম মুভমেন্ট ও টেস্ট ম্যাচ লেংথের বোলিংয়ের কবলে পড়ে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। পরে শ্রেয়স আইয়ার (১১), ওয়াশিংটন সুন্দররা (১০) চেষ্টা করেও দলকে বড় রানের দিশা দিতে ব্যর্থ। যদিও ভারতীয় ব্যাটারদের ব্যর্থতার অন্যতম অজুহাত হিসেবে বলা হচ্ছে, বৃষ্টির কথা। অন্তত চারবার খেলা বন্ধ হয়েছে আজ। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের মনোসংযোগে ব্যাঘাতও ঘটেছে।

যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় এমন যুক্তি অচল। সোজাকথা হল, গত ৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে গনগনে বাউন্সের কড়াইতে নামতে হলে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের যে স্কিল, পরিণতিবোধ থাকা উচিত ছিল, সেটাই আজ দেখা যায়নি। তার মধ্যে শুরুতেই 'রোকো' জুটির ব্যর্থতা নিয়েও প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। চলতি সিরিজের পরই যদি বিরাট-রোহিতরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, তাহলে তাঁদের হাতে রইল বাকি আর দুই ম্যাচ।

শেষ পর্যন্ত রোকো জুটি তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বৃষ্টির কারণে বারবার থমকে যাওয়া একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরের সামনে জমজমাট আড্ডার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। যেখানে বক্তা হিসেবে ছিলেন রোহিত। আর শ্রোতার তালিকায় সবচেয়ে বড় দুই নাম কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক গিল। আড্ডার মাঝে পপকর্ন খেতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের। সেই দৃশ্য দেখার পর মুম্বইয়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের স্টুডিয়োতে থাকা রোহিতের বন্ধু তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিষেক নায়ার হিটম্যানকে পপকর্ন না খাওয়ার অনুরোধও করেছেন।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকার সময়ের হালকা মেজাজের আড্ডা ম্যাচ হারের পর চড়া মেজাজের আলোচনায় বদলে গিয়েছে। 'রোকো'-দের নিয়ে কোচ গম্ভীর এখন কী ভাবছেন কে জানে।

শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়কে দুষছেন শুভমান

পারথ, ১৯ অক্টোবর : শুরুটা হতে পারত মায়াবী। শুরুটা হতে পারত রঙিন। শুরুটা হতে পারত স্মরণীয়ও।

বাস্তবে কোনওটাই হয়নি। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে হতাশ অধিনায়ক শুভমান গিল। দলের ব্যর্থতার জন্য বারবার বৃষ্টিতে মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়ার কথা তিনি যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনই শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ২৫/৩ হয়ে যাওয়ার বিষয়টাও তুলে ধরেছেন। শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়কে ম্যাচ হারের জন্য দায়ী করে ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'ভারত থেকে এখানে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, শুরুর পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারানো কখনও ভালো ব্যাপার নয়। শুরুর সেই সমস্যা পরে আর কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমরা।'

ভারত থেকে এখানে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, শুরুর পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারানো কখনও ভালো ব্যাপার নয়।
– শুভমান গিল

ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে ওডিআই নেতৃত্বের শুরুটা ভালো হল না শুভমানের।

অক্ষর প্যাটেল ব্যাটে-বলে ভালো করেছেন। লোকেশ রাহুলও ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন। আজই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিও তাঁর সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনওটাই যথেষ্ট ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরুতেই তিন উইকেটে হারানোর বিপর্যয় দলের জন্য ভালো ব্যাপার নয়। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, '১৩৬ রান যথেষ্ট ছিল না। আবার পরিস্থিতিও আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। কিন্তু আমাদের আরও ভালো করতে হবে।' পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতীয় সমর্থকরা যেভাবে সারাদিন ধরে দলকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে, তার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করছেন ভারত অধিনায়ক। যদিও ম্যাচে সাফল্য না এলে সেই ভাগ্যবান হওয়ার কোনও মানেই হয় না। পাশাপাশি আজ ভারত অধিনায়ককে মাঠের ধারে অনেকটা সময় কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার গিলক্রিস্টের থেকে শুভমান কোনও পরামর্শ পেয়েছেন কিনা, এখনও জানা যায়নি।

জয়ের পর ম্যাট রেনশের সঙ্গে মিচেল মার্শ। রবিবার পারথে।

সহজ জয়েও ভারতকে 'সমীহ' মার্শদের

পারথ, ১৯ অক্টোবর : অপটাস স্টেডিয়ামে একটানা ব্যর্থতায় ব্রেক লাগিয়ে অবশেষে ভারত-বধ অস্ট্রেলিয়ার। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে নতুন বলে রিংটোন সেট করে দেন মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউড। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ফ্লপ শোয়ের যে আর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাকিরা।

২৩ তারিখ অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচ। জিতলেই সিরিজ অজিদের পকেটে। আজকের দাপুটে জয় আত্মবিশ্বাসের পারদ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটাই। তবে ভারতকে হালকাভাবে নিতে নারাজ অস্ট্রেলিয়া শিবির। বিশ্বাস, বাকি দুই ম্যাচে প্রত্যাঘাতে মরিয়া থাকবেন বিরাট-রোহিতরা।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যান বলেছেন, 'ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে জয় সবসময় বাড়তি প্রাপ্তি। তবে আমার ধারণা ওরা শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বাকি সিরিজে। বিশ্বমানের দল। উত্তেজক এবং আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে।'

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ বলেছেন, 'এদিন আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছে। তার মধ্যেও বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটপ্রেমী যেভাবে মাঠ ভরিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। জয় সবসময় প্রাপ্তি। বিশেষত, তা যখন ঘরের মাঠে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা আমি বরাবর উপভোগ করি। দল যেভাবে খেলেছে, অধিনায়ক হিসেবে আমি খুশি।'

'তদন্ত না করেই প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে'

পক্ষপাতদুষ্ট! পাক তোপের মুখে জয়

লাহোর, ১৯ অক্টোবর : চোরের মায়ের বড় গলা।

পাকিস্তানের হাল অনেকটা সেই রকমই। পাক বিমানহানায় তিন আফগানিস্তান ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের বদলে আইসিসিকেই কাঠগোড়ায় তুলছে তারা! জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র দোষ, তারা বিমানহানায় ক্রিকেটারদের মৃত্যুর নিন্দা করেছে!

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার যে সমালোচনা হজম হচ্ছে না পাকিস্তানের। পালটা অভিযোগ, পাক বিমান হানাতেই যে ক্রিকেটাররা মারা গিয়েছে তার নির্দিষ্ট প্রমাণ কোথায়? আর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোন যুক্তিতে আইসিসি তোপ দেগেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারারের দাবি, আইসিসি-র প্রতিক্রিয়া একতরফা, পক্ষপাতদুষ্ট।

আতাউল্লাহ তারার বলেছেন, 'আইসিসি-র এই বিবৃতির প্রত্যাখ্যান ও তীব্র নিন্দা করছি আমরা। কোনও কিছু খতিয়ে না দেখেই মন্তব্য করা হয়েছে। আইসিসি যেভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের হামলাতেই মারা গিয়েছে আফগান ক্রিকেটাররা।'

জয় শা-র দিকে সরাসরি আঙুল তোলেন পাক মন্ত্রী। দাবি, 'আফগান ক্রিকেট বোর্ড অভিযোগ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসি চেয়ারম্যান সামাজিক মাধ্যমে কার্যত একই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। দাবির সপক্ষে আফগান বোর্ড কিন্তু তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেনি। আইসিসি-রও উচিত স্বাধীনভাবে সবকিছু খতিয়ে দেখা। মনে রাখা উচিত, বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানও সন্ত্রাসের শিকার।'

পাক মন্ত্রীর আরও দাবি, আইসিসি-র নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন ভাবনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে এই পদক্ষেপ। আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা। কোনও কিছু নিশ্চিত না হয়ে একপক্ষের দাবিকে প্রচার করা অনুচিত। অন্যের প্ররোচনায় পা দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতিতে থেকে বিরত থাকা উচিত আইসিসি-র।

আজ ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : টিম ইন্ডিয়া আপাতত অস্ট্রেলিয়ায়। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সাদা বলের সিরিজ খেলে দেশে ফেরার পরই শুভমান গিলরা হাজির হয়ে যাবেন কলকাতায়। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে কাল থেকে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সচিব বাবলু কোলে জানিয়েছেন, সোমবার কালীপুজোর দিন বেলা বারোটা থেকে অনলাইনে ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হতে চলেছে। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে ইডেনের গ্যালারি ভরে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সিএবি সচিব। এদিকে, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর আজ টিম বাংলা ছিল বিশ্রামে। আগামীকালও পুরো দলের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে ইডেনে গুজরাট ম্যাচের অনুশীলন শুরু করবে বাংলা দল। ছুটির আবহের মধ্যেই জানা গিয়েছে, ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচের স্কোয়াডে সুযোগ পেতে চলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপ। গুজরাট ম্যাচে তাঁদের বাংলা দলে নাও পাওয়া যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। অধিনায়ক অভিমন্যুকে পাওয়া না গেলে সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন।

রুপোতে থামলেন তনভী

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর : সাইনা নেহওয়ালের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু রুপোতেই থামতে হল ১৬ বছরের তনভী শর্মাকে। রবিবার ফাইনালে তিনি ৭-১৫, ১২-১৫ পয়েন্টে থাইল্যান্ডের আনাপাট ফিচিতপ্রেচাসাকের বিরুদ্ধে হেরেছেন। প্রথম গেম ভালো যায়নি তনভীর। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে ৬-১ পয়েন্টের লিড নিয়ে শুরুটা দারুণ করেছিলেন পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের এই শাটলার। তবে এরপর একের পর এক ভুল করে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যান তনভী। সোনা জিততে না পারলেও ১৭ বছর পর জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন থেকে ভারতের ঘরে পদক এল।

দিল্লির কোচ টমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ইতিমধ্যেই আইএসএলের নতুন ক্লাব স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির লোগো প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এদিন তারা নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল। এই মরশুমে দিল্লির এই ক্লাবের কোচ হলেন টমাস থুস। এই পোলিশ কোচ এর আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিগ জয়ী দলের সহকারী কোচ ছিলেন। এছাড়া কেরালা ব্লাস্টার্সের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ও পরে অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব নেন। নতুন কোচের অধীনে সুপার কাপে নামবে দল। প্রসঙ্গত হায়দরাবাদ এফসি নিজামের শহর থেকে দিল্লি চলে যাওয়ার পর নাম বদল করে হয় স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি।

এদিন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য খেলা প্রীতি ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-র কাছে ৪-১ গোলে হেরে গেল টমাসের দল।

'আগের চেয়েও বেশি ফিট'

প্রথম ম্যাচের আগে ঘোষণা বিরাটের

পারথ, ১৯ অক্টোবর : ২২৪ দিন পর একদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় হল না। ব্যাট হাতে রান পাননি। ৮ বল খেলে করেছেন শূন্য। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির প্রথম শূন্য।

তারপরও অবশ্য হতাশায় ভেঙে পড়ার কিছু দেখছেন না কিং কোহলি। বরং তিনি অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছেন। আর তার মধ্যেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রবি শাস্ত্রী ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে হাজির হয়ে ঘোষণা করেছেন, তিনি আগের চেয়েও এখন বেশি ফিট। টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। মিশন অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি নিয়েই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হয়েছেন। বিরাটের কথায়, 'গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাইনি। আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে নিয়মিত আইপিএল-ও খেলেছি। তাই বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। মানসিকভাবে তরতাজা হয়েই আবার ক্রিকেটে ফিরেছি।'

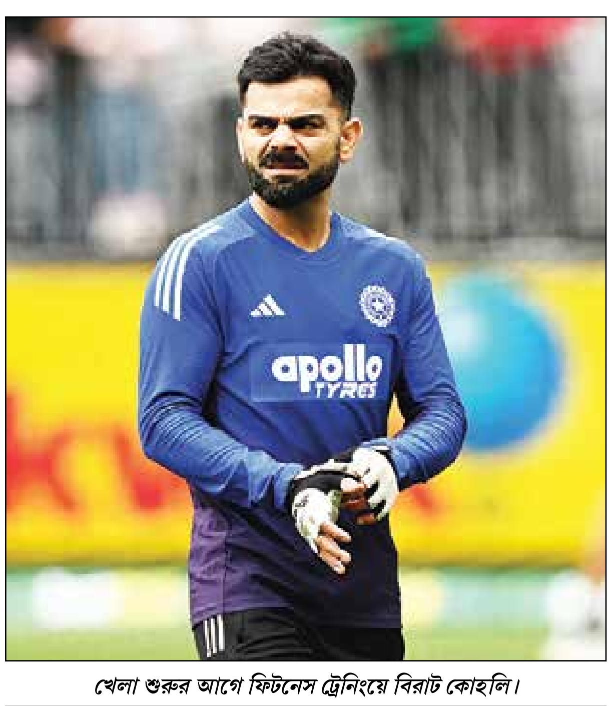

খেলা শুরুর আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে বিরাট কোহলি।

প্রত্যাবর্তনটা সুখের হয়নি কিং কোহলির। ব্যাটে রান পাননি। মিচেল স্টার্কের বলে ফিরতে হয়েছে শূন্য রান করে। কোহলির কথায়, 'আমি এমন একজন ক্রিকেটার যে প্রস্তুতি ছাড়া খেলতে নামি না। প্রস্তুতি নিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় এসেছি। আমি সবদিক থেকে তৈরি। শারীরিকভাবে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিট আমি। লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশে অনুশীলনও করেছি। জীবনটাকে নতুনভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। পরিবারের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো আমার কাছে খুব স্পেশাল। দারুণ উপভোগ করেছি মুহূর্তগুলো।'

বিরাট ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও জল্পনা হল তাঁদের ভবিষ্যৎ। আরও স্পষ্ট করে বললে, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপে কোহলিকে কি দেখা যাবে? উত্তর কারও জানা নেই। দিনকয়েক আগে অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও স্পষ্টভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। আজ কোহলিও খোলসা করে তাঁর আগামীর ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলেননি। তবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন, সেকথা নতুনভাবে আবার জানিয়েছেন আজ।

> গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাইনি। আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে নিয়মিত আইপিএল-ও খেলেছি। তাই বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। মানসিকভাবে তরতাজা হয়েই আবার ক্রিকেটে ফিরেছি।
>
> বিরাট কোহলি

বয়স সংখ্যা মাত্র, বিরাট-রোহিতের পাশে সূর্য

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর : রোহিত শর্মা আটত্রিশ।

বিরাট কোহলি ছত্রিশে। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে দুই তারকার পক্ষে খেলা আদৌ কি সম্ভব? জল্পনা তুঙ্গে। যে প্রশ্নের জবাবে দুই সিনিয়ার সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেন ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। যুক্তি, বয়স নয়, নির্বাচনের মাপকাঠি হওয়া উচিত পারফরমেন্স।

এক প্রশ্নের জবাবে সূর্য বলেছেন, 'আমার কাছে বয়স সংখ্যা মাত্র। তুমি যদি রান করো, সাফল্য পাও, দলের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারো, তাহলে বয়স কোনও ফ্যাক্টরই নয়। জেমস অ্যান্ডারসনকে নিয়ে পড়ছিলাম। ওর বয়স এখন ৪৫-৪৬ হবে (আসলে ৪৩)। সম্প্রতি ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করেছে। আসল কথা সেই সাফল্য। সেটা থাকলে তুমি কতদিন খেলবে, খেলা চালিয়ে যাবে, তা ঠিক করবে তুমি।'

শুভমান গিলকে নিয়ে আবার অন্য গল্প শোনালেন। সূর্যের অকপট স্বীকারোক্তি, গিলের কাছে টি২০ দলের অধিনায়কত্ব হারানোর আশঙ্কা করেন তিনি! টেস্টের পর ওডিআই নেতৃত্বে দায়িত্ব শুভমানের কাঁধে। এবার কি টি২০ দলের পালা? এশিয়া কাপের টি২০ ভারতীয় দলে একেবারে সহ অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের অন্তর্ভুক্তিতে সেই প্রশ্নও উসকে দিয়েছে।

সূর্য বলেছেন, 'মিথ্যে বলব না, প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ভয় থাকে। আমিও ভয় পাই। তবে এই ভয় আমার ভালো খেলার প্রেরণাও। মাঠ এবং মাঠের বাইরে শুভমানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভালো। জানি, ক্রিকেটার হিসেবে ওর দক্ষতা এবং কী ধরনের মানুষ। আর ভয় আমাকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করে।'

টি২০ অভিষেকের প্রসঙ্গ টেনে

গিলের জন্য নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা!

সূর্য আরও বলেছেন, 'অভিষেক ম্যাচে নামার সময়ও ভয়ে ছিলাম। যদিও বাস্তব ঘটনা একটু অন্যরকম ছিল (জোফ্রা আর্চারকে ছক্কা মারেন প্রথম বলেই)। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, পরিশ্রম করলে, নিজের প্রচেষ্টার কাছে সৎ থাকলে, সাফল্য ঠিক আসবে।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সময় (২০১৪-২০১৭) থেকে পরিচয়ের কথা সূর্যের মুখে। গম্ভীর তাঁর কাছে বড় ভাইয়ের মতো। কেকেআরে গম্ভীরের কোচিংয়ে চার বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রচুর শিখেছেন। মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছেন। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যা সাহায্য করেছে।

জাতীয় দলের দায়িত্বে তাই নতুন করে বোঝাপড়ার দরকার পড়েনি। সূর্য বলেছেন, 'অনেক সময় দল নিয়ে আলোচনার সময় দেখা যায় আমার একাদশ আর গোতিভাইয়ের একাদশ ৯৯ শতাংশ এক! মাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কখনও অনেক কিছুই মনের মধ্যে ভিড় করে। তখন ডাগআউটের দিকে তাকাই। এক ইশারাতেই বুঝে যাই। আমাদের সম্পর্ক এরকমই।'

টেস্ট ও ওডিআইয়েও ভারতীয় দলে নিয়মিত খেলতে চান। যদিও কেরিয়ার এই মুহূর্তে শুধু আটকে টি২০-তে। এরজন্য নিজেকেই দুষছেন সূর্যকুমার। অকপট স্বীকারোক্তি, অনেক সুযোগ পেয়েছেন ওডিআই দলে জায়গা পাকা করতে। কিন্তু পারেননি। তবে এখন মাঝেমাঝে আফসোস হয়, যদি সাফল্য পেতেন, হয়তো ওডিআই দলের অধিনায়কের সম্মানও তাঁর মুকুটে যুক্ত হতে পারত!

৮৮ রানের পথে দৃষ্টিনন্দন ড্রাইভ স্মৃতি মান্ধানার। ইন্দোরে দর্শকদের মাতিয়ে দেওয়ার পরও ভারতের হারের হ্যাটট্রিক আটকাতে পারলেন না তিনি।

ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় জলে হবু বৌমার ৮৮

ইংল্যান্ড-২৮৮/৮
ভারত-২৮৪/৬

ইন্দোর, ১৯ অক্টোবর : ২৭ বলে দরকার ৩৩ রান। ক্রিজে দুরন্ত ছন্দে থাকা রিচা ঘোষের সঙ্গে সেট হয়ে যাওয়া দীপ্তি শর্মা। ভারতের জয় নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন ইন্দোরের দর্শকরা। কিন্তু ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় ইংল্যান্ডকে ম্যাচ উপহার ভারতের। ২৮৪/৬ স্কোরে আটকে ওডিআই বিশ্বকাপে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে লাস্যময়ী স্মৃতি মান্ধানার প্রেম অনেকদিনের। এবার তাঁদের প্রেমের কাহিনী পরিণতি পেতে চলেছে। শুক্রবার ইন্দোরে এক অনুষ্ঠানে যার নিশ্চয়তা দিয়ে ঘরের ছেলে পলাশ বলেছেন, 'খুব শীঘ্রই স্মৃতি ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে চলেছে। এইটুকুই বলার আছে আমার।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সংগীতশিল্পী পলক মুচ্ছলের ভাই পলাশ আরও বলেছেন, 'আমি কিন্তু আপনাদের শিরোনাম দিয়ে গেলাম।'

পলাশ-স্মৃতি পরস্পরকে যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'হ্যালো হাসবেন্ড...হ্যালো ওয়াইফি' বলে ডাকবেন সেদিন তাঁদের নিয়ে খবর হবে, তাঁরা শিরোনামে আসবেন। ব্যক্তিগত জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্ত আসার আগে রবিবার 'প্রথম ভালোবাসা' ক্রিকেটেও শিরোনামে স্মৃতি। তবে তাঁর দুরন্ত ৮৮ রানের ইনিংস হবু শ্বশুরবাড়ির শহরে ভারতকে জয় এনে দিতে পারেনি।

এদিন টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামার পর ইংল্যান্ডকে ২৮৮/৮ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর হিদার নাইট (১০৯)। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৩০০তম ম্যাচে শতরান পেলেন তিনি। নাইটকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনার অ্যামি জোনস (৫৬) ও অধিনায়ক ন্যাট স্ক্রিভার-ব্রান্ট (৩৮)। তবে ইংল্যান্ডের রানকে তিনশো পার হতে না দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন দীপ্তি (৫১/৪)। মহিলাদের ওডিআইয়ে চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে ২ হাজার রান ও ১৫০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখলেন তিনি। জোড়া উইকেট নেন নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি।

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের মতো এদিনও শতরান মিস করেন স্মৃতি। কিন্তু যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন 'মিদাস' টাচে পাওয়া গিয়েছে ইন্দোরের হবু পুত্রবধূকে। শুরুতে প্রতীকা রাওয়ালকে (৬) হারালেও রানতাড়ার চাপ শুষে নেন স্মৃতি (৮৮)। হার্লিন দেওলকে (২৪) নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামলান তিনি। এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীতের (৭০) সঙ্গে ১২৫ রানের জুটিতে ওডিআইয়ে ভারতের সবাধিক সফল রানতাড়ার মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন ২৯ বছরের স্মৃতি। কিন্তু দীপ্তির (৫০) পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে রিচা (৮), আমনজ্যোৎ কাউরদের (অপরাজিত ১৮) ম্যাচ শেষ করে না আসতে পারার রোগ ফের ভোগাল ভারতকে। বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় হয়ে যাবে হরমনপ্রীতদের।

অস্ট্রেলিয়া সফরে কুড়ির দ্বৈরথ

যুবির নজরে প্রস্তুতি শুরু অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন।

মাত্র ২৪ ম্যাচের কেরিয়ারেই টি২০-তে এক নম্বর ব্যাটারের শিরোপা। আইসিসি র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরেও যে দাপট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় টি২০ দলের বিস্ফোরক ওপেনার অভিষেক শর্মা।

শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ওডিআই দল ইতিমধ্যেই মিশন অস্ট্রেলিয়ায় নেমে পড়েছে। শুরুটা যদিও সুখকর হয়নি। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্রী হার হজম করতে হয়েছে। হতাশা বাড়িয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ফ্লপ শো। অভিষেকের চোখ সেদিকে থাকলেও মূল ফোকাস ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রস্তুতিতে। লক্ষ্যপূরণে কোচ কাম মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের অধীনে চলছে নিবিড় অনুশীলন।

এশিয়া কাপে ভারতের জয়ের অন্যতম কারিগর ছিল অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিং। চেনা মেজাজে বোলারদের ছত্রখান করেছিলেন। নামের পাশে সাত ইনিংসে দুশোর স্ট্রাইক রেটে ৩১৪ রান। অস্ট্রেলিয়ায় যদিও চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। পরিবেশ, পিচ পরিস্থিতিও আলাদা। ভারতের হয়ে প্রথমবার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকে কি না, অধীর অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল।

শিষ্য অভিষেক শর্মাকে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য টিপস দিচ্ছেন যুবরাজ সিং।

ভক্তদের হতাশ করতে রাজি নন বছর পঁচিশের বাঁহাতি ওপেনার। নারাজ প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখতে। ব্যাটে শান দিতে তাই বরাবরের মতো যুবরাজের ক্লাসে হাজির অভিষেক। প্রিয় কোচের সঙ্গে প্র্যাকটিসের যে ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। বিগ হিটিং স্কিলের পাশাপাশি মাটি ঘেঁষা শটে জোর দিতে দেখা গিয়েছে অভিষেককে।

প্রস্তুতির ভিডিও পোস্ট করার পাশাপাশি তাঁর কেরিয়ারে যুবরাজ সিংয়ের অবদানের কথাও এক টিভি শোয়ে জানিয়েছেন অভিষেক। যেখানে বলেছেন, 'একটা সময় চাপের মধ্যে ছিলাম। আইপিএলে ধারাবাহিকভাবে খেলার সুযোগ মিলছিল না। অথচ, আমার সমবয়সি, বন্ধু শুভমান তখন ভারতের হয়ে খেলছে। মনের মধ্যে চাপ তৈরি হচ্ছিল। যুবিপাজি এগিয়ে আসে। সাহস জুগিয়ে বলেছিল, ২-৩ বছরের মধ্যে আমি দেশের হয়ে খেলব। শুধু খেলব না দলকে জেতাব। সেভাবে নাকি আমাকে তৈরি করছেন।'

এএফসি না খেলার আক্ষেপ কামিন্স-মেহতাবদের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মুখে ঘুরে-ফিরে সেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রসঙ্গ।

ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না খেলতে যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের ক্ষোভ রয়েছে। যার প্রভাব দেখা গিয়েছে শিল্ড ফাইনালে। ম্যাচের অধিকাংশ সময় মৌন থেকে নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বাগান জনতা। শনিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বাগানের জেসন কামিন্স ও মেহতাব সিং জানিয়ে গেলেন, তাঁরাও এএফসি খেলতে চেয়েছিলেন। অজি তারকা কামিন্স বলেছেন, 'এই মরশুমে আমরা সবাই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু জিনিস আমাদের হাতে থাকে না। এই মুহূর্তে ইরানে খেলতে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। এইসব ক্ষেত্রে অতীতে এএফসি-র পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বেলায় কেন করেনি, সেটা জানি না।'

কামিন্সের সুরে সুর মিলিয়ে মেহতাব বলেছেন, 'আমরা সবাই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার স্বপ্ন দেখি। এর আগে মুম্বইয়ের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় খেলেছি। তখন ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হয়। সেই সময়ের পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান ইরানের পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই সবাই মিলেই ওখানে না খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'

কয়েকদিন পর গোয়াতে সুপার কাপের আসর বসতে চলেছে। সেখানেও গ্রুপপর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হতে হবে সবুজ-মেরুনকে। এই প্রসঙ্গে কামিন্স বলেছেন, 'আমি মোহনবাগানের হয়ে পাঁচটি ট্রফি জিতেছি। একমাত্র অধরা রয়ে গিয়েছে সুপার কাপ। সেটা এই বছর জিততে চাই। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। সুপার কাপেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। এই ম্যাচটা সবসময়ই স্পেশাল।' ফাইনালে নিজের পেনাল্টি মিস নিয়ে অজি তারকা বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রাও পেনাল্টি মিস করেন। আমি আগে অনেক পেনাল্টি থেকে গোল করেছি। আগামী ম্যাচে পেনাল্টি পেলে ফের মারতে যাব। তবে টাইব্রেকারের সময় বেশ টেনশনে ছিলাম।'

আইএফএ শিল্ড জিতে চিংড়ি নিয়ে উচ্ছ্বাস জেসন কামিন্স, দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের।

এদিকে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর আইএফএ শিল্ডই প্রথম খেতাব মেহতাবের। তাও আবার পূর্বতন দল ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে খেতাব জয়। ফাইনালে টাইব্রেকারে শেষ পেনাল্টি তাঁরই নেওয়া। উচ্ছ্বসিত মেহতাব বলেছেন, 'মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা একদমই সঠিক। আমি এখানে যোগ দেওয়ার পর থেকে সবসময় ডার্বি খেলতে চেয়েছিলাম। ফাইনালে পেনাল্টি মারতে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তবে এখানেই থামতে চাই না। মোহনবাগানকে আরও ট্রফি জেতাতে চাই।'

এদিকে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে সমাজমাধ্যমে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু লিখেছেন, 'এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের অধিনায়ক হিসেবে আমার প্রথম আইএফএ শিল্ড জেতার গর্ব অপরিসীম। মোহনবাগানের জন্য এটি ২১তম আইএফএ শিল্ড। এটা একটি ঐতিহ্য, যা শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে এবং আমাদের সমর্থকরা আজও তা বহন করে চলেছেন।' আপাতত আইএফএ শিল্ড ভুলে সুপার কাপই পাখির চোখ সবুজ-মেরুন শিবিরের।

এভার্টনের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে আর্লিং হাল্যান্ড।

হাল্যান্ড নির্ভরতা কাটাতে চান গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ অক্টোবর : আপন ছন্দে ছুটছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। মাঠে নামলেই গোল করছেন। জেতাচ্ছেন দলকে। তবে শুধুমাত্র হাল্যান্ডের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইছেন না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার এভারটনকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যান সিটি। জোড়া গোল করেন হাল্যান্ড। চলতি মরশুমে ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ২৩টি গোল করে ফেলেছেন তিনি। তবে ম্যাচের পর গুয়ার্দিওলার স্পষ্ট বলেছেন, 'আমরা নির্দিষ্ট একজনের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। অন্য খেলোয়াড়দেরও এগিয়ে আসতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে। গোল করতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই ম্যাচেও অনেকেই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি।'

শনিবার ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট চেনা ছন্দে দেখা যায়নি সিটিজেনদের। এই নিয়ে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিরতির পর এমনটা হয়। ছন্দে ফিরতে সময় লাগে। তবুও জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের দলের জন্য।' অন্যদিকে, নটিংহাম ফরেস্টকে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় জয়ের মুখ দেখল চেলসি। তারাও তিনটি গোলই করেছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচ শেষে চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা বলেছেন, 'প্রথমার্ধ আমাদের জন্য কঠিন ছিল। বিরতির পর কৌশলগত কিছু পরিবর্তন আনায় ম্যাচ হাতে আসে।'

মেসির দুরন্ত হ্যাটট্রিক

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : মেজর লিগ সকারে মরশুমের শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। সেইসঙ্গে ২৯ গোল করে সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে লিগ শেষ করলেন তিনি।

ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৫-২ গোলে জয় পায় ইন্টার মায়ামি। ৩৫ মিনিটে আর্জেন্টাইন মহাতারকার গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। কিন্তু তারপর সাম সারিজ ও জ্যাকব শাফেলবার্গের গোলে প্রথমার্ধের শেষে ২-১ ফলে এগিয়ে যায় ন্যাশভিল।

৬৩ মিনিটে গোল করে সমতা ফেরান মেসি। মিনিট চারেক পরেই মায়ামিকে এগিয়ে দেন বাল্টসার রডরিগেজ। ৮১ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন মেসি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সংযোজিত সময়ে টেলাস্কো সেগোভিয়াকে দিয়ে একটি গোল করান আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আপাতত ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে কেরিয়ারে প্রথমবার মেজর লিগ সকারের সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছেন মেসি। ৩৪ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লিগ শেষ করেছে মায়ামি। আগামী মরশুমে এমএলএস কাপের প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে তারা খেলবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে।

গোলের পর ৮ বছর আগের সেলিব্রেশন ফেরালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ক্লাব ফুটবলে '৮০০' রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১৯ অক্টোবর : বয়স একটা সংখ্যা মাত্র, সেটা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করেই চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল ফাতেহ্‌র বিরুদ্ধে আল নাসের জিতল ৫-১ গোলে। হ্যাটট্রিক করলেন জোয়াও ফেলিক্স। কিন্তু বিশ্বমানের গোল করে ম্যাচের সব আলো শুষে নিলেন সেই রোনাল্ডো। সেইসঙ্গে সরকারিভাবে ক্লাব ফুটবলে '৮০০' গোলের নজির স্পর্শ পর্তুগিজ মহাতারকার।

ম্যাচের ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন রোনাল্ডো। কিন্তু পরের মিনিটেই বক্সের কোণ থেকে দুরন্ত শটে বিশ্বমানের গোল করে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। আট বছর আগে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষেও ঠিক একইরকমভাবে গোল করেছিলেন সিআর সেভেন। সেই গোলের পর জার্সি খুলে গ্যালারির দিকে তুলে ধরেছিলেন রোনাল্ডো। এই ম্যাচেও সেটাই করলেন রোনাল্ডো। গোটা বিশ্বকে বোঝাতে চাইলেন, বয়স বাড়লেও একইরকম ক্ষিপ্র তিনি। এই গোলের সুবাদে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্লাব ফুটবলে ৮০০ গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সব মিলিয়ে ফুটবল কেরিয়ারে ৯৪৯ গোলের মালিক তিনি।

১৬, ৬৮ ও ৮৫ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেছেন ফেলিক্স। ৭৫ মিনিটে একটি গোল করেছেন কিংসলে কোমান। ফাতেহ্‌র গোলটি সোফিয়ানা বেন্ডেবেকার। আপাতত ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রোনাল্ডোরা।

২২ অক্টোবর আল নাসের ভারতের মাটিতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলবে। এই ম্যাচে রোনাল্ডো খেলবেন ধরে নিয়েই গোয়াজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে পর্তুগিজ মহাতারকা গোয়ায় আসবেন কি না, সেই বিষয়ে আল নাসের কোনও কিছু এখনও স্পষ্ট করে বলেনি।

সুপার কাপে ডার্বি জয়ের আবদার শুনছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে ইরান না যাওয়া নিয়ে সমালোচনা, সমর্থকদের বিক্ষোভ, সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মরশুমের প্রথম খেতাব জিতে আগাম দীপাবলির আনন্দে মাতোয়ারা সবুজ-মেরুন জনতা। বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মুখেও তাই স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। সত্যিই কি স্বস্তি?

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। শনিবার ম্যাচ শেষে মোলিনার শরীরী ভাষা তেমনই। আসলে শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে না যাওয়াই নয়, একইসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হার বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল স্প্যানিশ কোচকে। প্রথমটা ডুরান্ড কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের কাছে, তারপর এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচে আহল এফকে-র কাছে। সমর্থকদের জন্য শিল্ড জিততে পেরে খুশি, জানালেন মোলিনা। তবে তাঁর কাজ যে এখানেই শেষ নয়।

মোলিনাই জানালেন, শিল্ড জয়ের রেশ কাটার আগেই সমর্থকদের থেকে সুপার কাপের ডার্বি জয়ের আবদার তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'সমর্থকরা শিল্ড জেতার আশায় ছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাই খুব ভালো লাগছে। মাঠ থেকে সাজঘরে ফেরার পথে কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে দেখা হল। ওরা এখন থেকেই সুপার কাপে ডার্বি জয়ের আবদার শুরু করে দিয়েছে। বলেছে আমাদের ডার্বি জিততেই হবে।'

উলটোদিকে ডার্বি হেরে শিল্ড জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে লাল-হলুদ বাহিনীকে এগিয়ে দেন হামিদ আহদাদ। পরক্ষণেই জোড়া সুযোগ নষ্ট। সেটাকেই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন অস্কার ব্রুজোঁ। শনিবার ম্যাচ শেষে হতাশার সুরেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'প্রথম গোলের পর ম্যাচের রাশ আমাদের হাতে ছিল। ওই সময়ই ম্যাচটা শেষ করে ফেলা উচিত ছিল আমাদের। সেটা তো আমরা পারিনি, উলটে গোল হজম করতে হয়েছে।' তবে ডুরান্ডের পর শিল্ড ডার্বিতেও যে লড়াকু ইস্টবেঙ্গলকে দেখা গিয়েছে এই কথা হলফ করে বলা যায়। ব্রুজোঁও বলেছেন, 'গত কয়েক বছর ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে থেকে মাঠে নামত। এখন আর তা হয় না।'

আজ গোয়া রওনা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

সামনেই সুপার কাপ। সোমবারই সেই টুর্নামেন্টে খেলতে গোয়া উড়ে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার থেকে সেখানেই প্রস্তুতি শুরু করবে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। তার আগে সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ। জয় ইস্টবেঙ্গল।'

সুপার কাপের আগে সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অস্কার। শিল্ড শেষ। এবার পাখির চোখ সুপার কাপ। যেখানে ৩১ অক্টোবর ফের ডার্বি।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে টিম ভাইপার। ছবি : অমিতকুমার রায়

খেতাব জিতল টিম ভাইপার

হলদিবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : ক্ষুদিরামপল্লি চতুরঙ্গ ক্লাবের ১২ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল টিম ভাইপার। ফাইনালে তারা ১৭ রানে জেএসিবি-কে হারিয়েছে। প্রথমে ভাইপার ৪ ওভারে ১ উইকেটে ৬৫ রান তোলে। জবাবে জেএসিবি ৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৮ রানে আটকে যায়। সেরা বোলার মুন্না দাস। সেরা ব্যাটার একই দলের শুভ্রদীপ দত্ত।

চ্যাম্পিয়ন নজরুল সংঘ

মেখলিগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি নজরুল সংঘ ও পাঠাগার। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে জিতেছে ভুটানের চামুর্চি বয়েজের বিরুদ্ধে। ফাইনালের সেরা মহম্মদ রফিক হ্যাটট্রিক করেন। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের বিকি জমাদার। সেরা গোলকিপার রেজাজুল হক।

ট্রফি নিচ্ছে নজরুল সংঘ ও পাঠাগার। ছবি : দীপেন রায়

ট্রফি নিয়ে উল্লাস জর্জ টেলিগ্রাফ অ্যাথলেটিক ক্লাবের। -প্রসেনজিৎ সাহা

সেরা জর্জ টেলিগ্রাফ

দিনহাটা, ১৯ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার এমএলএ গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ অ্যাথলেটিক ক্লাব। শনিবার রাতে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কলকাতা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা পুলিশের সুরজিৎ শীল। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা স্ট্রাইকার জর্জের রাকেশ কাপুর। সেরা গোলকিপার একই দলের তুহিন দে তালুকদার। পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী।

জাতীয় দলে ভৈরবী, স্বপ্নিল

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : বাহরিনে ২৩-২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৮ জুনিয়ার এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির স্বপ্নিল দত্ত। সে ডিসকাস থ্রোয়ে নামবে। অন্যদিকে, ২৪-২৬ অক্টোবর রাঁচিতে অনুষ্ঠেয় সাফ গেমসে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন ভৈরবী রায়। প্রতিযোগিতায় তিনি মহিলাদের ট্রিপল জাম্পে অংশ নেবেন।